বৈদেহী

এমিল জোলা

অনুবাদ ঃ

বিমান গঙ্গোপাধ্যায় এম. এ

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
৩৪নং, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা — ১২।

শ্রীরণজিৎ সেন গুপ্ত
কর্তৃক
আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স
পাবলিশার্সের পক্ষে
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন — ১৩৫৩

দাম: তিন টাকা আট আনা

প্রচ্ছদ এঁকেছেন:
শ্রীসত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

ধন্বন্তরী প্রেস লিমিটেড,
৫৫নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

প্রিয় এডঅয়ার্ড ম্যানেট,

একই পথের পথিক যখন আমরা দুজন, তখনই তোমার প্রতিভা প্রমাণ করবার জন্য আমি উঠে পড়ে লেগেছিলাম। অনেক মুর্খ প্রচার করতে আরম্ভ করেছিল যে আমরা নাকি অশ্লীল। তারা যত আমাদের পেছনে লেগেছে আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন ততই দৃঢ় হয়েছে। সেই বন্ধুত্বের ফল আজ সুদূরপ্রসারী। তারই স্মৃতি-স্বরূপ এই বই তোমাকে উৎসর্গ করলাম।

এমিল জোলা

ফ্রান্সের অন্যতম রাজনীতিবিদ ও মণীষীর

এই বইটির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি :—

"চকিত হরিণী-প্রেক্ষণা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল, রক্তিম কেশরাশি···ম্যাডেলাইন ফেরাতকে ম্যানেটের আঁকা ছবি বলে মনে হয়। তার রূপ বর্ণনা করতে লেখকের নিশ্চয়ই ভাল লেগেছিল। জুলাইয়ের কোন এক উত্তপ্ত দিনে জ্বলন্ত সূর্যের নীচে সূর্যস্নান উপভোগ করতে করতে ভ্রাম্যমান জোলা তার মানস সঙ্গীরূপে পেয়েছিলেন ঐ প্রণয়ী যুগলকে। যে তরু সমাকীর্ণ গ্রাম তাদের লোকচক্ষু থেকে আড়াল করেছিল, সেই তরুশ্রেণীর মতই যাদের প্রেম ছিল অকুণ্ঠিত এবং প্রাকৃত।

কৃত্রিমতার প্রতি জোলার তীব্র আতংক প্রতি ছত্রের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস ছিল ঔপন্যাসিককে তাঁর বিষয়বস্তু সুতীব্রভাবে অনুভব করতে হবে. তাঁর বক্তব্যকে বলতে হবে সুদৃঢ় কণ্ঠে বাস্তব ভংগীতে এবং জীবনের সমস্ত দিককেই রূপায়িত করতে হবে সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে। জোলার উপন্যাস তাঁর এই বিশ্বাসের দর্পণ স্বরূপ।

এডঅয়ার্ড হেরিয়ট

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী- (১৯২৪-২৬,১৯৩২)

বৈদেহী

(এমিলজোলার **La honte** এর অনুবাদ)

ফণটেনায় ট্রেণ থেকে নামল ওঁরা দু'জনে।

ওদের সংগে নামল আরো কয়েকজন ঐ অঞ্চলের লোক। সারাদিনের কাজের শেষে ঘরে ফেরার উন্মুখ আগ্রহ তাদের মনে। ওদের ঠেলে সরিয়ে দ্রুত পা চালালো তারা ঘরের দিকে।

পথে নেমে হাত ধরাধরি ক'রে ওঁরা বাঁদিকের পথটা দিয়ে মন্থর গতিতে এগুতে লাগল। সোকস্ যাবার পথ এটি। দুধারে গাছের সারি পথটাকে সুন্দর ক'রে তুলেছে।

বাঁশি বাজিয়ে ট্রেণটা ছেড়ে দিল। নিবিড় অরণ্যের নীলাঞ্জন ছায়ার অন্তরালে অপস্রয়মান ট্রেণটার দিকে চেয়ে সলজ্জ হাসি হেসে উইলিয়ম বলল:

"ম্যাডেলাইন, মনে আছে আমি কি বলেছি? কোথায় যাচ্ছি আমি কিন্তু জানি না—তোমাকেই আমায় নিয়ে যেতে হবে।"

ম্যাডেলাইন একটা সরু গলি দেখিয়ে বলল: "এদিক দিয়ে চল—এটা দিয়ে গেলে আমাদের সোকস্-এর বড় রাস্তায় পড়তে হ'বে না।"

সরু গলিটা দিয়ে ওরা চলতে লাগল। দূরে জংগল ক্রমশঃ ফাঁকা হ'য়ে এসেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফণটেনার

পাহাড়তলীর ক্ষেত-খামার, সবুজে আর সোনালীতে মাখামাখি। ঘন সন্নিবিষ্ট লতাবিতানের মধ্যে দিয়ে অস্তমিত সূর্যের আলো, গলানো সোনার মত চুঁইয়ে পড়ছে। সেপ্টেম্বর শেষ হ'তে চলেছে—কিন্তু এখনো সে আলোয় লাগেনি শরতের রক্তিম বিহ্বলতা।

নির্জন পথে হাত ধরাধরি ক'রে ও'রা চলেছে। কিন্তু এত ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কোথায় যেন ওরা কুণ্ঠা বোধ ক'রছে। হয়তো বা স্বল্প পরিচয়জাত এই ঘনিষ্ঠতাই ওদের কুণ্ঠার কারণ। মাত্র দু'সপ্তাহের পরিচয় ওদের। এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব···। তাই চোখে ওদের সলজ্জ দৃষ্টি—কথাবার্ত্তায় সংক্ষিপ্ততা···।

এখনো পরস্পরের কাছে ওরা অজানা। এই অজানাকে মানুষ ভয়ও করে, আবার এর আকর্ষণও বোধ করে।

ম্যাডেলাইন উইলিয়মের জীবনে প্রথম নারী। উইলিয়মের তাই কেমন যেন বাধোবাধো লাগছে।

শ্লথ গতিতে চলতে চলতে ওরা এলোমেলো বিষয় নিয়ে কথা বলছে।

ম্যাডেলাইন সবেমাত্র কুড়িতে পড়েছে। ও'র অপূর্ব সুন্দর সোনালী চুলের রাশি ঘাড়ের কাছে এলো-খোঁপার আকারে বাঁধা। চওড়া কপাল, তীক্ষ্ণ নাক, গালের উঁচু হাড় ও'র অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানিকে হয়তো একটু পরুষ ক'রে তুলেছে—কিন্তু সেই কঠোরতাই ও'র মুখে এঁকে দিয়েছে সুদূর অতীতের ভাস্কর্যের পবিত্র মহনীয়তা. ও'র শান্ত সুনীল চোখের তারা আর প্রাণ-চঞ্চল অধরোষ্ঠের মধ্যে যেন একটা বিরোধ ফুটে উঠেছে? ঠোঁটের

কোণের ছোট্ট তিলটি আর মুখের তলার অংশের শিশুসুলভ কমনীয়তা ও'র মুখখানিকে একই সংগে দৃঢ়তা আর মাদকতায় ভরিয়ে তুলেছে।

উইলিয়ম ম্যাডেলাইনের চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। ঈষৎ ন্যুব্জ দীর্ঘ দেহ তার। চোখে মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্যের ছাপ। সে বড় ঘরের ছেলে। কথায়বার্তায় আচার ব্যবহারে পাছে কোন ত্রুটি ধরা পড়ে এই ভয়ে সে সব সময় সজাগ হ'য়ে থাকে। নিজের প্রতি অনাস্থাই তা'র চরিত্রের একমাত্র দুর্বলতা। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তা'র একটা গর্ব আছে ; এই গর্বটুকু না থাকলে ঐ দুর্বলতা তাকে হয়তো মেরুদণ্ডহীন ক'রে ফেলত। ভালবাসা পাবার জন্য মনে মনে সে লালায়িত—প্রেম দিতেও সে পারে অকৃপণভাবেই। কিন্তু তবু ম্যাডেলাইনের হাসি যতবারই তা'কে উচ্ছল ক'রে তোলে ততবারই সে পিছিয়ে আসে ওর চোখের শান্ত দৃষ্টির সম্মুখে। ও ভাবে ঃ ম্যাডেলাইন হয়তো ওকে বিদ্রূপ ক'রছে !

অল্‌নে তে পৌঁছে একটা প্রকাণ্ড বাদাম গাছের তলায় ও'রা বসল। মাটিতে এলিয়ে পড়ল উইলিয়ম।

"কোথায় এলাম আমরা ? এখানে খাওয়া জুটবে তো ?"—মৃদু হেসে প্রশ্ন ক'রলো সে।

"তোমার জীবন-মরণ এখন আমার হাতে মশাই !"—খুশীর সুরে ম্যাডেলাইন বলল। "আধঘণ্টার মধ্যে খেতে পাবে তুমি।"

ম্যাডেলাইনের বাহুর স্পর্শের মধ্যে দিয়ে উইলিয়ম ওর দেহের উত্তাপ অনুভব ক'রতে লাগল। সে বুঝল এই স্পর্শের মধ্যে রয়েছে ও'র আত্মনিবেদনের প্রতিশ্রুতি। ম্যাডেলাইন তা'র কাছে

সমর্পণ ক'রতে চায় নিজেকে। ওর সংযত শান্ত রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রেমের তৃষ্ণা—সে তৃষ্ণা তারই মত গভীর—তারই মত উগ্র।

ম্যাডেলাইন মুখ তুলল। উইলিয়ম দেখল ওর চোখে ফুটে উঠেছে অনির্বচনীয় কোমলতা। ম্যাডেলাইন তাকে টানছে। দুর্বার সে আকর্ষণ—কোমল কিন্তু সর্বগ্রাসী।

ক্রমাগত চড়াই আর উৎরাই ভেঙে পথ চলে ম্যাডেলাইন শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। তার এই ক্লান্তির সংগে সারাদিনের তন্দ্রালস উত্তাপ মিলে তার মনে জাগিয়ে তুলেছে সুতীব্র কামনা। এ কামনা তার অপরিচিত। এই কামনার আকর্ষণেই নারী পুরুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়।

ম্যাডেলাইনের রাগ-রক্তিম মুখের দিকে চেয়ে উইলিয়ম দেখতে পেল ও'র ঠোঁটের পাশে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম সুনীল শিরার জাল বোনা। আগে কখনো এগুলো চোখে পড়েনি। ও'র ইচ্ছে হ'লো ম্যাডেলাইনের ঐ ঠোঁটের পাশটিতে চুম্বন চিহ্ন এঁকে দেয়। কিন্তু লজ্জা এসে তাকে বাধা দিল। হেঁট হ'তে গিয়েও আবার সে সোজা হ'য়ে ব'সল। পাহাড়ের শিখরে উঠে ওরা দেখল দূরে দিগন্ত রেখার কাছে ভেরিয়ারের জংগল দেখা যাচ্ছে। ম্যাডেলাইন স্তব্ধভাবে চেয়ে রইল।

বাতাস প্রবল হ'য়ে উঠেছে। তাদের মুখে এসে লাগছে গরম হাওয়ার ঝাপ্‌টা। নীচে উপত্যকার মধ্যে বোধহয় ঝঞ্ঝা ঘনিয়ে উঠছে। ম্যাডেলাইনের মুখখানি গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। দূরের দিকে চেয়ে সে গভীর চিন্তার মধ্যে হারিয়ে গেছে।

উইলিয়ম অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগল। সে যেন অনুভব ক'রতে লাগল, তার আর ম্যাডেলাইনের মাঝখানে রয়েছে দুস্তর সাগরের ব্যবধান। ও'র চিন্তার মধ্যে তা'র স্থান নেই। তা'র আসার আগে ম্যাডেলাইনের জীবনের কুড়িটি বছর কেটেছে। এই অঞ্চলটা ও'র পরিচিত। হয়তো আগেও এসেছে এখানে। হয়ত নয়—নিশ্চয়। কিন্তু কে ছিল তখন ও'র সংগে? প্রশ্নটা তা'কে ব্যাকুল ক'রে তুলল। কিন্তু ভয় হ'লো তা'র এই প্রশ্নে যদি ম্যাডেলাইন আঘাত পায়!

তবু শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে সংবরণ ক'রতে পারল না। কতকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল: "তুমি আগে এখানে এসেছিলে—না?"

"হ্যাঁ, অনেকবার......।"—ম্যাডেলাইন সংক্ষেপে উত্তর দিল। তা'রপর বলল: "তাড়াতাড়ি চল। এখনি বৃষ্টি আসবে।"

পথের ধারে একটা ছোট্ট সরাইখানায় তা'রা থামল। তাদের দেখে সরাইখানার নোংরা জামা পরা, মোটা স্বত্বাধিকারিণী বেরিয়ে এল। ম্যাডেলাইনকে দেখেই সে চমকে উঠল।

"আরে, তুমি···! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বুঝি মরেই গেছ! কি খবর তোমার? সেই······"

উইলিয়মের দিকে নজর পড়তেই সে থেমে গেল। মনে হ'লো সে যেন ও'কে দেখে একটু বিস্মিতই হোয়েছে। উইলিয়ম বুঝল: ম্যাডেলাইন এখানে প্রায়ই আর কারো সংগে আসত।

গলার স্বরে একটু ঘনিষ্ঠতা কমিয়ে সে বলল: "তোমরা এখানেই খাবে তো? আমি এখনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

ম্যাডেলাইন কিন্তু তাঁর সাদর অভ্যর্থনায় বিশেষ সাড়া দেয়নি। সে টুপী আর শালটা খুলে নীচের তলায় রাখতে চলে গেল। জায়গাটা যে তার সুপরিচিত এ তাঁর ভাবভংগী দেখেই বোঝা যায়।

উইলিয়ম একা পায়চারি ক'রতে লাগল। নানারকম এলোমেলো চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসেছে। এখানে কেউই তার দিকে নজর দিচ্ছে না। রান্না ঘরের ঝিটি থেকে পোষা কুকুরটি পর্যন্ত ম্যাডেলাইনকে নিয়েই ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ পরে ম্যাডেলাইন ফিরে এলো। ওর মুখে হাসি। চুলগুলো ঘাড়ের ওপর এলিয়ে পড়েছে। অস্তমান সূর্যের শেষরশ্মির রক্তিমায় ওর স্বাভাবিক গৌর বর্ণ যেন মর্মর-শুভ্র হ'য়ে উঠেছে। শালের আবরণ না থাকায় ওর কাঁধ আর বুকের সুগঠিত সৌন্দর্য যেন গর্বোদ্ধত হ'য়ে উঠেছে।

উইলিয়ম অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল। ম্যাডেলাইন দরজার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রেমে বাঁধানো ছবি যেন ও। মুগ্ধ উইলিয়মের বুকের মধ্যে জ্বালা ক'রে উঠলো ; তাঁর কি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে ? তার কাউকে নিয়ে ম্যাডেলাইন এখানে এসেছে কি ? আগে আর কোনো পুরুষ এ দৃশ্য দেখেছে কি ? ওকে কঠোর বাহুবন্ধনে বেঁধে ওর অতীতকে ভুলিয়ে দেবার আকাঙ্খায় উন্মত্ত হ'য়ে উঠল উইলিয়ম। এই বাড়ি, এখানকার মানুষগুলো, অতীতের প্রণয়ীর চুম্বন—সব—সব কিছু ভুলিয়ে দিতে চায় সে।

"উঃ ! কি খিদেই পেয়েছে !—যা দেখছি তাই খেতে ইচ্ছে

ক'রছে"—ম্যাডেলাইন হাসতে হাসতে বলল। "মেরীকে বলেছি, এদের এখানকার সবচেয়ে বড় বাটিটার এক বাটি জাম দিয়ে যেতে।"

কথা বল্‌তে বলতে ও আঙিনার এক পাশে কাঠের ছোট্ট কুঠরীর দিকে এগিয়ে গেল।

"মেরী, এ ঘরটায় আমাদের দিও না। দেয়ালে একটা পেরেক আছে—গতবার যখন এখানে এসেছিলাম তখন ঐ পেরেকটাতে আমার জামা ছিঁড়ে গিয়েছিল।"—হাসতে হাসতে ও পাশের কুঠরীটায় গিয়ে বসে পড়ল। ওখানে বসে তা'র নজর পড়ল উইলিয়ম আর্সেনি। তেমনি স্থিরভাবে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"কি হ'লো? আমার সংগে খাবে না? অমন মোমবাতির মত খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"—উপমাটা দিয়ে সে নিজেই হাসতে লাগল।

উইলিয়ম কখনো ও'কে এত উচ্ছল হ'তে দেখেনি। ও'র হাসির ঝংকারে কোথায় যেন একটা গভীর সুর বাজছে। হাত বাড়িয়ে ও উইলিয়মের হাত ধরে টেনে আনল। বলল: "ভয় নেই! আমি অসভ্যের মত খাব না।"

উইলিয়মের তখন মাথার যন্ত্রণা শুরু হ'য়েছে। কেমন যেন ক্লান্তি বোধ ক'রছে সে। এগুলো আসন্ন ঝড়ের প্রতিক্রিয়া। ঝড় জল সহ্য ক'রতে পারে না সে। ম্যাডেলাইনের অনর্গল কথায় হুঁ, হ্যাঁ ক'রে সে কোন রকমে উত্তর দিতে লাগল। আঙিনায় তখন ওরা ছাড়া আর কেউ নেই।

টেবিলের ওপর টপ্ টপ্ ক'রে দু ফোঁটা জল পড়ল। আসন্ন

বৃষ্টির অগ্রদূত। বিদ্যুতের ঝলকানিতে আঙিনাটা মুহূর্তের জন্য নীলচে আলোয় ভরে উঠলো।

"কি মজা! ঝড় এসে গেছে!"—ম্যাডেলাইন খুশীর সুরে চেঁচিয়ে উঠলো। বিদ্যুৎ দেখতে আমার ভারী ভাল লাগে? বিদ্যুৎ দেখার জন্য দৌড়ে সে আঙিনার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

উইলিয়ম তেমনি বসে রইল। ঝড় উঠলে তা'র বুকের মধ্যে দুরুদুরু ক'রে ওঠে। বিদ্যুতের চমক, বাজের ঝনঝনানি সে সহ্য ক'রতে পারে না। কি এক অজানা আশংকায় মনটা তা'র ভরে ওঠে। পাছে ম্যাডেলাইন তাকে ভীরু মনে করে এই ভয়ে সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। বলল: "ভিতরে গিয়ে খেলে হয় না?"

"কেন? এখনো তো বিষ্টি আসেনি?"—ম্যাডেলাইন বলল। "যতক্ষণ না বিষ্টি আসে ততক্ষণ তো থাকি। তোমার ভাল লাগছে না?"

"আমি তা'হলে ভেতরে যাই। বিদ্যুতের আলো আমি সহ্য ক'রতে পারি না"—উইলিয়ম বলল। ম্যাডেলাইন আশ্চর্য হয়ে করুণাভরে চেয়ে রইল। কিন্তু ওর মুখখানা একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে দেখে বলল: "চল, তা'হলে দুজনেই যাই।"

ওরা দুজনে খাবার ঘরে গিয়ে বসল। ঘরটা অন্ধকার। দুধারে লম্বা বেঞ্চি—মাঝে একটা টেবিল। উইলিয়ম জানালার দিকে পিছন ফিরে বসল।

ম্যাডেলাইন তাড়াতাড়ি ক'রে জাম ক'টা খেয়ে নিয়ে জানালাটা ভালো ক'রে খুলে দিল। জানালার ধারির ওপর কনুই'এ ভর

দিয়ে সে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। কালো আকাশের বুকের ওপর বিদ্যুতের অগ্নি-জিহ্বা নেচে বেড়াচ্ছে।

তিন ঘণ্টা ধরে সমানে ঝড় চলল। এই তিন ঘণ্টায় ওদের মধ্যে একটিও কথা হয়নি। উইলিয়ম যেন অসুস্থ বোধ ক'রছে। মাঝে মাঝে ও'র সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে। ম্যাডেলাইন ও'র ভয় দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেছে। কোনো পুরুষ যে এত দুর্বল হোতে পারে এ তা'র কল্পনার অতীত।

ঝড়টা একটু কমলে উইলিয়ম জানালায় এসে দাঁড়াল। এতক্ষণে সে কতকটা সুস্থ বোধ ক'রছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ও'রা বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

"বিষ্টি তো প্রায় থেমে এসেছে। চল, এইবার বেরিয়ে পড়ি"। ম্যাডেলাইন বলল। "না হ'লে প্যারিসের ট্রেণ পাব না।"

"তোমরা আজ থাকচতো ?"—স্বত্বাধিকারিণী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস ক'রল। "একটা ঘর ঠিক করে দিই ?"

"না, না, আমরা চলে যাব"—ম্যাডেলাইন বলল।

স্বত্বাধিকারিণী আশ্চর্য হ'য়ে গেল। বলল : "বল কি ? কোথায় যাবে ? পথের অবস্থা ভয়ংকর হ'য়ে উঠেছে। তোমরা স্টেশনে পৌঁছুতেই পারবে না।"

"না, এখানে আমরা রাত্রে থাকব না। আমরা এখনি চলে যাব।"—ম্যাডেলাইন দৃঢ়স্বরে বলল।

উইলিয়ম এতক্ষণ কথা বলে নি। ও'র চোখে কাতর মিনতি ফুটে উঠেছে। ম্যাডেলাইন ইচ্ছে ক'রেই ওর দৃষ্টির দিকে মুখ ফিরিয়ে পায়চারি করছে। মনের মধ্যে তারও ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

নিতান্ত অনিচ্ছায় মুখ তুলতেই উইলিয়মের সংগে তা'র দৃষ্টি বিনিময় হ'য়ে গেল। ও'র কাতর মিনতিভরা চাহনীর সুমুখে ম্যাডেলাইনের সব দৃঢ়তা ভেঙে পড়ল। স্বত্বাধিকারিণীর দিকে না চেয়ে সে বলল, "আচ্ছা আজ রাতটা থেকেই যাব।"

"ওপরের নীল রং করা ঘরটা তাহ'লে ঠিক করে দিই ?"—স্বত্বাধিকারিণী জিজ্ঞেস করল।

ম্যাডেলাইন চমকে উঠল। "না, না, ও ঘরটা নয়……"

"কিন্তু ওটা ছাড়া আর কোনো ঘর তো খালি নেই।"

ম্যাডেলাইন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল : "চলে গেলেই ভালো হ'তো।" মুখ তুলতেই কিন্তু আবার উইলিয়মের সংগে ও'র দৃষ্টি বিনিময় হ'য়ে গেল। উইলিয়ম তেমনিভাবেই নীরবে চেয়ে রয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল : "আর কোনো ঘর যখন নেই ঐ ঘরটাই ঠিক করে দাও"

ম্যাডেলাইন চুপ করে গেল। ওর এই স্তব্ধতায় উইলিয়মের অহংকার আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। সে বুঝল আজ অনিবার্য দৈব দুর্বিপাকে পড়েই ম্যাডেলাইন তা'র শয্যাসংগিনী হ'তে বাধ্য হ'চ্ছে। ম্যাডেলাইনের মনে তার প্রতি করুণা ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই। ও'র অযাচিত করুণা গ্রহণ ক'রতে হবে ভেবে উইলিয়মের অহংকার জেগে উঠল। সে বলল : "তুমি ঠিকই বলেছ—চল এখনি বেরিয়ে পড়ি। না হয় স্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে।" জোর ক'রে হাসতে চেষ্টা ক'রল সে। বলল : "আমিই তো প্যারিসে ফিরে যাবার কথা প্রথমে বলেছিলাম।"

ও'র কম্পিত কণ্ঠস্বরে ম্যাডেলাইন চমকে উঠল। তীক্ষ্ণ

কণ্ঠে বলল : "বেরিয়ে পড়ব ? কেন ?"—ও'র চোখে অসহায়ের দৃষ্টি ফুটে উঠল।

"না, যা হবার তা' হবেই। যেদিন প্রথম তোমার সংগে পরিচয় হ'লো সেদিনই আমি বুঝে'ছলাম আমাদের মিলতেই হ'বে। তোমার সংগে পরিচয় হ'বার আগে আমি ঠিক করেছিলাম কোঁনো মঠে চলে যাব। আগে একজনকে আমি ভালবেসেছিলাম—সত্যি। কিন্তু কোনোদিন আমি আত্মমর্যাদা হারাইনি। তারপর যখন সব শেষ হ'য়ে গেল ভাবলাম জীবনে দ্বিতীয়বার আর এ ভুল ক'রবো না। কিন্তু কি হ'য়ে গেল……?"

ম্যাডেলাইনের কণ্ঠ আরো মৃদু হ'য়ে উঠল : "তুমি হয়তো আমাকে কি ভাবছ ! লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি—উইলিয়ম !"

ও'র কণ্ঠ ক্রমে করুণ হ'য়ে এল। উইলিয়মের অহংকারও গলে গেল। ম্যাডেলাইনের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে উইলিয়ম বলল : "এবার আর তা হবে না ম্যাডেলাইন। আমাকে তুমি জাননা। আমার ওপর তুমি নিশ্চিন্তে নির্ভর ক'রতে পার—কোনদিন আমি তোমাকে দুঃখ দেব না। তোমাকে আমি সুখী ক'রবই।"

ম্যাডেলাইন কোনো উত্তর দিল না। তা'র ধারণা সে সব পুরুষকেই চেনে। একদিন আসবে যেদিন তাকে গভীরতর লজ্জার সখাত সলীলে নিক্ষেপ ক'রে উইলিয়ম চলে যাবে।

উইলিয়মও চুপ ক'রে গেল। এই প্রথম ম্যাডেলাইন তা'র অতীতকে তার সুমুখে অনাবৃত ক'রে ধরল খোলাখুলিভাবেই সে স্বীকার করেছে আর একজনকে সে ভালবেসেছিল। আজ

এখানে আসার পর থেকেই সেই বিগত দিনের প্রণয়ী ও'র সমস্ত কাজকর্ম, হাসি আনন্দের মধ্যে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। তা'র বেদনাময় স্মৃতি ও কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না।

স্বত্বাধিকারিণী ফিরে আসতে ও'রা উঠল। সে ওদের ঘরে পৌঁছে দিল। কোণের টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি রেখে সে চলে গেল।

ঘরটা যেন বিষাদে ভরা। দেয়ালে নোংরা কাগজের, ওপর বড় বড় নীল ফুল। কাগজে নোনা ধরে দাগ পড়ে গেছে। লাল রং করা মস্ত বড় একটা খাট ঘরটার অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যেটা কনকনে ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে লাগছে।

ঘরে ঢুকেই ওরা যেন আরো দমে গেল। ঠাণ্ডায় ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল ও'রা। দুস্তর লজ্জা এসে ওদের জড়িয়ে ধরল।

উইলিয়ম হাতড়ে হাতড়ে জানালার পাখীগুলো বন্ধ ক'রতে এগিয়ে গেল। কিন্তু পাখীগুলো নামছে না—কিসে যেন আটকাচ্ছে।

"ওপরে একটা ছিটকিনি আছে—" ম্যাডলাইন বলল ?

উইলিয়ম বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল! মুখখানা ওর সাদা হ'য়ে গেল। কোথায় ছিট্‌কিনি আছে ম্যাডেলাইন জানে! এখানে তা'হলে আগে এসেছে ও! এই বিছানায়ই শুয়েছে!

পরদিন সকালে আগে ম্যাডেলাইনের ঘুম ভাঙ্গল। বিছানা ছেড়ে উঠে সে জামা কাপড় পরতে লাগল। উইলিয়ম ঘুমুচ্ছে। ম্যাডেলাইন ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল ? ওর মুখের সেই বিক্ষুব্ধ ভাব এখন আর নেই ? ম্যাডেলাইনের মুখেও একটা কেমন বিষন্ন

হাসি ফুটে উঠেছে। ছাদের একটা পরিচিত দাগের দিকে নজর পড়তেই তার মুখখানি কঠিন হ'য়ে উঠল। অতীত তাকে আকর্ষণ ক'রছে, নিজেকে ছেড়ে দিল সে তার হাতে। আবার বিছানার দিকে চোখ পড়তেই সে নিজেই যেন আশ্চর্য হ'য়ে গেল। বালিশের উপর উইলিয়মের মাথাটা এলিয়ে পড়েছে—এই বালিশে আর একজনের মাথাটাই তো সে এতদিন দেখে এসেছে……!

জামাকাপড় প'রে ম্যাডেলাইন জানালা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। সজীব সবুজ গ্রাম্য প্রকৃতি ভোরের সোনালী আলোয় ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে।

জানালায় দাঁড়িয়ে সে প্রভাত-সূর্যের মৃদু মধুর উত্তাপ উপভোগ ক'রতে লাগল। চোখে তার ভাসতে লাগল ভবিষ্যতের আশার ছবি।

খুট ক'রে একটু শব্দ হ'তেই সে মুখ ফেরাল। উইলিয়ম উঠেছে। ওর চোখে এখনো ঘুমের আমেজ. মুখে কোমল হাসি! প্রথম বাসর রজনীর মধুর অভিজ্ঞতায় ওর হৃদয় ভরপুর হ'য়ে রয়েছে। হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে ও চাপা গলায় ডাকলো… "ম্যাডেলাইন।"

ম্যাডেলাইন হাসল! নিমেঘ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে যেন সে হাসি উৎসারিত হ'য়ে এল। অকৃত্রিম প্রেমের আন্তরিক স্পর্শে ঘরের কদর্যতা তার কাছে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। অতীত হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল সাগরে। তার সারাসত্ব দয়িতের প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়ে উঠলো। ছুটে গেল সে ওর কাছে? ওর অধরের স্পর্শ নেমে এল তার ঈষৎ উন্মুক্ত অধরে।

দুই

এক বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারের মেয়ে ম্যাডেলাইন। অভার্ণের পাহাড়তলীর গ্রাম ছেড়ে ওর বাবা প্যারিসে এসেছিল, খালি পায়ে কপর্দক শূন্য অবস্থায়। প্যারিসে এসেছিল সে ভাগ্যান্বেষণের নেশায়। দেহে মনে সে খাঁটি অভার্ণের পল্লীর মানুষ। তার শক্তিশালী কঠিন দেহে ছিল দানবের মত কর্মশক্তি। দশবছর ধরে সে কাজ শিখলো একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। সে জানল কেমন ক'রে হাম'র চালায়—কেমন ক'রে উকো ঘষে।

অসীম ধৈর্যে ধীরে ধীরে আয়ত্ব ক'রল যন্ত্রবিদ্যা। একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়ে সে হাজার ফ্রাঁ সঞ্চয় ক'রল। যতদিন প্রয়োজনীয় মূলধন সংগৃহীত না হয়, ততদিন মাত্র চাকরি করবে এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা—যেদিন প্রথম হাতুড়ী হাতে নিয়ে ছিল সেদিনই।

ক্রমে মূলধন সঞ্চিত হ'লো! মনক্রু-এ একটা ভাঙ্গা ধড়ধড়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সে স্টোভের কারখানা খুললে। জীবনে একটি পয়সা সে অপব্যয় করেনি,—অপচয় করেনি একটি দিন। ক্রমশঃ তার কর্মচারীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। যে জমিটা সে এতদিন ভাড়া করে ছিল সেটাই সে কিনে নিল। তার ওপর উঠল তার কারখানার প্রথম ইমারত। কারখানাটা হ'য়ে উঠলো প্রকাণ্ড।

স্টোভের জায়গায় তার কারখানায় তৈরী হ'তে লাগল—উনুন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুল্লী, ইস্পাতের বয়লার। ফ্রান্সের বুকে

তখন রেলপথের জাল বোনা শুরু হ'য়েছে। রেলের কণ্ট্র্যাক্ট পেতে লাগল সে একের পর এক। স্বপ্ন সফল হ'লো, সে হ'য়ে উঠল ক্রোড়পতি। কিন্তু সুপ্রচুর অর্থ তাকে অলস ক'রতে পারেনি। ঐশ্বর্যের গরিমা ছিল না তার এতটুকুও। এমন কি তা'র সেই কুবেরের সম্পদ কেমন ক'রে সে ভোগ ক'রবে তাও ছিল তা'র অজানা। অতি সাধারণ, নগন্য শ্রমিকের মত ছিল তার জীবন যাপনের ধারা। তা'র জন্য দিনে চল্লিশ সোউ-ই যথেষ্ট। ক্রোড়পতি হ'য়েও সে জীবন সে ত্যাগ করেনি। জীবন ধারণে সারল্য ছিল তা'র পণ। সে পণ সে রক্ষা ক'রল ঐশ্বর্যের অসীম শক্তিকে অবহেলা ক'রে।

কঠিন দেহের আড়ালে ফেরাতের ছিল শিশুর মত কোমল মন। সেখানে কঠোরতার স্থান ছিল না। যখন ক্ষীণাংগী, দুর্বল মার্গারিটের সংগে তা'র প্রথম দেখা হ'লো তখন মার্গারিটের বয়স ষোল। বাপ-মা মরা মার্গারিট এক স্নেহহীনা পিসীর আশ্রয়ে অযত্নবর্দ্ধিত লতার মত বেড়ে উঠেছে। চোখে তার চকিত-হরিণীর বিষন্ন নম্রতা। এই কোমল, সরল মেয়েটি আকর্ষণ ক'রলো ফেরাতকে। ও'র ভীরু হাসি তা'র হৃদয়ের তন্ত্রীতে বাজিয়ে গেল গভীর করুণ সুর। মার্গারিটকে সে তা'র ইন্দ্রপুরীর গৃহিনীর পদে বরণ ক'রে নিল।

মার্গারিটের প্রতি তার সীমাহীন প্রেম পরিণত হ'লো অন্ধ মোহে। মার্গারিট তার কাছে একাধারে দয়িতা, দুহিতা, ভগ্নী। ফেরাতে জীবন সে। ওর অপার্থিব সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ ক'রল।

সসংকোচে. সযত্নে সে তার কঠিন পরুষ হাতে ওকে তুলে নিল। মার্গারিট ফেরাতের প্রথম প্রেম—এবং একমাত্র প্রেম।

আনন্দ-সাগর-মগ্ন ফেরাত জীবনে প্রথমবার তার কারখানাকে অবহেলা ক'রলো। কিন্তু অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হ'য়েও মার্গারিট তার স্বাভাবিক নম্রতা হারায়নি। স্বামীকে সে প্রভু বলে মেনে নিল। ফেরাতের ধন সম্পদের লোভে ও তাঁকে বিয়ে করেনি। ফেরাতকে ও ভালবাসে। হয়তো সে ভালবাসার মধ্যে একটু পিতৃভক্তির স্পর্শ ছিল। সহজ বুদ্ধি দিয়ে সে বুঝেছিল ফেরাত খাঁটী মানুষ।

বিয়ের প্রথম বছরের শেষাশেষি মার্গারিট অন্তঃস্বত্ত্বা হ'লো। কিন্তু এই অবস্থায় তা'র দেহ ক্রমশঃ দুর্বল হ'য়ে পড়তে লাগল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দু'একদিন আগে ডাক্তার ফেরাতকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন মার্গারিটের শরীরের যা অবস্থা তা'তে বেশী যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'লে ও'কে বাঁচানো দুষ্কর হ'বে।

উৎকণ্ঠায় ক্ষেপে উঠল ফেরাত। মৃত্যুকে বাধা দিতে সে উঠে পড়ে লাগল। আহার নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে সে আশ্রয় নিল মার্গারিটের পাশে। কিন্তু এত ক'রেও ফেরাত পারল না। বজ্রাঘাত নেমে এলো—একটি মেয়ের জন্ম দিয়ে মার্গারিট তার কাছে চিরবিদায় গ্রহণ ক'রল।

ফেরাতের শোক ভয়াবহ হ'য়ে উঠল। চোখ দিয়ে তা'র জলের বদলে আগুণ বেরুতে লাগল। তারপর মার্গারিটের অন্ত্যেষ্ঠি শেষ হ'লে সে নির্জন ঘরে দরজা বন্ধ ক'রল।

মাস খানেক কেটে গেল। কেউই বন্ধ দরজা খোলাতে সাহস

পেল না। শেষে সেই ছোট্ট শিশুটির ধাই-মা সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল। শিশুটিকে সে তা'র কোলে তুলে দিল। ফেরাত এতদিন এই শিশুটিকে ভুলে ছিল। আজ ও'র মুখের দিকে চেয়ে তার হৃদয়ের মেঘ শ্রাবণের ধারায় ঝরে পড়তে লাগল। হঠাৎ ফেরাত আতংকে কেঁপে উঠল: "মায়ের মত দুর্বল হ'য়েছে ও—যদি ও না বাঁচে। ভয় তাকে পাগল করে তুললো। মার্গারিটের প্রতি প্রেমের মধ্যে ওর বাৎসল্য ছিল অনেকখানি। কাজেই এই বেদনার মুহূর্তে সে সহজভাবে বিশ্বাস করে নিল এই শিশুর দেহের মধ্যে মার্গারিটের আত্মাই তার কাছে ফিরে এসেছে। শিশুর মুখের মধ্যে ফেরাত দেখতে পেল মার্গারিটের মুখশ্রী। তাই শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে সে এই ভেবে সান্ত্বনা পেল যে মার্গারিট তা'কে ছেড়ে যায়নি—এই শিশুর মধ্যে দিয়ে নতুনরূপে তা'র কাছে ফিরে এসেছে। মার্গারিটকে যেমনভাবে সে অমূল্য সম্পদের মত পৃথিবীর কাছ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছিল তেমনিভাবে মেয়েকেও সে বুকের একান্ত গোপন কোণে টেনে নিল।

মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে দূর্বল ম্যাডেলাইনের জীবনের প্রথম দুটি বছর কেটে গেল। এই দু'বছর ফেরাত আতংকে রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা ক'রে রইল। তারপর হঠাৎ ধীরে ধীরে ম্যাডেলাইনের স্বাস্থ্য ফিরে আসতে লাগলো। ও'র নিষ্প্রভ চোখে জ্বলে উঠল জীবনের আলো। ঠোঁটে, গালে ফুটলো রক্তিমা। ফেরাত ভাবলো: এ দৈবানুগ্রহ।

ক্রমে ম্যাডেলাইনের কলকাকলী আর উচ্ছল হাসিতে প্রকাণ্ড বাড়িটা ভরে উঠল। বাবার পিছনে টলে টলে চলতে

লাগল সে। নোতুন পৃথিবীর সব কিছুই তা'র কাছে অভিনব—সবই মনোহর। ফেরাত নিজেই মেয়ের খেলার সাথী। এতে তা'র ক্লান্তি নেই। মেয়ের প্রতিটি কথায়, প্রতিটি কাজে তার মনে জেগে ওঠে অপূর্ব আনন্দ। মেয়ে তা'র নিত্য সংগী। এমন কি কারখানায়ও ম্যাডেলাইনকে নিয়ে যায় সে। বলে: এতে মেয়ে শক্ত হবে।

বছরের পর বছর কাটতে লাগল। ম্যাডেলাইন বড় হ'য়ে উঠেছে। বাপের সংগেই ওর মিল বেশী। ও'র বালকসুলভ বলিষ্ঠদেহ প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। বাপের মতই মনে ও'র অচঞ্চল দৃঢ়তা। তারই মত আকস্মিক ক্রোধ। কিন্তু তবু এর মধ্যে কোথায় যেন তা'র একটু দুর্বলতা রয়েছে। তাই মাঝে মাঝে রাগের মধ্যে সে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

ম্যাডেলাইনের মুখের ওপরের অংশের কাঠিণ্যের মধ্যে যেমন রয়েছে ও'র বাপের প্রতিকৃতি, তেমনি নীচের অংশের শিশুসুলভ কমনীয়তায়—ও'র হাসির মাধুর্যে দেখা যায় ও'র মায়ের প্রতিবিম্ব।

ক্রমে যত ও বড় হ'তে লাগল ফেরাতের চিন্তাও তত বাড়তে লাগল। মেয়েকে নিয়ে সে বড় বড় পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিল। মেয়েকে ভাল বিয়ে দিতে হবে। মেয়ে যাকে চাইবে তাকেই এনে দেবে সে ও'র জীবন সংগীরূপে। ম্যাডেলাইনের যৌতুকের অভাব হবে না। এতদিনে ফেরাত বুঝতে পেরেছে তা'র অতুল ঐশ্বর্য কি কাজে লাগতে পারে। মেয়ের জন্য সে রাজপুত্র কিনে আনবে। ফেরাতের মনে হ'তে লাগল তা'র পরিকল্পনার উপযোগী সম্পদ এখনো সে সংগ্রহ করতে পারেনি। কাজেই

কারখানার আয়ে সন্তুষ্ট না হ'য়ে সে ফাট্‌কা খেলতে শুরু ক'রল। তারপর হঠাৎ একদিন মন্দা বাজারের চোরাবালিতে পা দিয়ে ফেরাত নিঃস্ব হ'য়ে গেল।

ম্যাডেলাইন তখন ছ'বছরের মেয়ে। এ অবস্থায়ও ফেরাত অসাধারণ সাহস দেখাল। অন্য যে কোন মানুষ এ অবস্থায় হয়তো আত্মহত্যাই করতো। কিন্তু ফেরাত শান্তভাবে নিজের অবস্থার হিসাব খতিয়ে দেখল। তারপর ভাবল: এখনো সময় আছে—ম্যাডেলাইনের বড় হ'তে দেরী আছে। ম্যাডেলাইনের যোগ্য যৌতুক সে যোগাড় করতে পারবে। তবে এর জন্য তাকে ফ্রান্স ছাড়তে হবে।

সমুদ্রের ওপারে লক্ষীর ভাণ্ডার পড়ে রয়েছে। তা'র মত কর্মী-মানুষ সেখান থেকে সহজেই কুবেরের সম্পদ আহরণ করতে পারবে। আমেরিকা······!

ফেরাত সব ঠিক করে ফেলল।

একটি তত্ত্বাবধায়ক সমিতি গঠন করে ফেরাত সমিতির হাতে সমস্ত অবশিষ্ট সম্পত্তি তুলে দিল। ম্যাডেলাইন বছরে দু'হাজার ফ্রাঁ করে পাবে এখান থেকে। তাকে একটা মেয়ে ইস্কুলে ভর্তি করে দিল সে।

সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপাততঃ সে নিশ্চিন্ত। যতদিন সে না ফেরে ততদিন মেয়ের কোনো অভাব হবে না। ভালভাবেই মানুষ হ'য়ে উঠবে ও।

একটা পকেট বইয়ের মধ্যে সামান্য কয়েকশো ফ্রাঁ, ডেকযাত্রীর একটা টিকিট আর মেয়ের একটা ছবি নিয়ে সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'লো। ফ্রান্স ছেড়ে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা মেয়ের হাত ধরে সে তা'র সারাজীবনের বন্ধু লব্রিকনের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। ম্যাডেলাইনের ভার নিল লব্রিকন।

ফেরাতের সংগেই প্যারিসে এসেছিল লব্রিকন। প্যারিসে এসে গরম কাপড়ের ব্যবসা করে সে আজ ধনী হ'য়ে উঠেছে। লব্রিকন অবিবাহিত।

ম্যাডেলাইনকে বন্ধুর কাছে রেখে ফেরাত চলে গেল। যাবার সময় মেয়েকে অজস্র চুমা দিয়ে সে সান্ত্বনা দিল: সন্ধ্যের পরই আমি ফিরে আসব। মেয়ের কাছে এই সামান্য মিথ্যেটুকু বলতে ফেরাতের ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠল।

কিন্তু ফেরাতের আমেরিকা পৌঁছুনো হ'লো না। মাঝ সমুদ্রে আগুন লেগে জাহাজ ডুবি হ'লো।

বাপের মৃত্যুর খবর ম্যাডেলাইন পেল না। ফেরাত চলে যাবার পরের দিন লব্রিকন ওঁকে টার্ণের একটি আবাসিক ইস্কুলে রেখে এল।

টার্ণের ইস্কুলের খ্যাতি সারা ফ্রান্স জোড়া। বড় লোকের মেয়েদের ইস্কুল এটা। এখানকার শিক্ষয়িত্রীরা জানে তাদের কর্ত্তব্য কি। মেয়েকে তা'রা এমনভাবে মানুষ করে দেয় যাতে মেয়েরা মার্জিত, সুন্দর হ'য়ে ওঠে বটে কিন্তু সংসারের পক্ষে নিতান্তই অচল হ'য়ে যায় তারা।

এখানে এসে ম্যাডেলাইনের ডাঙায় তোলা মাছের মত অবস্থা হ'লো। অন্য মেয়েদের মত নিখুঁতভাবে চলতে অভ্যস্ত নয় সে। তা'র প্রাণের প্রাচুর্য শিক্ষিকাদের ভাবিয়ে তুলল। বাবার কাছে স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে মানুষ হ'তে পারলে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি বোধহয় স্বাভাবিক পরিণতি পেতো। কিন্তু এখানে এসে সে দেখল অন্য মেয়েদের কাছে তা'র স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক ভাবভংগী, তা'র স্পষ্ট কথা, উচ্চ হাসি, কুরুচির পরিচয় বলে পরিগণিত হ'চ্ছে।

বড় ঘরের মেয়ে বলতে কি বোঝায় ম্যাডেলাইন এতদিনে বুঝতে পারল। এঁচোড়ে পাকা বন্ধুদের কাছে সে পুরুষ সম্বন্ধে যৌন-শিক্ষা লাভ করতে লাগল। প্রায়ই সে দেখত ও'রা এক সংগে বসে চুপিচুপি এইসব বিষয়ে আলোচনা করছে। স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে সে গভীর মনযোগ দিয়ে ওদের আলোচনা শুনতো। ও'দের কল্পনার ওপর নির্ভর করে ম্যাডেলাইন জীবন-রহস্যের জ্ঞান সঞ্চয় করতে লাগল।

ছুটির দিনে যে সব ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করত তা'দের নিয়ে ও'দের মধ্যে নানারকম গল্পগুজব চলত। ক্লাসে বসে ও'রা প্রেম-পত্র নিয়ে পরস্পরকে পড়াত। প্রেমের অভিজ্ঞতার জন্য ও'রা সকলেই ব্যস্ত। ও'রা কল্পনা করত হঠাৎ হয়তো একদিন কোনো দুঃসাহসী পুরুষ অবরোধের পাঁচিল ডিঙিয়ে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ও'দের কৌমার্য হরণ করবে।

ও'দের চতুর পার্থিব মনে এ সব কল্পনা হয়তো কোন ছাপ রাখতে পারেনি, কিন্তু ম্যাডেলাইনের মনে যে ছাপ পড়ল তা আর মুছল না। বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে সে পেয়েছিল

বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী মন আর দৃঢ় সংকল্প। এই মনের ওপর নির্ভর করে ও'দের শিক্ষা অনুযায়ী সে আপনমনে বইয়ের জগতে ছবি আঁকতে লাগল। বন্ধুদের কাছে বিয়ে সম্বন্ধে কোনো কিছুই সে শোনেনি! কাজেই সে তার সরল চিন্তাধারা দিয়ে ধরে নিলে. যে কোনো পুরুষকে ভাল লাগলেই প্রণয়ীরূপে বরণ করে নেওয়া চলে।

বন্ধুদের সঙ্গে সহজভাবে সে যৌন আলোচনা করতে লাগল। মনে মনে সে ঠিক করল যদি কখনো প্রেমে সে পড়ে তাহলে ব্লাঞ্চা যেমন বলে তেমনিভাবে সে চিঠি লিখে ভালবাসা জানাবে এবং তারপর সেই প্রণয়ীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে।

অনেক সময়ে সে নিজের মনে এক নাটকীয় মুহূর্তের কল্পনা করতো। যেন কোনো পুরুষ তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে সম্ভোগ করতে চাইছে। সে প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে তাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত অসহায় হ'য়ে সে সমর্পণ করছে নিজেকে তার অঙ্কশয্যায়। এমনি কল্পনার মধ্যে সে আনন্দ পেত।

পরে বড় হয়ে এইসব ছেলেমানুষীর কথা ভেবে সে কত হেসেছে। কিন্তু সেই অজ্ঞান কৈশোরে পরিচালনার অভাবে ম্যাডেলাইন জীবনের সহজ পথটাই গ্রহণ করে নিয়েছিল। ইস্কুলের বিষাক্ত কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে যে শিক্ষা সে লাভ করলো তা তার ভীরু মায়ের কাছে পাওয়া দুর্বলতা নষ্ট করতে পারল না।

ইস্কুলের শিক্ষা তার সরল সাদাসিদে আচার ব্যবহার নষ্ট করে তাকে কৃত্রিম করে তুলতে চেয়েছিল। ম্যাডেলাইনের

বিদ্রোহী মন কিন্তু এতে সায় দিতে পারল না। আচার ব্যবহারে নিপুণ অভিনেতৃর মত ছলাকলা, কর্মী ফেরাতের মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। ম্যাডেলাইনের ব্যক্তিত্ব, মুখোসপরা জীবন গ্রহণ করতে চাইল না। নারীর একমাত্র মোহিনী রূপের সাধনা করতে সে নারাজ। কাজেই এখানকার শিক্ষায় ম্যাডেলাইনের বিশেষ উপকার হ'লো না। ললিত কৃত্রিম ভংগীমার বদলে ম্যাডেলাইনের মধ্যে কঠোর পুরুষভাব ফুটে উঠলো। মিথ্যার আশ্রয় নিতে সে জানেনা। কাজেই সমস্ত কাজের মধ্যেই তার বলিষ্ঠ বিদ্রোহ ফুটে উঠতে লাগল। শুধু মাঝে মাঝে দুর্বল মুহূর্তে তার বলিষ্ঠতা চোখের জলে ভেসে যেত। এই দুর্বলতার জন্য নিজের ওপরই সে বিরক্ত হ'য়ে উঠত।

পনের বছরের মধ্যে ম্যাডেলাইনের পূর্ণ নারীত্ব বিকশিত হ'য়ে উঠল। ইস্কুলে সে পিয়ানো বাজাতে শিখেছে, নাচতে শিখেছে, জলরংএ ছবি আঁকতে, অতি সুক্ষ্ম সুঁচের কাজ করতে শিখেছে। কিন্তু শেখেনি কেমন করে বিছানা করতে হয়, কেমন করে মোজা বুনতে হয়। ঐ সব শিক্ষার সংগে সে সামান্য কিছু অঙ্ক আর প্রচুর পরিমাণে ধর্মেরইতিহাস মুখস্ত করেছে।

এই সময় লব্রিকন হঠাৎ একদিন এসে জিজ্ঞেস করল যে সে ইস্কুল ছেড়ে দিতে চায় কিনা। ইস্কুলের আবহাওয়া ম্যাডেলাইনের অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। সে তখনি রাজী হ'য়ে গেল। লব্রিকন তাকে ওর পাসীর বাগান বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললো।

বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর মাথায় তখন একটা মতলব জেগে উঠেছে। ফেরাতের মতই নিঃস্ব অবস্থা থেকে লব্রিকন শুধু নিজের চেষ্টায় আজ প্রচুর ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেছে। এতদিন সে সমস্ত বিলাস ব্যসন ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর মত নারীসংগ-হীন কঠোর জীবন যাপন করেছে। কিন্তু এখন সময় এসেছে। ওর মধ্যে জেগে উঠেছে ভোগ লালসা। এই ষাট বছর বয়সে ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে পুরোনো বন্ধু ফেরাতের মেয়েকে বিয়ে ক'রেও নোতুন জীবনের স্বাদ গ্রহণ করার জন্যও ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে।

ম্যাডেলাইনের কাছে কোনো যৌতুক পাবে না সে জানে! কিন্তু টাকার প্রয়োজন তার নেই। ম্যাডেলাইনের সুগঠিত দেহ. পীনবক্ষ তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে। ম্যাডেলাইনকে সে নিজের মত করে গড়ে নেবে। তার চোখের ওপরই ওর নারীত্ব বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। অনাঘ্রাত পুষ্পের পবিত্রতা নিয়ে সে যদি তাকে বরণ করে নেয়, তাহ'লে শেষ জীবনটা তার আনন্দে ভরে উঠবে। তার ধারণা ম্যাডেলাইন তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবে এবং ওকে সে নিজের বশে আনতে পারবে।

সারা জীবনের ব্যর্থতা আর অবদমিত পৌরুষ লব্রিকনের মনকে বিকারগ্রস্ত ক'রে তুলেছিল।

পার্সীর সোণার গারদে ম্যাডেলাইনের জীবনের চারটি বছর কেটে গেল। অভিভাবকের সহজ পাহারায় বৈচিত্র্যহীনভাবে ম্যাডেলাইন দিন কাটাতে লাগল। সেলাই আর সূঁচের সূক্ষ্ম কাজেই তার সারাদিন চলে যেত। কোনো বন্ধু বান্ধবের খবরও সে রাখত না, বাইরেও সে যেত না।

লব্রিকন তার প্রতি সব সময়ে দৃষ্টি রাখত। কখনো কখনো হয়তো সে ওর যৌবনের উত্তাপে ভরা কোমল হাতটি নিজের জরাজীর্ণ হাতের মুঠোয় তুলে নিত। কখনো বা তার কপালে হালকাভাবে চুমো খেত, ম্যাডেলাইন এগুলোকে সহজভাবেই গ্রহণ ক'রত। বৃদ্ধের চোখের কামনার আগুন তা'র চোখে পড়তো না। ও কোনোদিন লক্ষ্য করেনি ওর জামা কাপড় একটু এলোমেলো হ'য়ে গেলেই বৃদ্ধ লোভে তার শুকনো ঠোঁট চাটে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা লব্রিকন হঠাৎ ও'র ঠোঁটে চুমু খেল। বিদ্রোহী ম্যাডেলাইন ধাক্কা দিয়ে ও'কে সরিয়ে দিল। বৃদ্ধ পড়ে গিয়ে ও'র পা জড়িয়ে ধরে নিজের লজ্জাকর কামনার কথা বলতে লাগল। ম্যাডেলাইন দারুণ বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়ল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে পরে সে কঠিন স্বরে বলল, পরেরদিন সকালেই সে চলে যাবে।

লব্রিকন ভুল ক'রে ফেলেছিল। সে যদি আরো কিছুদিন ম্যাডেলাইনের দয়ালু অভিভাবকের ভূমিকায় অভিনয় করে যেত তাহলে ম্যাডেলাইন হয়তো তা'র বার্দ্ধক্যের প্রতি সহানুভূতিতেও তা'কে বিয়ে করতে রাজী হ'তে পারত। কিন্তু তা'র এই পাশব প্রবৃত্তির পরিচয় ম্যাডেলাইনকে এক মুহূর্তে বিমুখ করে দিল।

ম্যাডেলাইন ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ামাত্র লব্রিকন নিজের ভুল বুঝতে পারল। ওকে সে চেনে—কথার নড়চড় হবে না ও'র। কিন্তু উৎকট লালসায় সে তখন উন্মাদ হ'য়ে উঠেছে। সে ভাবল, এখন আর তা'র একটিমাত্র পথ খোলা আছে। ম্যাডেলাইন

স্বেচ্ছায় যা দিল না জোর করে তা' কেড়ে নিতে হ'বে তা'কে। রাত্রে ম্যাডেলাইন যখন ঘুমুবে তখন তাকে সে আক্রমণ করবে ঠিক করলো। অনেকদিন রাত্রে চুপি চুপি সে ম্যাডেলাইনের ঘরে গেছে। ও'র দরজা খোলাই থাকে। নিদ্রিতা ম্যাডেলাইনের অর্দ্ধ-নগ্ন দেহের আকর্ষণ বহুদিন রাত্রে তা'কে পাগল করে তুলেছে। আজ সে সুযোগ নেবেই।

গভীর রাত্রে পা টিপে লব্রিকন ওপরে উঠলো। পোষাক খুলে সে ম্যাডেলাইনের ঘরে ঢুকল। বিছানায় অসহায় মেয়েটা গভীর ঘুমে অচেতন হ'য়ে রয়েছে। ওর দিকে চেয়ে লোভে লব্রিকনের ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল।

কিন্তু ছোঁয়া পাওয়ামাত্র ম্যাডেলাইন আতংকে লাফিয়ে উঠল। লব্রিকন ও'র বিছানায় উঠে প্রাণপণে ও'কে আঁকড়ে ধরেছে। উত্তেজনায় সে তখন হাঁপাচ্ছে।

ম্যাডেলাইন চোখের পলকে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর ক্ষিপ্তা বাঘিনীর মত সবলে ও'র গলা টিপে ধরে পেটে হাঁটুর ধাক্কা দিয়ে ও'কে ঠেলে দিল।

লব্রিকনের অস্থিসার, লোলচর্ম, রোমশ বাহু দু'টি তা'র মন টাকে বিজাতীয় ঘৃণায় ভরিয়ে তুলল। তা'র মনে হলো ও'র স্পর্শে সে অশুচী হয়ে গেছে। মূর্ছিতপ্রায় কামোন্মাদবৃদ্ধকে সে গলা ধরে টেনে এনে এক মুহূর্ত ও'র বিকৃত মুখের দিকে চেয়ে রইল। ম্যাডেলাইনের চোখে জেগে উঠল হত্যার আনন্দ। অমানুষিক শক্তিতে সে ও'কে দূরে নিক্ষেপ করল। লব্রিকনের মাথাটা প্রচণ্ড

বেগে দেয়ালে ঠুকে গেল। তা'র বীভৎস অচেতন দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ম্যাডেলাইন তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সোজা সে নদীর দিকে হাঁটতে লাগল। শ্যেন নদীর তীরে যখন সে পৌঁছুল তখন দূরে একটা ঘড়িতে একটার ঘণ্টা বাজ্‌ছে। ভোরের প্রতীক্ষায় সে ধীরভাবে পথ চলতে লাগল। সকাল হ'লে তাকে নোতুন আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে।

ম্যাডেলাইনের তখন রাগ পড়ে গেছে। কিন্তু কামনার নব-পরিচিত কদর্য মূর্তি তা'র মনটাকে বিষন্ন করে তুলেছে। বৃদ্ধের লজ্জাকর উলংগ দেহের বীভৎসতা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

পাঁটনুফে পৌঁছে সে বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে ঢুকল। বড় রাস্তা দিয়ে হৈ হৈ করতে করতে একদল ছাত্র আসছে। ওদের সে এড়াতে চায়। কিন্তু এই অপরিচিত সরু গলিটার মধ্যে কিছুদূর যেতে না যেতেই সে বুঝল কেউ তা'কে অনুসরণ করছে। সে প্রায় ছুট্‌তে আরম্ভ করল। পেছনের লোকটিও গতি দ্রুততর করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তা'কে ধরে ফেলল।

সে বেশ ভদ্রভাবেই ও'র সংগে কথা বলল। ম্যাডেলাইন তা'র স্বভাবসিদ্ধ সাহস আর সরলতায় ও'কে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

ও'র কাহিনী শুনে সেই যুবকটি ও'কে রাত্রের মত ওর নিজের বাসায় থাকতে অনুরোধ করল। ম্যাডেলাইন সেই দীর্ঘদেহ যুবকের মুখের দিকে চেয়ে সন্তুষ্ট হ'য়ে উঠল। মনে তা'র বিশ্বাস জেগে উঠল। সে রাজী হ'লো।

রু স্যুফ্লোট-এ একটা ছোট হোটেলে যুবক বাস করে। নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ম্যাডেলাইনকে সে বিছানায় শুতে বলল। সে নিজে বাইরে একটা কাউচে রাত কাটিয়ে দেবে।

ম্যাডেলাইন ঘরের চারিদিকে দেখতে লাগল। অবিবাহিত পুরুষের গৃহস্থালীর জিনিষপত্র চারদিকে ছড়ানো। কোলন আর তামাকের গন্ধে ঘরটা ভরে রয়েছে। কতকগুলো বই, বক্সিং লড়ার মুখোস, পাইপ ইত্যাদি এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। জিনিষপত্র-গুলো থেকে অধিকারীর রুচি এবং স্বভাবের পরিচয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর এক জোড়া মেয়েদের হাতের দস্তানা পড়ে আছে দেখে ম্যাডেলাইন আশ্চর্য হ'য়ে চেয়ে রইল। যুবক তা'র মনের ভাব বুঝে হেসে বলল : ভয় নেই—আমার ঘরে হিংসুটে বৌ নেই। বিবাহিত হ'লে তোমাকে পথ থেকে নিয়ে আসতে সাহস করতাম না।"

ম্যাডেলাইন লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সেই অপরিচিত যুবকের বাহুবন্ধনের মধ্যে সকালে ম্যাডেলাইনের ঘুম ভাঙল। স্বেচ্ছায় সে ও'র বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছে—যুবক এরজন্য কোন চেষ্টাই করেনি। ম্যাডেলাইনের মনে হঠাৎ কেন যে এই আবেগ জেগে উঠেছিল তা' সে নিজেও জানে না। মাত্র দু'ঘণ্টা আগে যা রক্ষা করার জন্য অমানুষিক শক্তিতে সে লব্রিকানের সংগে যুঝেছে তা' সে অকাতরে এই অপরিচিত মানুষটির কাছে বিলিয়ে দিল।

ম্যাডেলাইনের কাহিনী যে সত্য এটা বুঝতে পেরে যুবকের মনটা দুঃখে ভরে উঠল। সে ভেবেছিল নিজেকে আরো আকর্ষণীয় করে

তোলার জন্য ও বুঝি বানানো গল্প বলছে। গল্পটাকে বিশ্বাস করতে পারলে সে আগে থেকেই সাবধান হ'তো। তার এই অসাবধানতার ফল যে কত বিষময় হ'তে পারে তা' কল্পনা করে তার দারুণ অস্বস্তি হ'তে লাগল। সে বুঝেছে ম্যাডেলাইন পথের রূপোপজীবিনী নয়—ভদ্র ঘরের মেয়ে। কাজেই কাজটা তা'র অন্যায় হ'য়ে গেছে। মজা করতে তা'র আপত্তি নেই—কিন্তু কোন কুকর্মের মধ্যে জড়িত হ'তে সে নারাজ।

সে ভেবেছিল ম্যাডেলাইনকে নিয়ে রাতটা কাটিয়ে সকালে কিছু টাকা দিয়ে ও'কে বিদায় করবে। এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে অনুশোচনায় অধীর হ'য়ে উঠলো। পায়চারি করতে করতে সে বলল ঃ

তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত অন্যায় করে ফেলেছি। যদি পার আমাকে ক্ষমা ক'রো। আমি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাব হয়তো কোন দিনই আর ফিরব না। আমাকে ভুলতে চেষ্টা ক'রো·········

ম্যাডেলাইন স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলো। ও'কে সে ভালবাসেনি। তাই মনে তা'র কোন আবেগ নেই। আজকের ঘটনা ও'র কাছে সম্পূর্ণই আকস্মিক। ভবিষ্যতে একদিন যে অভিজ্ঞতা তা'র হ'তোই এই ঘটনায় সেই অভিজ্ঞতা মাত্র একটু তাড়াতাড়ি ও'র কাছে বহন করে এনেছে।

ও'র রাতের সংগী যে ভবিষ্যতে চিরকালের মত চলে যাবে এতে ও একটুও বেদনা বোধ করেনি। কিন্তু নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই রাতের অন্ধকারে যে সম্পর্ক ও'দের মধ্যে গড়ে উঠেছে দিনের

আলোর সংগেই যদি তা শেষ হ'য়ে যায় তাহ'লে সে সম্পর্কটুকু যে অত্যন্ত খেলো হ'য়ে যাবে। এই কথাগুলো ভেবে ম্যাডেলাইনের নিজেকে যেন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, অত্যন্ত অসহায় মনে হ'তে লাগল। উঠে বসে জামাকাপড়গুলো টেনে নিয়ে সে বলল: "যতদিন তুমি প্যারিসে না যাও ততদিন অন্ততঃ আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও......!"

ওর করুণ কণ্ঠ যুবককে গভীরভাবে নাড়া দিল। জগৎ সম্বন্ধে তা'র যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই একমুহূর্তেই সে বুঝে নিল, কত বড় কলংকের ডালি সে এই অনভিজ্ঞ সরল মেয়েটার মাথায় তুলে দিয়েছে। ওর স্মৃতি সারাজীবনেও ম্যাডেলাইন আর মুছতে পারবে না।

কাজেই ম্যাডেলাইনের কথায় কতকটা সান্ত্বনা পেয়ে সে তা'কে চুমু খেয়ে কাছে টেনে নিল।

একটু বেলা হ'লে ম্যাডেলাইন প্যাসীতে গিয়ে লব্রিকনের সংগে দেখা করলো। মার খেয়ে লব্রিকন অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। কুৎসায় ভয়ে বেচারা কেঁপে মরছে। ম্যাডেলাইন নিজের জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে ও'র বাবার উইলটা চেয়ে নিল। বছরে দু'হাজার ফ্রাঁ এখন ও'র নিতান্ত দরকার। টাকা না থাকলে সে তা'র প্রণয়ীর সংগে সমান অধিকার রক্ষা করতে পারবে না। তখন মনে হবে বুঝি টাকার জন্যই সে দেহ দান করেছে।

লব্রিকনের বাড়িতে যেমন ছিল তেমনি সহজভাবে সেদিন সন্ধ্যায় ম্যাডেলাইনকে রু সুফ্লোটের হোটেলে সূচের কাজ নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতে দেখা গেল। তা'র জীবনে কত বড় পরিবর্তন যে

এসেছে সে সম্বন্ধে নিজেরই তা'র কোনো ধারণা নেই। মনে তা'র কোনো ক্ষোভ ছিল না। তা'র স্বাভাবিক স্বাধীন চিন্তাধারা দিয়ে সে বিচার করে ধরে নিয়েছে নিজের জিনিষ নিজেই বিলিয়ে দেবার যথেষ্ট অধিকার তা'র আছে। এর মধ্যে কোনো দোষ বা লজ্জার কারণ সে খুঁজে পায়নি। এই অবিমিশ্রকারী দানের পরিণাম যে কত ভয়ংকর হ'তে পারে সে সম্বন্ধে নিজেই সে অজ্ঞ। ভবিষ্যৎ চিন্তা সে করেনি—কাজেই ভবিষ্যতের ভয়ও তার মনে স্থান পায়নি।

নারীর সম্বন্ধে তা'র প্রণয়ী খুব বেশী শ্রদ্ধা-সম্পন্ন নয়। জীবনটাকে ভোগ করতে চায় সে। দেহে-মনে তা'র প্রাণশক্তি উছলে পড়ছে। কিন্তু ম্যাডেলাইনের প্রতি তার করুণা এবং কৃতজ্ঞতা কিছুদিনের মধ্যেই প্রেমে রূপান্তরিত হ'লো। সে প্রেম যেমন আকস্মিক তেমনি খাঁটি। ম্যাডেলাইন রূপসী। তাকে সে বন্ধুবান্ধবদের কাছে তা'র রক্ষিতা বলেই পরিচয় করিয়ে দিল।

আনন্দে দিন কাটতে লাগল তাদের। প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে তা'রা গ্রামে বেড়াতে যেত—বন্ধুদের নিয়ে আমোদপ্রমোদ করতো। ম্যাডেলাইনের সংগীটির আকর্ষণী শক্তি যদি কম হতো তাহলে হয়তো ও'র জীবন দুর্বহ হয়ে উঠত। কিন্তু তা'র স্বভাবের মাধুর্য, হাসি খুশীতে ভরা আচার-ব্যবহার যদিও মাঝে মাঝে বন্য, তবু ম্যাডেলাইনকে সব সময়েই উৎফুল্ল করে রাখত।

ক্রমশঃ ম্যাডেলাইনের কাছে তা'র বর্তমান অবস্থা সহজ হয়ে এল। যে লজ্জা তা'র মনে প্রথমে জেগে উঠেছিল সেটাও চলে গেল। ঐ জীবনকেই সে গ্রহণ করে নিল।

যুবক সৈন্যবিভাগে শল্য চিকিৎসকের চাকরি পেয়ে বিদেশ যাত্রার হুকুম পাওয়ার প্রতীক্ষা করছিল। মাসের পর মাস কেটে গেল হুকুম আর এল না। ক্রমে ক্রমে ম্যাডেলাইনের মনের আসন্ন বিচ্ছেদ আশংকা বিলুপ্ত হলো। সে ভেবেছিল হয়তো রু-সুক্রোটে কয়েক সপ্তাহ সে থাকতে পাবে। কিন্তু দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল।

প্রথম প্রথম যুবকের প্রতি তা'র শুধু একটু বন্ধুপ্রীতি ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই সে অনুভব ক'রলো যে ও'র প্রতি তা'র মনের টান গভীরতর হয়ে উঠেছে। ও'কে হারাণোর ভয়ে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

যদি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ও চলে যায় তাহলে সে বেদনা সহ্য করা তা'র পক্ষে সহজ হবে না।. গভীরভাবে ও'রা পরস্পরের সংগে জড়িয়ে গেছে। এখনো হয়তো ম্যাডেলাইন ও'কে ভালবাসেনা কিন্তু তবু তা'র দেহে মনে ও'র শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব এমন গভীর দাগ কেটেছে যে সে দাগ কোনদিনও আর মুছবে না।

একদিন ম্যাডেলাইন তা'র এক নবলব্ধ বন্ধুর সংগে সহরতলীতে বেড়াতে গেল। লুইসী, একজন আইনের ছাত্রের রক্ষিতা। সহর থেকে মাইল কুড়ি দূরে এক জায়গায় একজন ধাত্রীর কাছে তা'র শিশুসন্তানটি বড় হ'চ্ছে। লুইসী তা'কেই দেখতে যাচ্ছিল।

ও'রা ঠিক করেছিল রাতটা সেখানেই কাটাবে। কিন্তু ওখানকার নিরানন্দ গুমোট আবহাওয়া ওরা সহ্য করতে পারল না। তাই সেদিনই অরা প্যারিসে ফিরবে ঠিক করল। ট্রেণে উঠে ম্যাডেলাইন বিষন্নভাবে এক কোণে বসে রইল। সন্তান-সংগ-বঞ্চিতা মায়ের

বেদনা,—অবৈধ সংসর্গজাত সুন্দর শিশুটি, তা'র মনকে তীব্র ব্যথায় ভরিয়ে দিয়েছিল। সে বুঝল তা'র ভাগ্যেও এমনি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেও তো মা হতে পারে? প্রণয়ীর বিচ্ছেদ তখন তা'কে কোথায় দাঁড় করাবে একথা ভাবতে সে শিউরে উঠল।

এ বিপদের কথা সে আগে চিন্তা করেনি। সে বুঝল ভয়ানক ভুল করে ফেলেছে সে। এ ভুল আর হয়তো কোনদিন সংশোধন করা যাবে না। নিজের অবস্থার কথা ভেবে সে ভেঙে পড়ল। ভাবল: এখন একমাত্র উপায় তা'র প্রণয়ীকে তা'কে বিয়ে করতে রাজী করা।

ট্রেণ থেকে নেমে সে তাড়াতাড়ি হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলো। সে ভুলে গেল স্বেচ্ছায় তা'রা একাজ করেছে,—ভুলে গেল, যে কোনোদিনই তা'রা বিচ্ছিন্ন হতে পারবে এমনি সর্ত আছে তাদের মধ্যে। এখন শুধুমাত্র তার মনে হতে লাগল যেমন করে হোক ঐ মানুষটি, যার বিবাহিত স্ত্রী বলেই সে নিজেকে মনে করে, তা'র সংগে চিরস্থায়ী বন্ধন গড়তেই হ'বে।

ঘরের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলেই সে হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তার সংগী একটা বড় বাক্স বন্ধ করছে। আশেপাশে অন্য মালপত্রগুলো ছড়ানো রয়েছে। বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে—'লেবেল' অবধি লাগানো হয়ে গেছে। ম্যাডেলাইনের জিনিষপত্র বিছানার ওপর স্তূপাকার হয়ে পড়ে রয়েছে।

লুইসীর সংগে যাবার একটু পরেই বহু-শঙ্কিত হুকুম এসে গেছে। দেয়াল-আলমারি, ড্রয়ার হাঁটকে ও নিজের জিনিষপত্র বার

করে নিয়েছে।

ম্যাডেলাইন এত তাড়াতাড়ি ফিরবে ও আশা করেনি। ও'র ইচ্ছে ছিল ম্যাডেলাইন ফেরার আগেই ও চলে যাবে। দু'জনের পক্ষেই এটা ভাল হবে। ও'দের বিচ্ছেদের সময় কোনো গোলোযোগ হয় এটা ও চায়নি। ও ভেবেছিল ম্যাডেলাইনকে একটি চিঠি লিখে বিদায় চেয়ে নেবে। দরজায় শব্দ পেয়ে ও মুখ ফেরাল। ম্যাডেলাইন পাংশু, বিবর্ণ মুখে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ও'র মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। জোর করে হেসে ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল:

"আমাকে বিদায় দিতে হবে ম্যাডেলাইন। ভেবেছিলাম, তুমি ফেরার আগেই চলে যেতে পারব। আমাকে বিদায় দেওয়ার বেদনা থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারব—কিন্তু তা' হলো না।" ও'র মুখে অসহায় ভাব ফুটে উঠল।

"তোমার ঘরটা এলোমেলো করে ফেলেছি, কি করব আমার মোটে সময় নেই।"

বাক্সটায় ও তালা লাগালো।

"আমাকে ওরা ইন্দোচীন পাঠাচ্ছে"। সহজভাবে বলল ও।

ম্যাডেলাইন প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে বলল: "ভালই হয়েছে, তোমাকে তবু স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারব।"

ওকে সে কিছুই বলতে পারলো না। প্রথম দিন থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ও তা'র সংগে ভাল ব্যবহারই করেছে। প্রথম দিনেই তো ও একথা তাকে বলেছিল। কোন কিছুই তো লুকোয় নি!

কিন্তু বুকের মধ্যে তা'র বেদনার সমুদ্র উদ্বেলিত হ'য়ে উঠতে লাগল। তা'র ইচ্ছে হতে লাগল ও'কে জড়িয়ে ধরে বলে:

"অন্ততঃ ফেরার প্রতিশ্রুতিটুকু দিয়ে যাও…" ! কিন্তু কোনো কথাই সে বলতে পারলো না। অভ্রভেদী আত্মাভিমান তা'র কণ্ঠরোধ করে দাঁড়াল। ও'র সংগী বেশ সহজভাবে শিষ দিচ্ছে।

অন্তরের প্রলয়ের ঝড়কে নিরুদ্ধ করে ম্যাডেলাইনও সহজ হতে চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল বন্ধু হৈ চৈ করতে করতে এসে পড়ল। ওরা দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। সকলে মিলে ষ্টেশনে গিয়ে ওকে বিদায় অভিনন্দন জানালো। ম্যাডেলাইনের প্রতি ও'র মনে বন্ধুত্বের প্রীতির বন্ধন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নিজের মন দিয়েই ও ম্যাডেলাইনের মনটাকে বুঝে নিল। ও ভাবল এই বিচ্ছেদ ম্যাডেলাইনকেও খুব বেশী ক্ষুব্ধ করতে পারেনি। সে যে কান্নাকাটি করেনি এতে ও খুশীই হলো।

ট্রেণের কামরার পাদানে পা দিয়ে ম্যাডেলাইনকে একটা চুমু খেয়ে ও বলল : "যথেষ্ট বিবেচনা আছে তোমার ! এতদিন আমরা সুখেই কাটালাম। এবার বিদায়। আমার জন্য প্রতীক্ষা ক'রোনা…!"

ট্রেণ ছেড়ে দিল। ম্যাডেলাইনের মুখে তখনো জোর করে টেনে আনা হাসি লেগে রয়েছে। মন্থর চরণে সে এগুতে লাগল। কোনদিকে যাচ্ছে সে জানে না। পথের গোলমাল তা'র কানে পৌঁছচ্ছে না। তা'র সংগীর একজন বন্ধু এসে তা'র হাত ধরল।

প্রায় পনের মিনিট ও'রা তেমনিভাবে চলল। হঠাৎ সেই লোকটির একটা কথা তা'র বেদনার অসাড়ত্ব ঘুচিয়ে দিল। সে ওকে তার সংগে যেতে বলছে। এখন তো সে মুক্ত·……

কে যেন ওর মুখে সজোরে চড় মারল। ঝাঁকানি দিয়ে তা'র হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ও রু-স্যুক্রোটের হোটেলের দিকে ছুটে চলল। সংগহীন, পরিত্যক্ত ঘরটায় ঢুকে ও এলোমেলো বিছানাটার ওপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে সে অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কিন্তু ঐ লোকটির প্রস্তাব এক মুহূর্তে তাকে তার অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। তা'র কাঁদার অধিকারটুকুও ওরা স্বীকার করতে চায় না। ও'রা ভাবে তা'র মত মেয়ের কাছে একজন প্রণয়ীর দরজা রুদ্ধ হওয়ার মানে আরেকজন প্রণয়ীর দ্বার উদ্ঘাটন।

আর কেউ ও'র মুখে চুমু খাবে একথা ভাবতেও ও ঘৃণায় শিউরে উঠল। সে চলে গেছে কিন্তু তা'র তপ্ত চুম্বন রেখে গেছে ওর অধরে······।

আজ থেকে ও বিধবার জীবন যাপন করবে। আবার একজন প্রণয়ীকে বরণ করার গণিকাসুলভ মনোভাব তা'র নেই। একথা সে ভাবতেও পারে না।

কিন্তু ঐ ঘরে সে একলা থাকতে পারবে না। ঘরের প্রতিটি বালুকণায় ও'র স্মৃতি ছড়ানো রয়েছে। গেয়ার দ্যু লা ইষ্টের একটা হোটেলে গিয়ে উঠল সে। সেখানে তা'র দু'মাস কাটল—নিঃসংগ, প্রেমহীন জীবন···।

সে ঠিক করল কোন মঠে ঢুকবে। কিন্তু কেবলই তা'র মনে হতে লাগল সন্ন্যাস নেওয়ার উপযুক্ত সততা বোধহয় তার নেই।

ঠিক এই সময়েই উইলিয়মের সংগে তা'র পরিচয়।

তিন

নরমাণ্ডীর একটি ছোট্ট সহর ভিটুই। মাত্র হাজার দশেক লোক বাস করে ওখানে। পরিচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ পথগুলোতে প্রাণের সাড়া নেই। ট্রেণের যাত্রীদের পাঁচ মাইল হেঁটে ম্যান্‌তীসে গিয়ে গাড়ী ধরতে হয়।

সহরের চারিদিকে সীমাহীন উর্বর প্রান্তর। প্রান্তরের মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ পপ্‌লার গাছের সারি। একটা উপনদী মাঠের বুক চিরে শ্যেনের সংগে গিয়ে মিশেছে। নদীর দুই তীরে বড় বড় গাছ আর ঘন সন্নিবিষ্ট লতাকুঞ্জ।

এই শান্ত পরিবেশের মধ্যে উইলিয়মের জন্ম। উইলিয়মের বাবা কাউণ্ট দ্য ভিরগু, তাঁদের বিখ্যাত বংশের একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি। তাঁর জন্ম জার্মাণীতে। তারপর ইতিহাস-খ্যাত প্রত্যাবর্তনের সময়ে বুর্বাঁদের সংগে তিনি স্বদেশ ফ্রান্সে ফিরে আসেন। কিন্তু স্বদেশ তখন তাঁর কাছে অপরিচিত শত্রুর দেশ।

তাঁর মা এই পলায়নের কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। কিছু-দিনের মধ্যেই একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর বাবাকে ফ্রান্সের 'গিলোটীনে' প্রাণ দিতে হ'লো।

যে জাতি তাঁর মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী,—যে জাতি নিষ্ঠুর কশাই'এর মত তাঁর বাবাকে খুন করেছে, সে জাতির প্রতি কাউণ্ট দ্য ভিরগুর মন বিষাক্ত ঘৃণায় ভরে উঠল।

তাঁর উপাধি এবং জমিদারীর সুযোগ নেবার জন্যই তিনি ফ্রান্সে ফিরেছিলেন। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েও ফ্রান্সকে তিনি স্বদেশরূপে

গ্রহণ করতে পারলেন না।

ফ্রান্সে যখন এলেন তখন তিনি যুবক। তা'র দীর্ঘ দেহে অফুরন্ত কর্মশক্তি। কাজেই জমিদারের অলস জীবন তাঁর অসহ্য হ'য়ে উঠল। বাইরের জগতের সংগে তা'র কোনো সম্পর্ক ছিল না। শুধু শিকার আর মাছ ধরা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চঞ্চল স্বভাব তাঁকে স্থির থাকতে দিল না। গ্রাম্য জীবনের একঘেঁয়েমী এড়াবার জন্য তিনি কাজ করে যেতে লাগলেন। তাঁর প্রকাণ্ড প্রাসাদের বিরাট নাচ-ঘর গবেষণাগারে পরিণত হ'লো।

ভিটুই থেকে সুপ্রসিদ্ধ লা নোয়ারদের শ্যাটো মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। কিন্তু এখানকার লোকেও কদাচিৎ কাউণ্টের দেখা পেত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা—অনেক সময়ে দিনের পর দিনও, তাঁর গবেষণাগারের দরজা বন্ধ থাকত। সে সময় খাবার দিয়ে যাবার জন্য চাকরটাকেও তিনি ঢুকতে দিতেন না।

কাউণ্টের নিয়মবদ্ধ জীবনে একবারমাত্র গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। ভিটুইয়ে একজন নোটারী ছিল। কাজে সে বিশেষ উন্নতি করতে পারে নি। কাউণ্টকে দেখে তা'র স্ত্রী মুগ্ধ হ'লো। সে ঠিক করল তাকে জালে ফেলতে হবে। একাজে সফলও হ'লো সে। জনসাধারণের কথায় সম্পূর্ণ উদাসীন কাউণ্ট তা'কে রক্ষিতা-রূপে গ্রহণ করলেন।

সারা সহরটা তাঁর কুৎসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কাউণ্ট, তাঁর স্বাভাবিক ঘৃণাবশতঃ ওদের কাণাঘুষায় কানও দিলেন না। মাঝে মাঝে ঐ নির্লজ্জ মহিলাটিকে নিয়ে কাউণ্ট যখন পথে

বেরুতেন তখন লোকে এমন করে তাকাত যে কাউণ্ট ভাবতেন বুঝি বা ও'রা ইট ছুড়তে আরম্ভ করে।

ওর হতভাগ্য স্বামী,—সেই নোটারীই কেবল চুপ করে রইল। এমনিভাবে দু'টি বছর কাটলো। নোটারী জোর করে লোককে বোঝাতে চাইত যে তা'র স্ত্রী অতিথি হিসাবে শ্যাটোতে বাস করছে। কিন্তু বিবেচনাহীন ভাগ্য তা'র এমন কৈফিয়ৎটার মর্যাদা রাখল না। শ্যাটোর মাননীয় অতিথি হঠাৎ অন্তঃসত্বা হ'লো।

এই ঘটনার সাত মাস পরে হঠাৎ একদিন সেই মহিলা ছেলেটিকে ফেলে তা'র স্বামীর কাছে ফিরে এল। কাউণ্টকে নিয়ে সে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। গবেষণাগার থেকে তিনি প্রায় বাইরেই আসেন না। কাউণ্টও ও'কে ফেরাবার কোনো চেষ্টাই করলেন না। ও যেন বহু দূরদেশ থেকে ফিরছে এমনিভাবে সাদরে নোটারী ও'কে অভ্যর্থনা করে ঘরে তুলল।

সেদিনটা ছিল শনিবার। রবিবার দিন ও'রা স্বামী-স্ত্রীতে গীর্জায় গেল। ওদের দেখে আদর্শ দম্পতি বলে মনে হতে লাগল।

এর পর আরো কুড়ি বছর ও'রা একসংগে কাটিয়েছে। এই কুড়ি বছরের মধ্যে লোকে একটি দিনের জন্যও ও'র কর্তব্যের ত্রুটি দেখতে পায়নি। কিন্তু তবু কুড়ি বছরের মধ্যে একটি দিনও লোকে ও'র কলংক-কাহিনীর আলোচনা করতে ছাড়ে নি।

উইলিয়ম কাউণ্টের এই অসাধারণ অবৈধ সংসর্গের ফল। ও'কে স্তন্যদানের জন্য একজন ধাত্রীর ব্যবস্থা করা হ'লো। ও'র মায়ের প্রতি কাউণ্টের দৈহিক কামনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কাজেই ওকেও তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবেই গ্রহণ করে যেন কুৎসা

প্রচারের প্রতি তাঁর তাচ্ছিলাই প্রমাণ করতে চাইলেন। বোধহয় সহরের লোকেদের কতটা তাচ্ছিল্য করেন সেটা প্রমাণ করার জন্যই তিনি তাঁর জারজ-সন্তানটিকে স্বীকার করে নিলেন। একটা অতি সাধারণ নগণ্য মেয়েমানুষের প্রতি তাঁর সাময়িক আকর্ষণের সাক্ষী উইলিয়ম, কাজেই ও'কে তিনি ভালবাসতে পারেননি। যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টাও করতেন ও'কে।

সম্পূর্ণ নিঃসংগভাবে উইলিয়ম বড় হ'য়ে উঠতে লাগল। ও'র মা তা'র পদস্খলনের স্থানটিকে সযত্নে পরিহার করে চলত। উইলিয়ম ঐ বাড়ির এক অতি বৃদ্ধা মহিলার কাছেই মাতৃস্নেহের সামান্য কিছু আস্বাদ লাভ করল। ও'র ঠাকুরমা'র সংগে এই বৃদ্ধা ফ্রান্সে আসে। পাহাড়ীদের মেয়ে ও। ও'র অত্যুত্তপ্ত মস্তিষ্ক আর সংকীর্ণ মন প্রথম যুগের ক্যালভিনিষ্টদের মত নানা কুসংস্কারে ভরা। ও'র দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, গর্তে-বসা চোখ আর প্রকাণ্ড নাকটা দেখলে ওকে প্রাচীনকালের ডাইনী বলে মনে হতো।

চামড়ায় বাঁধানো মস্ত একটা বাইবেল সব সময়ে ও'র সংগে থাকত। বইটার চামড়ার মলাটের ওপর আবার লোহার পেটী লাগানো। তাতে একটা বিরাট তালা ঝুলত। বাইবেলের যে অংশে ক্রুদ্ধ ভগবান ভয়চকিত মানুষের শাস্তিবিধান করেছেন, সেই অংশটা ও সকালে, রাত্রে তীক্ষ্ণকর্কশ কণ্ঠে আবৃত্তি করত।

কাউণ্ট ও'র সমস্ত বাতিক নীরবে সহ্য করতেন। ও'কে তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করতেন। লা নোয়ারদে ও কর্ত্রীর সম্মানে বাস করত।

কাউণ্টের সমস্ত চাকর-বাকরেরা ও'র হুকুমে চলে। কিন্তু তবু

এই সোত্তর বছরের বুড়ি ভোর বেলা উঠে ঘরের কাজ নিজের হাতেই শেষ করত। তা'র জীবনের একটিমাত্র অশান্তি—কাউণ্টের বৈজ্ঞানিক গবেষণা। যন্ত্রপাতিগুলো দেখে ও ভাবত কাউণ্ট নিশ্চয় কোনো রকম পিশাচ-তন্ত্রের সাধনা করছেন। একদিন ও তাঁকে তাঁর মায়ের নাম করে বলল : এসব করলে অনন্ত নরকবাস ঘটবে তাঁর। কাউণ্ট হেসে বললেন, ভগবানের সংগে তিনি বোঝাপড়া করে নেবেন।

বৃদ্ধা চুপ করে গেল। কিন্তু সেদিন থেকে তার প্রার্থনার মধ্যে প্রতিদিন সে কাউণ্টের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। তারপর কাউণ্টের সংগে যখন সেই নোটারীর স্ত্রী'র লজ্জাকর সম্পর্ক প্রকাশিত হয়ে পড়ল তখন বুড়ি জেনেভিএভের মনে হলো কাউণ্ট যেন ইচ্ছে করেই প্রতিহিংসা পরায়ণ ভগবানের সংগে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন। শ্যাটোতে ঐ পাপ-রমণীর উপস্থিতি সে সহ্য করতে পারল না। কাউণ্টকে সে বলল ও'র সংগে এক বাড়িতে সে কিছুতেই থাকবে না। বাগানের শেষপ্রান্তে কাউণ্টেরই একটা ছোট্ট বাড়িতে সে উঠে গেল। এরপর থেকে দু'বছর আর সে শ্যাটো মাড়ায়নি।

কাউণ্ট ক্বচিৎ ও'র সংগে দেখা করতেন। তিনি জানতেন ও'র সংগে দেখা হলেই ও তাঁর পদস্খলন নিয়ে প্রকাণ্ড [illegible]তা ঝাড়বে। উইলিয়মের জন্মের পর একদিন তাঁরা বাগানে বেড়াচ্ছেন এমন সময় জেনেভিএভের সংগে দেখা হয়ে গেল। বুড়ী রক্তচক্ষু করে বাইবেলের হিংস্রতার অনুকরণে নোটারীর স্ত্রীকে বলল : "তোমাকে বাজারে ধরে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেললে তবে তোমার

পাপের উপযুক্ত শাস্তি হয়।" বুড়ী সত্যি সত্যি পাথর কুড়ুচ্ছে দেখে নোটারীর স্ত্রী উর্দ্ধশ্বাসে পালাল! বুড়ীর এই বক্তৃতায় কিছু ফল হলো কি না কে জানে—দিন কতকের মধ্যেই সে কাউণ্টকে ছেড়ে তা'র স্বামীর কাছে চলে গেল। সে চলে গেছে শুনে বুড়ী আবার স্যাটোতে ফিরে এল। ফিরে এসে সে দেখলো স্যাটো যেমন ছিল তেমনি আছে। সে তা'র ধর্মান্ধতাপ্রসূত আতংক নিয়ে শিশুটিকে দেখতে লাগল। পাপের ফল ও। লা নোয়ারদে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিই বা ও নিয়ে আসবে?

কিন্তু তবু দোলনার ওপর ঐ অসহায় শিশুটির দিকে চেয়ে বৃদ্ধার মনে মাতৃত্বের ক্ষুধা জেগে উঠল। কঠোর গোঁড়ামিতে বৃদ্ধার সোত্তর বছরের কুমারী জীবন নিরস হয়ে গেছে। তবু ক্রমে ক্রমে সে ও'র মায়ের স্থান গ্রহণ না করে পারল না। কিন্তু এই স্নেহের মধ্যেও ও'র লুকিয়েছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রবল ভীতি। শিশুর উদার চোখের দিকে চেয়ে সে যেন নরকের আগুন দেখতে পেত। তা'র মনে হতো ও শয়তানের অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আতংকই ও'কে আরো কোমল করে তুলত।

উইলিয়ম একটু বড় হতেই সে ও'র ধাত্রীটিকে বিদায় করে দিল। কাউণ্ট উইলিয়মের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি বুড়ীকে, ওকে যেমনভাবে খুশী মানুষ করার অনুমতি দিলেন। শ্লেসের হাসি হেসে বললেন: "ইচ্ছে করো তো তোমার ধর্মবিশ্বাস ও'কে তুমি দিতে পার। দেখ, তাতে ও'র বাবাকে এবং ওকে নরক থেকে বাঁচাতে পার কি না!" ও'র দুটি প্রিয়পাত্রকে নরক থেকে বাঁচাবার আশায় বুড়ী উইলিয়মকে গোঁড়া প্রোটেষ্ট্যাণ্ট করে

তোলা শুরু করল। আট বছর বয়স পর্যন্ত উইলিয়ম বুড়ীর ঘরটি ছেড়ে বাইরে বেরোতে পেল না।

যেদিন থেকে জ্ঞান হয়েছে সেদিন থেকে একমাত্র বুড়ীর বলীরেখাংকিত কঠিন মুখ ছাড়া ও আর কিছুই দেখেনি। বুড়ীর কাঠ-চেরা, রুক্ষ কণ্ঠস্বর ছাড়া আর বিশেষ কিছুই তা'র কানে যায়নি। ও'র আদর তা'কে আতংকিত করে তুলত। মাঝে মাঝে প্রাণপণে বুকে জড়িয়ে ধরে ও তা'কে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিত। কখনো আবার তাকে বুকে টেনে নিয়ে ও মড়াকান্না জুড়ে দিত। উইলিয়মের স্নায়ুকেন্দ্রে এইসব আদর এমন প্রবল বিক্ষোভ সঞ্চার করত যে ও শেষপর্যন্ত হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে উঠল। ফলে উইলিয়মের শৈশবের স্বাভাবিক বেদনা ক্রমশঃ যন্ত্রণায় পরিণত হলো। ও'র মনটা প্রসারের ক্ষেত্র না পেয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠল।

সাত বছর বয়স হতেই জেনেভিএভ ও'কে সেই প্রকাণ্ড বাইবেল থেকে বর্ণ পরিচয় করাতে শুরু করল। ঐ তালা লাগানো বইটা উইলিয়মের কাছে আতংকের সামগ্রী হয়ে উঠলো। একটা ধর্মোন্মাদের সংগে একঘরে বন্দী থেকে উইলিয়মের জীবন দুর্বিসহ হয়ে দাঁড়াল। প্রতিহিংসাপরায়ণ ভগবান, শয়তান এবং কুম্ভীপাকের ভয়ে সে আধ মরা হয়ে বাঁচতে লাগল। রাত্রে ঘুমিয়েও সে দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল যেন নরকের বহ্নিশিখা শত শত অগ্নি-জিহ্বা দিয়ে তা'কে লেহন করতে আসছে।

শিশু উইলিয়ম হাসতে ভুলে গেল,—খেলতে ভুলে গেল। পাপের ভয়ে সে বাগানেও যেতে পারত না।

কাউণ্টের প্রকাণ্ড চারতলা বাড়িটার বেশীর ভাগই অব্যবহৃত

অবস্থায় পড়ে থাকত। বাড়িটা দেখতে একেই কুৎসিত, তা'র উপর কাউণ্টও কোন যত্ন নিতেন না। ফলে বাড়িটা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছিল। যে অংশটায় কাউণ্ট নিজে থাকতেন সেই দিকটা, নাচঘর এবং চাকরদের দিকটা ছাড়া সারা বাড়িটার কোনোখানে মানুষের পা'ও পড়ত না।

উইলিয়ম লা নোয়ারদের থমথমে নিঝুম অলিন্দগুলো ভয়ে মাড়াত না। ও'র মনে হতো ও'দিকে গেলে বন্ধ দরজাগুলোর মধ্যে থেকে হয়ত চাপা আর্তনাদ অথবা গুমরোনো কান্নার শব্দ শুনতে পাবে। ক্বচিৎ হয়তো কখনো ও বাবার সুমুখে পড়ে যেত। বাবাকে দেখলে ও আরো ভয় পেয়ে যেত। ও'র পাঁচ বছর পর্যন্ত কাউণ্টের বোধহয় মনেই পড়ল না তাঁর একটি ছেলে আছে। এমন কি উইলিয়মকে তাঁর ছেলে হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার আইনতঃ যা' কর, দরকার তাও তিনি করলেন না। কাজেই জন্ম তালিকায় উইলিয়মের পিতা 'অজ্ঞাত' বলেই লিখিত হলো।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে গেলে কাউণ্ট ভাবতেন এগুলো একদিন ঠিক করে নিলেই চলবে। উইলিয়মই তাঁর বিস্তীর্ণ জমিদারী এবং খেতাবের মালিক হবে।

একদিন উইলিয়ম জেনেভিএভের সঙ্গে বাগানে বেড়াচ্ছে এমন সময় কাউণ্টের সংগে তা'র দেখা হয়ে গেল। পাঁচ বছরে ও এত বড় হয়ে গেছে দেখে কাউণ্ট আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ও'কে চোখের সুমুখে তুলে ধরে তিনি ভাল করে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো ও'র মুখের সংগে যেন তাঁর মায়ের মুখের খুব মিল রয়েছে। কপালে একটা চুমু খেয়ে ও'কে তিনি নামিয়ে দিলেন।

এরপর থেকে যখনই ও'র সংগে দেখা হতো কাউণ্ট ও'কে আদর করতেন। কিন্তু ছেলেকে ভালবাসলেও সে ভালবাসা প্রকাশ করার শক্তি তাঁর ছিল না। উইলিয়মকে বশীভূত করতে পারলেন না। উইলিয়ম ঠিক আগের মতই বাবাকে এড়িয়ে যেতে লাগল। ভালবাসার বদলে কাউণ্ট ও'র মনে আরো আতংকই জাগিয়ে তুললেন।

এমনিভাবে উইলিয়মের আট বছর কাটল। জেনেভিএভের শাসন, ও'র কাছ থেকে শেখা পাপের আতংক, বাবার নিঃসংগ ভয়াভহ মূর্তি, ও'র মানসিক শক্তিকে অবদমিত করে দিল।

ও'র ভবিষ্যৎ জীবনেও চিরকালের জন্য শৈশবের এই আটটি বছরের ছাপ পড়ে রইল।

জেনেভিএভ কি ভাবে উইলিয়মকে মানুষ করছে জানতে পেরে কাউণ্ট হঠাৎ একদিন তাকে ভিটুই'এর ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সেখানকার ছাত্রনিবাসের অপরিচিত, শত্রুভাবাপন্ন ছেলেদের মধ্যে পড়ে অনভ্যস্ত উইলিয়ম হাঁফিয়ে উঠল। ইস্কুল উইলিয়মের কাছে শাস্তি হয়ে উঠল। কি অপরাধে যে তা'র এত শাস্তি তা সে নিজেই জানে না।

কাউণ্ট ধনী, স্বাধীনচেতা। ওখানকার জনসাধারণকে তিনি ঘৃণা করেন। কাজেই হিংসায় অন্ধ জনসাধারণ কাউণ্টকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনি। এখন সুযোগ পেয়ে, তারা বাপের তাচ্ছিল্যের প্রতিশোধ ছেলের ওপর নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগল।

উইলিয়মের জন্মরহস্যের আলোচনার শেষ ছিল না। সহরের দশ থেকে ষোল বছরের প্রতিটি ছেলে সে কাহিনী জানত

তারা ভাবল, যার ওপর সকলের এত রাগ তাকে কোনমতেই বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়। এখন ইস্কুলে তা'কে পেয়ে ও'রা প্রাণপণে কাজে লেগে গেল। ও'রা কিভাবে তাকে জ্বালাচ্ছে সে কাহিনী শুনে ও'দের বাপ-মায়েরা হাসাহাসি করত। ছেলেদের পাশব-প্রবৃত্তিকে ও'রা প্রশ্রয় দিয়ে আরো বাড়িয়ে তুলত।

প্রথমদিন টিফিনের সময় দুটি বড় ছেলে উইলিয়মের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ "এই তোর নাম কিরে ?"

ও ভয়ে ভয়ে বলল "উইলিয়ম !"

"শুধু উইলিয়ম—আর কিছু না ?" একটা বছর পনেরোর ছেলে বলে উঠল। সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

একজন চেঁচিয়ে উঠল ঃ "আজ থেকে তোর নাম হলো 'বেজন্মা' বুঝলি ?"

বারবার এইভাবে আক্রান্ত হয়ে ও আরও ভয় পেয়ে গেল। নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীর মত ও এককোণে বসে থাকত। ইস্কুলের শিক্ষকরাও ও'কে কোন সাহায্য করতেন না। সহরের ধনী ব্যবসায়ীদের করুণালাভের জন্য তাঁরা লালায়িত।

কাজেই তাঁরা পরোক্ষে উইলিয়মের অত্যাচারীদের সাহায্যই করতেন। প্রবল অত্যাচারে উইলিয়ম যেন ভেঙে পড়তে লাগল। ছেলেরা যখন তখন ও'কে মারে, গালাগালি করে, দুরুহ ধাঁধা জিজ্ঞেস করে ওকে ঠকায়, ও বেচারী কোন প্রতিবাদও করতে পারে না। রাতের অন্ধকারে একা বিছানায় শুয়ে, শুধু কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

উইলিয়মের যখন বারো বছর বয়স হলো তখন ও ও'র শিশু-

মনের অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে বুঝে নিল ও'র ওপর এত অত্যাচার হওয়ার নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। কিন্তু অনেক ভেবেও নিজের ও কোনো দোষ খুঁজে পেল না। শুধু মনে পড়ল অর্ধোন্মাদ জেনেভিএভকে ও বহুবার বলতে শুনেছে ঃ ছেলেমেয়েকে বাপ-মায়ের পাপের ফলভোগ করতে হয়। ও তাকে আরো বলতে শুনেছে বহুদিন আগে নাকি কি এক ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিল, যা'র জন্য ও'র ওপর শয়তানের অভিশাপ পড়েছে।

বাবাকে ও ভয়ে কিছু বলতে পারলো না। কাজেই জেনেভিএভকে একদিন সব কথা বলে ও জিজ্ঞেস করল, ও'কে ছেলেরা 'বেজন্মা' বলে কেন।

জেনেভিএভ গম্ভীরভাবে সব শুনল। ছেলেটাকে ও'র কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ায় মনে মনে ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তার ওপর ও খবর পেয়েছিল কাউন্ট ইস্কুলের পুরোহিতকে, ও'কে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা দিতে বলেছেন। কাজেই ও'র ধারণা হয়েছিল অনন্ত-নরক থেকে উইলিয়মকে বাঁচানো সম্ভব নয়। তাই ও'র প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ঃ

"তুমি পাপের সন্তান—তোমার বাপ-মায়ের পাপ তোমার ওপর বর্তেছে। উইলিয়ম এসব কথার মানে বুঝল না। শুধু বৃদ্ধার উন্মত্ত প্রলাপ ওকে এত ভীত করে তুলল যে আর কোনোদিন ভুলেও ও ঐসব উত্থাপন করত না।

পনেরো বছর বয়সের সময় উইলিয়মের জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা' সে সারাজীবনেও ভুলতে পারেনি। একদিন ছেলেদের সংগে ও বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় ও'র পাশের ছেলেটা

ওর পাঁজরে একটা আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলল : "ঐ দেখ্ বেজন্মা, তোর মা যাচ্ছে।"

মোটা বেঁটে নোটারীর হাত ধরে যে মহিলাটি যাচ্ছে উইলিয়ম অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। মহিলাটি তাঁর কঠিন নিষ্প্রাণ চোখে কেবলমাত্র একটু কৌতূহল নিয়ে ও'র দিকে চাইল। মুখে হাসিও ফুটল না।

ছেলেদের মধ্যে বিদ্রূপের হাসি শুরু হয়ে গেল। উইলিয়ম সেখান থেকে সরে গেল। চোখ দিয়ে তখন ও'র অঝোরে জল পড়ছে—বুকটা অজানা বেদনায় টনটনিয়ে উঠেছে। মায়ের আকস্মিক সাক্ষাৎ ওর জীবনকে আরো বেদনাময় করে তুলল। ঐ পতিব্রতা রমণীর ছবি আর কোনোদিন ও স্মৃতি থেকে মুছতে পারল না।

কিন্তু এত দুর্বলতার মধ্যেও উইলিয়মের ছিল একটা দুর্দমনীয় অহংকার। এই অহংকারটুকুর জন্যই শুধু ও মেরুদণ্ডহীন ভীরুতে পরিণত হয়নি। ও'র শিরায় শিরায় অহংকারী ছ্ ভিরগু বংশের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। মায়ের মূর্খ হীনতা পিতৃকুলের আভিজাত্যের ফলে ওর দেহে স্থান পায়নি।

ইস্কুলে উইলিয়মের একমাত্র বন্ধু হলো জেক্‌স্ বার্থিয়ার। জেক্‌স্ ঐ ইস্কুলে নবাগত। তা'র দীর্ঘ সুগঠিত দেহে অমিত শক্তি। উইলিয়মের চেয়ে বয়সেও সে দু'তিন বছরের বড়। কাকার সংগে ভিটুইয়ে বাস করতে এসেছে সে। কাকা উকিল। তাঁর ইচ্ছে এখানকার পড়া শেষ হলে জেক্‌সকে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য প্যারিসে পাঠাবেন। কাকা তাঁর সুন্দর ভাইপোটিকে চোখে চোখে

রাখতে চান। কারণ এই সতের বছর বয়সেই জেক্‌স্‌ লাতিন কোয়া-টারের মেয়েদের সংগে একটু বিশেষভাবেই পরিচিত হয়ে উঠেছে।

অদ্ভুত হাল্কা মন জেক্‌সের। জগতের কোনো কিছুকেই সে পরোয়া করেনা। সে আসার সংগে সংগেই ইস্কুলে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। প্যারিস থেকে আসছে সে। 'নিষিদ্ধ ফলের' স্বাদ সে জানে—বয়স্ক মেয়েদের সংগে তা'র নাকি বহুবার ঘনিষ্টতম সম্পর্ক ঘটেছে। কাজেই ছেলেদের তা'র প্রতি শ্রদ্ধার সীমা রইল না।

জেক্‌সের বেপরোয়া ভাবভংগী, মেয়েঘটিত ব্যাপারে তা'র সাফল্য তা'কে ইস্কুলের নায়ক করে তুলল। যেদিন জেক্‌স্‌ দেখল একটা বড় ছেলে উইলিয়মকে মারছে সেদিনই সে প্রমাণ করে দিল তা'র চেয়ে যা'রা দুর্বল তাদের প্রতি সে কৃপাপরায়ণ। ছেলেটাকে টেনে এনে প্রচণ্ড প্রহার দিল এবং বলে দিল ভবিষ্যতে উইলিয়মের গায়ে হাত তুললে তা'র অবস্থা আরো শোচনীয় করে ছেড়ে দেবে। উইলিয়মের মুখের বেদনার চিহ্ন তা'কে গভীরভাবে নাড়া দিল। ও'র দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল : "আজ থেকে আমরা বন্ধু হ'লাম—কেমন ?"

মুখে ও'র উদার হাসি ফুটে উঠল।

উইলিয়মের যেন নিজের কানকে বিশ্বাস হলো না। ও দু'হাতে তা'র প্রসারিত হাতখানা চেপে ধরল। সাত বছরের ইস্কুল জীবনে এই প্রথম ও'র বন্ধু লাভ।

টিফিনের সময় ছেলেরা জেক্‌সকে ধরল। উইলিয়মের সংগে বন্ধুত্ব কাটিয়ে দেবার জন্য তা'রা তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করল।

উইলিয়মের জন্ম বৃত্তান্তও তারা তাঁকে জানালো।

জেক্‌স্ চুপ করে সব শুনল। তারপর ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে বলল: "তোমরা অত্যন্ত নোংরা জীব! আজ যা শুনলাম ভবিষ্যতে কোনোদিন যদি সে কথা তোমাদের মুখে শুনি তাহলে দেয়ালে মাথা ঠুকে তোমাদের মাথা ভেঙে দেব।"

উইলিয়মের কাহিনী শুনে জেক্‌স্ ও'র প্রতি আরো সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। প্যারিসে তা'র ঘনিষ্টতম বন্ধুও অবৈধ সন্তান। কাজেই এই সামান্য কারণে উইলিয়মের প্রতি ছেলেদের হিংস্র পাশব ব্যবহার তা'কে অত্যন্ত আঘাত দিল।

উইলিয়মের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সে বলল: "ঐ শুয়োরের বাচ্চাদের কথা তুমি শুনো না। ও'রা যদি কখনো তোমার গায়ে হাত তোলে আমায় বলে দিও। আমি ঠাণ্ডা বানিয়ে দেব।"

সেইদিন থেকে উইলিয়মের জীবনের গতি পরিবর্তিত হলো।

একদিন একটা ছেলে তাকে 'বেজন্মা' বলায় জেক্‌স্ তা'কে এমন ভয়ংকর ঠেঙালো যে ছেলেরা ও'কে কিছু বলা বন্ধ করে দিল।

ও'দের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে উইলিয়মের উন্নতি হতে লাগল। জেক্‌সের প্রতি ও'র অন্ধ ভালবাসা। সে যেন ও'র ভগবান। জেক্‌স্ যখন ওকে প্যারিসের গল্প বোলত ও অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। ও ভাবত এমন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

একবছর পরে জেক্‌স্ ভিটুই থেকে পাশ করে ডাক্তারী পড়ার জন্য প্যারিস চলে গেল। উইলিয়ম আবার একা হয়ে পড়ল।

ও'র বাবার হুকুমে ও'কে আরো তিন বছর নোয়ারদে থাকতে

হলো। শিকার করে, মাছ ধরে, বেড়িয়ে ও দিন কাটাতে লাগল। এই তিন বছরের বন্ধনহীন জীবন ও'র আহত মানসিক শক্তিকে অনেকখানি সুস্থ করে তুলল। অনেক সময় বাগানে একা বেড়াতে বেড়াতে এই নিঃসংগ জীবন ও'র অসহ্য বোধ হতো। ভালবাসা এবং সংগলাভ করার জন্য ও কাতর হয়ে উঠত। এখন ও'র আর অত্যাচার করার মত কেউ নেই। পথে পুরোনো সহপাঠীদের সংগে দেখা হলে তা'রা সসম্মানে ও'কে নমস্কার করে। তারা জানে ও কাউন্টের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

বছর দুয়েক পরে একটা ছুটিতে জেক্‌স্‌ ভিটুইয়ে এল। গরমের দিনগুলো উইলিয়মের জেক্‌সের সাহচর্যে বড় আনন্দে কাটল। সব সময়ে এক সংগে ঘুরত ওরা। এক সংগে শিকার করত, মাছ ধরত, ঘোড়ায় চড়ত।

মাঝে মাঝে মেয়েদের সম্বন্ধে ও'দের আলোচনা হতো। নারী জাতির প্রতি জেক্‌সের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। উইলিয়ম মেয়েদের সম্বন্ধে তা'র হীন ধারণার প্রতিবাদ ক'রে নিজের মনগড়া মতামত জাহির করত। মেয়েদের সম্বন্ধে বাস্তবিক কোনো অভিজ্ঞতাই ও'র ছিল না। ওদের সে স্বর্গীয় জীব বলে মনে করত। ও ভাবত মেয়েরা সত্যি পুরুষের আরাধনা এবং বিশ্বাসের যোগ্য পাত্রী।

জেক্‌স্‌ অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠত: "বাজে ব'কো না! তোমার ঐ রকম মন নিয়ে ও'দের তুমি সন্তুষ্ট করতে পারবে না। ওসব মধ্যযুগীয় ভাবালুতা ও'রা মোটে পছন্দ করে না। তুমিও ঠেকে শিখবে। মিথ্যা কথা বলেনা বা ঠকায়না এমন একজনও ওদের মধ্যে পাওয়া যায় না। ওদের সংগে মেশো—তুমিও ওদের

ঠকাতে শিখবে।"

উইলিয়ম শুধু রেগে যেত। বলত ঃ "কখখনো না—দেখে নিও তুমি। যদি কোনো মেয়েকে আমি ভালবাসি তাহলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুধু তাঁকেই আমি ভালবাসব। আমার স্থির বিশ্বাস তাঁর জীবনেও আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় পুরুষের স্থান হ'বে না।"

"আচ্ছা দেখা যাবে!"—জেক্‌স্ বলত। তারপর প্যারিসের জঘন্য কাহিনীগুলো সে উইলিয়মকে শোনাত। উইলিয়মকে ক্ষ্যাপাবার জন্য সে গল্পগুলোর ওপর বেশ রং ফলিয়ে বর্ণনা করত।

জেক্‌স্ উইলিয়মকে সত্যি ভালবাসত কিন্তু নানাদিকে জড়িয়ে পড়ে ক্রমে তাদের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে এল। তাঁর প্যারিসে যাওয়ার তৃতীয় বছরে মাঝে মাঝে শুধু সে দু' একটা চিঠি দিত। শেষ পর্যন্ত তা'ও বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর এই ব্যবহারে উইলিয়ম অত্যন্ত বেদনা বোধ করতে লাগল।

জেক্‌সের কাকার কাছ থেকে ও খবর পেল শীগগিরই জেক্‌স্ ফ্রান্স থেকে চলে যাচ্ছে। চলে যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ও ছট্‌ফট্ করতে লাগল। লা নোয়ারদ ও'র কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ও'র মনের অবস্থা লক্ষ্য করে একদিন রাতে খেতে বসে ও'র বাবা বললেন ঃ

"জেক্‌সের জন্যে তোমার মন কেমন করছে আমি জানি। যদি চাওতো কালই তুমি প্যারিস যেতে পারো। দিনকতক আনন্দ করে এস—তবে দেখো, কোনো রকম বোকামি করে ফেল না যেন। ইচ্ছে হয়তো দু'একমাস তুমি প্যারিসে থাকতে পারো। আমার ব্যাঙ্কারকে

বলে দেব—সেখান থেকে তুমি টাকা চাইলেই পেয়ে যাবে।”

কিন্তু প্যারিসে এসে উইলিয়ম শুনল জেক্স্ চলে গেছে। উইলিয়মকে সে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছিল। লা নোয়ারদ থেকে জেনেভিএভ সেটা পাঠিয়ে দিয়েছে। জেক্স তা'র স্বভাবসিদ্ধ হালকা, সস্নেহ ভংগীতে লিখেছে যে সে সৈন্যবিভাগে শল্য চিকিৎসকের কাজ নিয়ে ইন্দোচীন যাচ্ছে। হয়তো পাঁচ সাত বছরের মধ্যে ফ্রান্সে ফিরতে পারবে না।

উইলিয়ম নিরাশ হয়ে ফিরে এল। সব কিছুতে তা'র আগ্রহ নস্ট হয়ে গেল। লা নোয়ারদের নিরানন্দ নিঝুম অন্ধকারে সে নিজেকে ক্রমে বিলীন করে দিতে লাগল। ও'র এই বিষন্ন উদ্যমহীন অবস্থা লক্ষ্য করে ও'র বাবা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষে, ও'র একবছর প্যারিসে থাকার মত ব্যবস্থা করে তিনি জোর করে ও'কে প্যারিসে পাঠিয়ে দিলেন।

চার

উইলিয়মের সংগে যখন ম্যাডেলাইনের প্রথম দেখা হলো সেই সময় ম্যাডেলাইন ভাবছিল হোটেল ছেড়ে কোনো জায়গায় একটা ঘর ভাড়া নেবে। এখানে ভাড়াটেদের অনবরত যাওয়া-আসা হট্টগোল তা'র ভাল লাগে না। তা'ছাড়া ছাত্রেরা তা'কে অত্যন্ত জ্বালাতন করে। ও'দের নোংরা প্রস্তাবে সে নিজেকে অপমানিতা মনে করে। সূচের কাজ তা'র ভালই জানা আছে। সে জানে চাকরী একটা সহজেই জুটিয়ে নিতে পারবে। তাছাড়া বাবার সম্পত্তি থেকে বাৎসরিক বরাদ্দ-আয় তো রয়েইছে। কাজেই

টাকার জন্য বিশেষ অসুবিধা হবে না।

নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তা'র চিন্তার শেষ নেই। যে বৈধব্য সে নিজের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে তা'র যে অনেক বিপদ আছে এটা সে বোঝে। এখনি সময় সময় নিবিড় নিঃসংগতায় সে যেন হাঁফিয়ে ওঠে। মনটা, তা'র অজানা অস্বস্তিতে ভরে যায়। দূরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে সে চুপ করে বসে থাকে।

উইলিয়ম যেদিন এল সেদিনই রাত্রে ও'র সংগে প্রথম দেখা। সে সিঁড়ি দিয়ে নামছে দেখে উইলিয়ম সসংকোচে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। ম্যাডেলাইন আশ্চর্য হয়ে গেল। সাধারণ যুবকের অমার্জিত রূঢ়তার সংগে ও'র ব্যবহারের কত তফাৎ! সে খবর পেল উইলিয়ম তা'র পাশের ঘরটিতেই উঠেছে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে দেয়ালের ওপাশ থেকে উইলিয়মের পায়ের শব্দ পেতে লাগল। উইলিয়ম জিনিষপত্র গোছাচ্ছে।

ম্যাডেলাইনের বকের পালকের মত দেহের রং, নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার প্রথম দর্শনেই উইলিয়মকে মুগ্ধ করেছে। প্রতি মুহূর্তে উইলিয়মও তা'র সান্নিধ্য অনুভব করেছে। মাত্র একটি দেয়ালের ব্যবধান...... ! উইলিয়ম চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন কি ও'র পাশ ফেরার শব্দটুকু পর্যন্ত কানে এসে বার বার ও'র চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে দিচ্ছে।

পরের দিন দেখা হতে দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে হাসলো। সেইদিনই আলাপ হয়ে গেল ও'দের।

ওদের বন্ধুত্ব ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠল। এই দীর্ঘদেহ মুখ-চোরা ছেলেটির সংগ, ম্যাডেলাইনের অত্যন্ত ভাল লাগল। ও'দের

বন্ধুত্বের মধ্যে কামনার আবিলতা নেই। ম্যাডেলাইন সানন্দে ও'র সংগে বেড়াতে যায়। সন্ধ্যেবেলা ফিরে যে যা'র ঘরে চলে যায়। উইলিয়মের নির্মল সৌহার্দ্যের মধ্যে ম্যাডেলাইন যেন নিজের হারানো মর্যাদাকে আবার খুঁজে পায়।

পরস্পরের নিকট সান্নিধ্যের মধ্যে, নিজের ঘরে শুয়ে ও'দের অবচেতন মন কল্পনার জাল বোনে। কিন্তু এই চিন্তার অর্থও ও'রা বুঝতে পারে না। উইলিয়মের কোমলতায় ম্যাডেলাইন তা'র স্বেচ্ছাগৃহীত বৈধব্যের মধ্যে যেন কিছুটা আরাম বোধ করে। প্রেমের অভিজ্ঞতা তা'র নেই। কিন্তু জেক্‌সের কাছে যা' সে পেয়েছে, তা'র সংগে উইলিয়মের শ্রদ্ধায় ভরা ব্যবহারের পার্থক্য সে স্পষ্ট বুঝতে পারে। কৃতজ্ঞতায় তা'র হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। ও'র দিকে সে ঝুঁকে পড়তে থাকে। উইলিয়মের সাহচর্যে ক্রমে ও'র হৃদয়ের ক্ষত শুকিয়ে আসে। ও'র কোমল বিনীত প্রকৃতি উইলিয়মের ক্রমঃবর্দ্ধমান প্রেমের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

এদিকে উইলিয়মের জীবনও স্বপ্নে ভরে উঠেছে। ম্যাডেলাইনকে ও ভালবাসে। কিন্তু জীবনের প্রথম নারীর অতীত সম্বন্ধে কিছুই জানতে চায় না ও। ম্যাডেলাইনের প্রথম দর্শনের হাসিটির কাছেই ও সব খুইয়ে বসেছে।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে উইলিয়ম ম্যাডেলাইনকে গ্রামে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করল। কোন মতলব নিয়ে এ প্রস্তাব ও করেনি। সহরের বদ্ধ আবহাওয়া ও'র সহ্য হচ্ছিল না। অরণ্য প্রকৃতির উন্মুক্ত ঔদার্যের জন্য মনটা ও'র ছট্‌ফট্ করছিল। ম্যাডেলাইন প্রথমটা রাজী হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

সহরের অসহনীয় গরমের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, একটি দিনের মত ও'রা সহরতলীর কোন গ্রামে বেড়িয়ে আসার ঠিক করল। সেই জন্যই ওরা ভেরীয়ারের জংগলের পাশে ছোট সরাইখানায় এসেছিল। কিন্তু এখানে এসে ম্যাডেলাইন নিজেকে উইলিয়মের কাছে সঁপে দিল।

পরের দিন অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে, ও'রা প্যারিসে ফিরল। কিন্তু যে হোটেলে ওরা থাকতো সেখানে একসংগে আর ফেরা চলে না। ও'দের বাইরে রাত কাটানো, ভাড়াটে থেকে শুরু করে চাকরগুলো পর্যন্ত হাসাহাসি করবে। অগত্যা উইলিয়ম কাছেই আর একটা হোটেলে উঠে গেল। ম্যাডেলাইনকে কেমন করে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় এই চিন্তায় ও তখন মশগুল হয়ে উঠেছে।

ঠিক এই সময় ও'র বাবার ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে ও খবর পেল যে রু দ্যু বুঁলোর ওপর একটা বাড়ি বিক্রী আছে। বাড়িটা দেখেই ও'র পছন্দ হয়ে গেল। তখনই বাড়িটা ও কিনে নিল। কাউণ্ট তাঁর ব্যাঙ্কারের সংগে এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, যত টাকা খুশী উইলিয়ম ধার নিতে পারবে। কাজেই টাকার জন্য উইলিয়মের কোন অসুবিধা হোল না। আসবাবপত্র কিনে দু' সপ্তাহের মধ্যে ও বাড়িটাকে সাজিয়ে ফেলল। তারপর বাড়িটা বাস করার উপযুক্ত হলে ও ম্যাডেলাইনকে বাড়ি দেখতে নিয়ে গেল। ওখানে গিয়ে ম্যাডেলাইনের হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ও বলল ঃ "তুমি এখানে থাকবে তো" ?

ওর অকৃত্রিম আন্তরিকতা ম্যাডেলাইনকে গভীরভাবে নাড়া দিল এক চোখে জল, আর এক চোখে হাসি নিয়ে সে ও'র

বুকে মুখ লুকালো।

ভেরীয়ার থেকে ফিরে অবধি সন্ধ্যেবেলা একবার মাত্র উইলিয়ম ও'র সংগে দেখা করত। নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একমিনিটও সে বেশী থাকত না। ও'র এই সহজ সংযত ব্যবহার ম্যাডেলাইনকে মুগ্ধ করে তুলত।

নব-দম্পতির মত ওরা নতুন বাড়িতে এসে উঠল। এখানে যেন ও'রা মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে এসেছে। অতীতটা ও'রা দুজনেই যেন ভুলে গেছে।

পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে দেখতে দেখতে ছ'টা মাস কেটে গেল। প্রেমের সাগরে মগ্ন হয়ে বর্তমানকে নিয়েই ও'দের দিন কাটতে লাগল। অতীতের দুঃখ বা ভবিষ্যতের সমস্যা কোনটাই ওদের মনে স্থান পেল না।

উইলিয়মের প্রতি নিজের মনোভাবটা যে কি তা ম্যাডেলাইন নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। প্রকৃত প্রেম যে কি তা সে জানেনা। অন্তরের অন্তঃস্থলে সে শুধু উইলিয়মের প্রতি একটা গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে। মাতৃত্বের সস্নেহ প্রশ্রয় নিয়ে সে ও'র প্রেমের আহ্বানে সাড়া দেয়। সে সাড়ায় অনেক সময় তা'র প্রেমের আকুতিও থাকে না। ও'র ধ্রুবতারার মত স্থির শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় ভালবাসা, স্বামিত্বের কর্তব্যবোধ মাঝে মাঝে শুধু ম্যাডেলাইনের চুম্বনে, কামনার বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে দেয়। ম্যাডেলাইনের প্রতি উইলিয়মের যত্নের সীমা নেই। সে যেন পবিত্র, অপাপবিদ্ধ মুগ্ধা বালিকা। উইলিয়ম তাই সযত্নে অতি সন্তর্পণে তাকে রক্ষা করে চলে। উইলিয়মের অচঞ্চল সংযম ও'র প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তি-

গুলোকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। ম্যাডেলাইন তাই তা'র ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেনা। স্নেহের প্রলেপে ও'র পুরোনো ক্ষতগুলো শুকিয়ে আসে। ও'র আহত আত্মসম্মান আবার জেগে উঠতে থাকে।

বর্তমানকে ভুলবার নেশায় উইলিয়ম উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাই ম্যাডেলাইনের অতীত সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ও'র মনে জাগে না। বুভূক্ষিত প্রণয়াকাংখা ও'কে অন্ধ করে দিয়েছে। শিশুর মত বর্তমানের আনন্দ-স্রোতেই ও'রা ভেসে চলেছে। তাই লব্রিকনের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ম্যাডেলাইন সহজ নির্বিকার কণ্ঠে বলতে পারল: "ও একটা ভয়ংকর জীব, ওকে কেউ ভুলতে পারবে না।" কথাগুলি বলার সংগে সংগেই শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার এ নিয়ে আর চিন্তাও করল না।

মাঝে মাঝে ভিটুই থেকে উইলিয়মের চিঠি আসে। উইলিয়ম সেগুলো পড়ে। কিন্তু পড়ার পরই সে সব ভুলে যায়। ম্যাডেলাইনও কখনও এ সম্বন্ধে কিছু জানতে চায় না। ফলে ছ'মাস একসংগে বাস করার পরও ওরা দুজনেই পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত রয়ে গেল।

একদিন সকালে উইলিয়ম বেরিয়ে গেলে ম্যাডেলাইন একা বসে বসে ও'র ফটোর অ্যালবামটার পাতা ওল্টাতে লাগল। ম্যাডেলাইনকে ও'র বাবার আর লা নোয়ারদের ছবি দেখাবার জন্য উইলিয়ম ওটা আগেরদিন রাত্রে বার করেছিল। হঠাৎ একটা ছবি চোখে পড়তেই ম্যাডেলাইনের কণ্ঠ থেকে বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এল। জেক্‌স্ বার্থিয়ারের ছবি·····হাসি মুখে জেক্‌স্ চেয়ে রয়েছে···।

কম্পিত হাতে অ্যালবামটা তুলে নিয়ে ম্যাডেলাইন জেক্‌সের সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এই নতুন আবিষ্কার তাকে যেন অসাড় করে দিল। ওকে তো সে ভুলে গিয়েছিল। উইলিয়মের বিশ্বস্ত সংগিনী সে। হঠাৎ কেন জেক্‌সের প্রেতমূর্তি, মৃত অতীতের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে মুখে বিদ্রুপের হাসি নিয়ে জেগে উঠলো ? কেন এই সুন্দর ঘরখানির সমস্ত মাধুর্য ও নষ্ট করে দিল ? মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই ঘরেই উইলিয়ম তাকে চুম্বন করেছে। জিঘাংসাপরায়ণ নিয়তি কেন তা'র স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলল ? কেন ? কেন এমন হলো ?

ও'র স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষের দৃষ্টিতে জেক্‌স্ চেয়ে রয়েছে। ও সব জানে। ও যেন বলছে: কি প্রাণহীন জীবন যাপন করছ, ম্যাডেলাইন ! চলে এস—আমার সংগে চলে এস ! চল, যেখানে মানুষ আছে, স্ফূর্তি আছে, উত্তেজনা আছে……!

ম্যাডেলাইনের মাথা ঘুরতে লাগল। ও'র কানে ভেসে আসতে লাগল জেক্‌সের গম্ভীর কণ্ঠের ঝংকার, হাসির কলোচ্ছ্বাস। জেক্‌সের স্পর্শ ও অনুভব করছে—ও'র অতি পরিচিত ভাবভংগী ও দেখতে পাচ্ছে। ওর মনে ভিড় করে জেগে উঠল অতীতের স্মৃতি। রু সুফ্লোটের সেই ঘর, ছাত্রদের রক্ষিতা মেয়েগুলোকে নিয়ে সেই প্রমত্ত উল্লাস…ও ভয়ে পালিয়ে এসেছে। অনেক অপরাধ ও'র জমা হয়ে আছে। বিনা শাস্তিতে আজকের আনন্দ সে ভোগ করতে পারবে না। যে কর্দমাক্ত পংকিল পথে একদিন সে চলেছে সেই পথ আজ তার সর্বাংগে কাদা ছিটিয়ে দেবেই।

ছবিটায় জেক্‌স্ একটা বড় চেয়ারে বসে আছে। একটা পা চেয়ারের হাতলে তুলে দিয়েছে—সার্টের বুকের বোতামগুলো খোলা। জামার ফাঁক দিয়ে ওর সুপ্রশস্ত বুকটা দেখা যাচ্ছে। ও'র মুখে একটা পাইপ। এত পরিষ্কার উঠেছে ছবিটা যে ও'র বাঁ হাতের উল্কিটা পর্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। উল্কিটার দিকে নজর পড়তেই ম্যাডেলাইন লজ্জায় শিউরে উঠল। ওর মনে পড়ে গেল কতদিন ঐ উল্কিটার ওপর চুমু খেয়েছে।

ও'র স্মৃতি যেন বাস্তব হয়ে উঠল! জেক্‌সের দৈহিক সান্নিধ্য অনুভব করে ওর বুকটা দুরদুর করতে লাগল। জেক্‌স তাঁর দুর্দম দৈহিক শক্তি নিয়ে ও'র সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সে জোর করে নিজের চেয়ারে টেনে বসাতে চাইছে—ম্যাডেলাইন নিজের দেহে ও'র কঠোর পরুষ স্পর্শ অনুভব করছে।

একটা সুতীব্র উচ্ছৃঙ্খল কামনায় ও'র সর্বাংগ থরথর করে কেঁপে উঠল। দারুণ ভয়ে ও চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। মানসিক ব্যভিচারের অপরাধবোধ ও'কে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ওদিকে পালংকটার ওপরে উইলিয়মের একটা রঙীন ছবি ঝুলছে। উইলিয়ম হাসছে। তাঁর স্বাভাবিক নির্মল কোমল দৃষ্টিতে উইলিয়ম ও'র দিকে চেয়ে আছে। দারুণ লজ্জায় ম্যাডেলাইনের মাথা নীচু হয়ে গেল! ও স্পষ্ট অনুভব করছে আজো ও'র দেহ-মনের ওপর জেক্‌সেরই প্রভুত্ব অক্ষুন্ন হয়ে রয়েছে।

এই সুন্দর সুসজ্জিত ঘরটিতে ও'দের ছ'মাস কেটেছে। কিন্তু আজ এতদিন পরে সেই ঘরেই ম্যাডেলাইন পাথর হয়ে গেছে।

প্রথম কবে এই ছবিটা দেখেছিল সেকথা আজ ও'র মনে

পড়ছে। ট্রেণ ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে নিষ্পাপ ভংগীতে জেক্‌স এই ছবিটার একটা 'কপি' ওকে দিয়েছিল। কিন্তু উইলিয়মের সংগে চলে আসার সময় সেটা ও পুড়িয়ে ফেলেছিল। অতীতকে বয়ে বেড়াতে ও অনিচ্ছুক। তাই নতুন জীবনে পুরোনো প্রণয়ীর এতটুকু চিহ্ন ও রাখেনি। কিন্তু আজ কোথা থেকে এল এই ছবিটা? উইলিয়মের অ্যালবামে জেক্‌সের ছবি কেন?

ম্যাডেলাইন ছবিটার পিছনে কিছু লেখা আছে কিনা দেখার জন্য অ্যালবাম থেকে ছবিটা খুলে নিল। উৎসর্গীকরণটুকু পড়ে ও স্তব্ধ হয়ে গেল: "অন্তরংগ বন্ধু, আমার ভাই, উইলিয়মকে!" তাহলে জেক্‌সই উইলিয়মের ইস্কুল জীবনের সেই 'নায়ক' যা'র কথা একদিন কথায় কথায় উইলিয়ম বলেছিল?

ম্যাডেলাইন যন্ত্র চালিতের মত ছবিটা অ্যালবামে রেখে দিল। জেক্‌সকে বিদায় দিয়ে সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে। কিন্তু ওর পাপ কি এতই বেশী যে তাতেও ওর সম্পূর্ণ শাস্তি হয়নি। জন্মে মাত্র দু'টি পুরুষকে সে ভালবেসেছে। কিন্তু এমনি ও'র ভাগ্যের ফের যে আজকে ও জানতে পারল ও'র বাঞ্ছিত সেই দু'জন অন্তরংগ, পরস্পরের বন্ধু। ওদের সম্পর্ক সহোদর ভাইয়ের মত ঘনিষ্ঠ। ওর প্রেম আজ এক মুহূর্তে অগম্যাগমনের কলংক লাঞ্ছিত হয়ে গেল। অতীতের একটা ঘটনা মনে পড়ায় ঘৃণায় ও শিউরে উঠল। লাতীন কোয়াটারের একটি মেয়ে প্রায়ই রু-স্ক্রোটে আসত। মেয়েটি একসংগে দু'টি পুরুষের উপভোগ্যা হয়ে দিন কাটাত। একজনের বিছানা থেকে সহজভাবে সে আর একজনের বিছানায় উঠে যেত। ম্যাডেলাইনের মনে হলো সেও ঐ মেয়েটার চেয়ে

মোটেই ভাল নয়। ভবিষ্যতে কি করবে সে? জেক্‌সের প্রেতমূর্ত্তির দাবী মেনে নিয়েও সে কি উইলিয়মের আলিঙ্গনে ধরা দেবে? দুজনকে একসংগে স্বীকার করা কি ও'র গণিকাবৃত্তি হ'বে না।

এমনভাবে সে ভাবতে লাগল যেন জেক্‌স্ রক্তমাংসের দেহ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল জেক্‌সের সংগে যে তা'র পরিচয় ছিল একথা উইলিয়মকে সে বলবে না। এ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। কিন্তু তবু এপথ গ্রহণ করাই তা'র পক্ষে সব চেয়ে কঠিন। তা'র মধ্যে তা'র বাবার চরিত্র লুকিয়ে রয়েছে। কাজেই হাসি মুখে মিথ্যা বলা তা'র পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

হঠাৎ বাইরে দরজায় শব্দ হলো। ম্যাডেলাইন উইলিয়মের দ্রুত পদধ্বনি শুনতে পেল। দরজায় প্রবল একটা ধাক্কা দিয়ে ঝড়ের মত উইলিয়ম ঘরে ঢুকল। মুখখানা ও'র বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। একটা চেয়ারে বসেই ও কান্নায় ভেঙে পড়ল। ম্যাডেলাইন ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠল। সে ভাবল নিশ্চয় ও কোনো রকমে জেক্‌সের সংগে তা'র সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছে। একটু ইতস্ততঃ করে সে ও'র কাছে এগিয়ে গেল।

উইলিয়ম মুখে হাত চাপা দিয়ে শিশুর মত ফুলে ফুলে কাঁদছে। হঠাৎ মুখ থেকে হাত সরিয়ে ও ব্যথাতুর চোখ দুটি তুলে ম্যাডেলাইনের দিকে তাকাল। তা'রপর হাত দুটি তা'র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

"কিছু বল, ম্যাডেলাইন! আমাকে বাঁচাও! উঃ! ভগবান......!"

ম্যাডেলাইন বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ওর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ও'র তীব্র বেদনার কাছে তা'র নিজের কষ্ট তখন অনেক লঘু হয়ে গেছে। শান্ত কণ্ঠে সে বলল: "কি হয়েছে বলত ?" উইলিয়ম হাঁফাতে লাগল।

"সারা রাস্তাটা আমি ছুটে এসেছি। না, এখনি আমি ঠিক হয়ে যাব। কিন্তু ওকে তো আমি আর কখনো দেখতে পাব না ! ম্যাডেলাইন আমি যে সহ্য করতে পারছি না।"

ম্যাডেলাইন ওর হাত দুটি নিজের হাতে ধরে ও'র কপালে চুমু খেয়ে বলল: "আমি বুঝতে পেরেছি উইলিয়ম ! তোমার বাবার কোনো দুঃসংবাদ পেয়েছ বুঝি ?"

উইলিয়ম মাথা নাড়ল। আবার ও কান্নায় ভেঙে পড়ল। ম্যাডেলাইন আস্তে আস্তে ও'র মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে কতকটা শান্ত হয়ে উইলিয়ম বলল:

"জেক্স্, ভাই আমার, একি হলো। আমি নিজেকে নিয়েই ভুলে ছিলাম। তোমার কথা মনেও পড়েনি। ম্যাডেলাইন, আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু আর কোনোদিন আসবে না ! সে মারা গেছে !"

ম্যাডেলাইনের বুকে যেন শেল হান্‌ল। ও'র সারা দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল। জেক্স্ মারা গেছে ! মনটা ও'র তীব্র বেদনায় ভরে উঠল। একি হল ? তা'র স্মৃতির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে কি তা'র মৃত্যু কামনা করেছিল ?

উইলিয়মের বহু দূরাগত অস্পষ্টস্বর তা'র কানে বাজতে লাগল:

"তাকে তুমি জাননা ম্যাডেলাইন। আমি এতবড় অকৃতজ্ঞ যে তা'র কথাও তোমাকে বলিনি। সে যে কি ছিল তোমাকে কেমন

করে বলব! সে আমার একমাত্র বন্ধু! তুমি আসার আগে একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ আমাকে ভালবাসেনি।"

ম্যাডেলাইন দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। উইলিয়মের বেদনা তাঁর মনটাকে তীব্র অনুশোচনায় ভরিয়ে তুলেছে। কিন্তু ঐ অনুশোচনা ক্রমে অসহনীয় রাগে পরিবর্তিত হলো। তাঁর ইচ্ছে করতে লাগল উইলিয়মকে বাধা দিয়ে বলে : থাম! ঐ লোকটাই তোমার জীবন মাটি করে দিয়েছে। ওর প্রতি তোমার আর কোনো কৃতজ্ঞতা নেই!

জেক্‌সের এই অকালমৃত্যু যেন তাঁর ওপর প্রতিশোধ। সারা জীবন তাকে বিবেকের দংশন সহ্য করতে হবে। উইলিয়মের সংগে ওর গভীর বন্ধুত্ব, ওর প্রতি উইলিয়মের কৃতজ্ঞতা কোনোদিন তাঁকে সত্য স্বীকার করতে দেবে না।

পাথরের মত স্তব্ধভাবে উইলিয়মের কথা শুনতে শুনতে বুকের মধ্যেটা তাঁর জ্বলে যেতে লাগল। জেক্‌স্ মারা গেলে তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু তাঁর জীবন যে ধ্বংস হয়ে গেল। ওর সম্বন্ধে আর তো সে মিথ্যা বলতে পারবে না!

ওর সম্বন্ধে কিছুই সে আর জানতে চায় না। কিন্তু তবু কিছু বলার জন্য সে জিজ্ঞেস করল : "কি করে মারা গেল ও?"

উইলিয়ম বলল পথে যেতে যেতে ও একটা খবরের কাগজ কিনেছিল। কাগজে বেরিয়েছে ইন্দোচীনগামী 'ট্রিটন' নামে একটা জাহাজ ডুবি হয়েছে। জাহাজের সব যাত্রী মারা গেছে। তাদের মধ্যে জেক্‌সও ছিল। খবরটা সরকারী—কাজেই সন্দেহের অবকাশও নেই।

সেদিন রাতটা ম্যাডেলাইনের অনিদ্রায় কেটে গেল। রাতের

অন্ধকারে একা জেগে জেগে সে ভাবতে লাগল। মনটা ও'র শান্ত হয়ে এসেছে। উইলিয়মের পাশে শুয়ে জেক্‌সের জন্য ও কিছুতেই কাঁদতে পারছে না। উইলিয়ম ঘুমের ঘোরে এপাশ ওপাশ করছে। কিন্তু মারা যাবার সময় ও'র কথা কি জেক্‌সের মনে পড়েছিল? হয়ত কত কষ্ট পেয়েছে সে······! হয়ত তা'র সুন্দর দেহটা পাহাড়ে আছড়ে পড়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে······! !

পুরোনো কথা আবার ও'র মনে পড়তে লাগল। ও'র মুখে উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে—তা'র চুম্বনে ও'র সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠেছে। জ্বলন্ত কামনায়, লজ্জায়, বালিশে মুখ গুঁজে ও কাঁদতে লাগল। শেষপর্যন্ত অসহায়ের মত ও নিজেকে অতীত স্মৃতির হাতে ছেড়ে দিল। অতীত ও'র কল্পনার রঙ্গে রঙীন হয়ে উঠল।

মনটা ও'র ক্ষোভে পূর্ণ হয়ে উঠল। জেক্‌সের মৃত্যুতে সে তো বেদনা-বোধ করেনি? নিজেকে আর সে ধরে রাখতে পারল না। বিছানা থেকে সে সন্তর্পণে নেমে গেল। উইলিয়ম ঘুমুচ্ছে। মুখে এখনো ও'র শোকের ছায়া। বাতিটা তুলে নিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে ও বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। বাতির কম্পমান ম্লান শিখায় দেয়ালের ছায়াগুলো দুলছে। চারিদিকে নিস্প্রাণ শূন্যতা! জেক্‌সের ছবিটা বার করে সে অপলক চোখে চেয়ে রইল। . .

জেক্‌সের চোখে আর সেই বিদ্রুপের দৃষ্টি নেই। ও'র মুখে আবার সেই অতি পরিচিত কোমলতার ছায়া ফুটে উঠেছে। ও'র চোখ দু'টি অনাবিল কৌতুকে ঝল্‌মল্ করছে। ম্যাডেলাইনের মনে পড়ল ব্লু স্নুফ্লোটে থাকতে সে যখন মাঝে মাঝে রাগ করতো

জেক্‌স তাকে ক্ষ্যেপাবার জন্য এমনিভাবে চেয়ে চেয়ে হাসত। জেক্‌স্ তাঁকে ক্ষমা করেছে। ও যেন বলছেঃ তোমার সুখের জীবনে আমি অনধিকার প্রবেশ করব না। তোমাকে আমি বিপদে ফেলব না……।

ম্যাডেলাইন ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। তার মনে হলো সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে জেক্‌স্ বলছেঃ উইলিয়ম কেন ছেলেমানুষী করছে? ও'কে তুমি সুখী কর। আমার দিক থেকে তোমার কোনো ভয় নেই। আমি চিরকাল উইলিয়মকে ভালবেসেছি—সাহায্য করেছি। তুমিও তাই করে যাও। শুধু মাঝে মাঝে আমার কথা ভেবো—এর বেশী আর কিছু আমি চাই না।

ম্যাডেলাইনের মনটা শান্ত হয়ে এল। সে ভাবল অতীতে যখন উইলিয়মের কাছে জেক্‌সের কথা বলা প্রয়োজন হয়নি, ভবিষ্যতেও তখন প্রয়োজন হবে না। জেক্‌সকে ও'রা দুজনেই ভালবাসে। দুজনের মাঝখানে তাঁকে টেনে এনে কেন সে তাঁর স্মৃতিকে কলংকিত করে তোলে? তাঁর মনে হলো ছবির মধ্যে থেকে জেক্‌স্ যেন তাঁর কাছে কিচ্ছু না বলারই প্রতিশ্রুতি চাইছে। নিবিড় চুম্বনে ম্যাডেলাইন ছবিটিকে ভরিয়ে দিল।

তখন পূর্বদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। ম্যাডেলাইন ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। উইলিয়ম তখনো গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে। ও'র পাশে শুয়ে শান্ত মনে ম্যাডেলাইনও ঘুমিয়ে পড়ল।

এর পর থেকেই ও'দের মনে কেমন যেন ভাঙন ধরে গেল। ও'দের প্রাণের স্পর্শের উষ্ণ সম্পর্কের ও'পর দিয়ে, জেক্‌সের মৃত্যু

তুষার ঝড় বইয়ে দিয়ে গেল। ও'দের অবিরল প্রণয় কুজন শোকে মুহ্যমান বিষন্ন স্তব্ধতায় রূপান্তরিত হলো। যে বাড়িটা এতদিন পরিপূর্ণ হয়ে ছিল সেই বাড়িটাই যেন খাঁ খাঁ করতে লাগল। এই নিরুপদ্রব নিশ্ছিদ্র একাকীত্ব ওদের কাছে যেন ভয়াবহ মনে হতে লাগল।

একদিন তো উইলিয়ম বলেই ফেলল: "উঃ! বাড়িটা যেন শ্মশান হয়ে উঠেছে।" কিন্তু কথাটা বলে ফেলেই লজ্জায় ও'র মাথা নীচু হয়ে গেল। ম্যাডেলাইনের হাতটি টেনে নিয়ে সে বলল: "ক্ষমা কর,—আমি ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করব। আবার সব আগের মত হয়ে যাবে—সব ঠিক হয়ে যাবে!"

উইলিয়ম মনের কথাই বলেছিল। কিন্তু সে জানত'না মানুষের এক স্বপ্ন কখনো দু'বার আসে না। শোকের আচ্ছন্নতা যখন কাটল তখন ওদের পরস্পরের প্রতি শিশুর মত সরল বিশ্বাস কোথায় হারিয়ে গেছে।

ম্যাডেলাইনের পরিবর্ত্তনই হয়েছে বেশী। অতীতকে সে জাগিয়ে তুলেছে। উইলিয়মের বাহুর আশ্রয়ে আর সেই অতীতকে ও ভুলতে পারেনা। জেক্সের কাছে যে আঘাত ও পেয়েছে, সে আঘাত আর ও পেতে চায় না। উইলিয়মের সংগে ও'র সম্পর্ক তাই নিরন্তর ও'কে পীড়িত করে তুলছে। আজকাল ঘুরে ঘুরে কেবলই ও'র রু স্ক্রোটের দিনগুলো মনে পড়ে যায়। বেদনাময় স্মৃতিভারে ও জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে। উইলিয়মকে সহজভাবে আর ও বিশ্বাস করতে পারেনা। মনে হয় সে যেন ওর মর্যাদার প্রবল শত্রু। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে, কাজেই একসংগে থাকাই ওদের

পক্ষে স্বাভাবিক—একথা আর ও ভাবতে পারে না। নিজের অবলম্বনহীন অবস্থার কথা চিন্তা করেও মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ঘরের দরজা বন্ধ করে ও কান্নার আবেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

একদিন উইলিয়ম ও'র জন্য একটা জড়োয়া ব্রেসলেট কিনে আনল। ও'র হাতে যখন সে ওটা পরিয়ে দিল ও পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ও'র ভাব দেখে উইলিয়ম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল: "এটা কি তোমার পছন্দ হয়নি।"

ম্যাডেলাইন কিছুতেই যেন উত্তর খুঁজে পেলনা। বহুকষ্টে নিজেকে দমন করে সে বলল: "পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আমার জন্য কেন এত খরচ করছ তুমি? এরকম আর করোনা। আমার তো এসব দরকার নেই। এসব না দিলেও আমি তোমাকে সমানই ভালবাসব।"

কথাগুলো শেষ করে সে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলল। উইলিয়ম অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

ক্ষুব্ধ উইলিয়ম ও'কে কাছে নিয়ে বলল:

"কি হয়েছে তোমার ম্যাডেলাইন?" তুমি কি আমার স্ত্রী নও?"

ম্যাডেলাইন মুখ তুলে চাইল। ও'র ইচ্ছে হলো বলে, "না, আমি তোমার স্ত্রী নই।" কিন্তু বলতে পারল না ও। ও'র স্পর্শ-কাতর সম্মানবোধ ও'র দুর্বিনীত অহংকারকে জাগিয়ে দিল। ও'র মনে হলো উইলিয়ম জোর করে ও'র প্রকৃত অবস্থাটা চাপা দিতে চাইছে। ও'র ইচ্ছে হলো বলে: এবার থেকে আমার খরচটা আমার সামান্য আয় থেকে আমি নিজেই চালাব। কিন্তু কথাটা

বলতে ও'র সাহস হলো না।

কিছুদিন পরে উইলিয়ম ও'কে আবার একটা সুন্দর মখমলের কণ্ঠাভরণ কিনে এনে দিল। ম্যাডেলাইন এবার মৃদু হেসে বলল ঃ "উইলিয়ম, আমি দুঃস্থ নই! নিজের জিনিষগুলো আমাকে নিজেকেই কিনতে দিও। আমার কি দরকার তাতো তুমি জাননা। শুধু শুধু দোকানে গিয়ে ঠকে আসো।"

এরপর থেকে ম্যাডেলাইন নিজেই নিজের জিনিষপত্র কিনত। উইলিয়ম দাম দিতে গেলেই সে কোনো না কোনো ছলে তা'কে বাধা দিত।

ক্রমে রু ছ্য বুলোঁ'র জীবন ও'র কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। যখনই ও'র মনে পড়ে ও উইলিয়মের রক্ষিতা ছাড়া আর কিছুই নয়, তখনই ও'র মনটা উইলিয়মের প্রতি ঘৃণায় ভরে ওঠে। ও ভাবে উইলিয়মও ওকে জেক্সের মত যে কোনোদিন ছেড়ে দিতে পারে। আরো কত দুর্ভোগ ও'র ভাগ্যে আছে কে জানে।

উইলিয়ম প্রায়ই দেখে, কেঁদে কেঁদে ও'র চোখ ফুলে উঠেছে। কেন যে ও এমন করছে তা' সে বুঝতে পারে না। নানারকমের চিন্তা ও'র মাথায় ঘুরতে থাকে ঃ ওর প্রেমে ম্যাডেলাইন কি সন্তুষ্ট নয়? তবে কি সেই প্রথম প্রণয়ীর কথা আবার ও'র মনে জেগে উঠেছে? উইলিয়ম এই সব ভেবে আরো বিমর্ষ হয়ে যায়।

ম্যাডেলাইনের ঔদাসীন্য তা'কে দারুণভাবে আঘাত করে। তা'র মনে হয়, হয়তো সে ম্যাডেলাইনের মন থেকে সরে গেছে, তাই ও'র ঐ ঔদাসীন্য। অনেক সময় সে লক্ষ্য করে, সে হয়তো কিছু বলছে কিন্তু ম্যাডেলাইনের ওর কথায় মন নেই। কি এক গভীর

চিন্তায় ও মগ্ন হয়ে আছে। তার মনটা তখন ওর ওপরে বিষিয়ে ওঠে।

ম্যাডেলাইন অবশ্য বলে ও'র কিছু পরিবর্তন হয়নি। ও'র মন ঠিক আগের মতই আছে। কিন্তু ও'র মুখখানি এমন বিষন্ন হয়ে থাকে যে, দেখলেই মনে হয় ও দারুণ কষ্ট চেপে রেখেছে। উইলিয়ম ও'কে জাগিয়ে তোলার জন্য ও'র হাতে চুমু খেয়ে বলে :

"আমার দূর্ভাগ্য! তুমি আর আগের মত আমাকে ভালবাসনা। আমি তো আর জোর করে তোমাকে ভালবাসাতে পারি না। কিন্তু এত সহজে হয়তো অন্য কোনো মেয়ে আমাকে ভুলতে পারতো না।"

কথাগুলো ম্যাডেলাইনের বুকে বাজে। সে বলে : "তুমি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছ। নিজের অবস্থার কথা যখন ভাবি তখনই আমার কান্না পায়। তুমি যদি সব জানতে তা'হলে এমন করে বলতে না। তুমি সব শোনো—তাহলে আর তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।"

উইলিয়ম অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ে। কিছুতেই সে ও'র কথা শুনতে চায় না। ও'কে বুকে টেনে নিয়ে বারবার সে ওর কাছে ক্ষমা চায়।

বারম্বার ও'দের মধ্যে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রত্যেকবারই মধুরভাবে এর সমাপ্তি ঘটে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ও'রা আবার নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে যায়। এমনি করে উইলিয়মের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে ম্যাডেলাইন আর সম্পূর্ণভাবে তার নেই। ম্যাডেলাইনও কিছুতেই ও'র দূর্দমনীয় অহংকারকে ত্যাগ করতে পারলে না। প্রতি মুহূর্তেই তা'র ভয়

হতে লাগল কখন বুঝি তা'র সম্মানে আঘাত লাগে।

জেক্‌সের ছবিটা সুন্দরভাবে বাঁধিয়ে উইলিয়মের ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে। জামাকাপড ছেড়ে উইলিয়মের পাশে শুয়ে ম্যাডেলাইনের মনে হয় জেক্‌স্ অপলক দৃষ্টিতে ও'র দিকে চেয়ে থাকে। আলো নিভে গেলে উইলিয়মকে চুমু খেতে গিয়ে ও'র মনে হয় জেক্‌সের প্রেতাত্মা ও'র চুম্বনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ও'দের পাশেই সে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। সকালে উঠে ও তাড়াতাড়ি করে পোষাক পরে নেয়। জেক্‌স্ ও'র নগ্ন দেহের দিকে তাকিয়ে আছে। লজ্জায় ও অভিভূত হয়ে পড়ে। জেক্‌সের ছবিটা ও'র মনে কোনো বেদনাই জাগাতে পারে না। ও'র শুধু মনে হয়, যে কলংকিত অতীতকে ও ভুলতে চাইছে, ঐ ছবি যেন তাকে সেই অতীতকে ভুলতে দিচ্ছে না। অতীতের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে ও।

কিন্তু তবু যখন উইলিয়মের সংগে ও'র ঝগড়া হয় তখন ঐ ছবিটাকেই ও'র এ বাড়িতে একমাত্র বন্ধু বলে মনে হয়। ও ভাবে জেক্‌স্ এমন অবস্থায় নিশ্চয় ও'কে ভুল বুঝত না। জেক্‌সের আনন্দোচ্ছল মূর্তি ওর মনে পড়ে যায়। বুকের মধ্যেটা ওর হু হু করে ওঠে। জেক্‌স্ কেমন নির্বিকারভাবে তা'কে ছেড়ে গিয়েছে. সে কথাও ও যেন ভুলে যায়।

আর কিছুদিন এইভাবে চল্‌লে হয়তো ওদের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটত কিন্তু ঠিক এই সময় উইলিয়ম ভিটুই থেকে একটা চিঠি পেল : তা'র বাবা মৃত্যুশয্যায়, তা'কে অবিলম্বে যেতে হ'বে।

আসন্ন বিরহের চিন্তায় ম্যাডেলাইনের মনটা আবার কোমল হয়ে

উঠল। ষ্টেশনে যাবার পথে উইলিয়মের হাতটা সে প্রগাঢ় স্নেহে নিজের হাতে তুলে নিল। ট্রেণে ওঠার সময় নিবিড়ভাবে ও'রা পরস্পরকে চুম্বন করল। উইলিয়ম প্রতিশ্রুতি দিল ওখান থেকে সে চিঠি দেবে এবং যত শীগ্‌গীর সম্ভব প্যারিসে ফিরে আসবে।

পাঁচ

কাউণ্ট দ্য ভিরগু আগেই মারা গিয়েছিলেন। পাছে উইলিয়ম তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে বেশী আঘাত পায় তাই চিঠিতে খবরটা গোপন করা হয়েছিল। মারা যাওয়ার আগের দিন কাউণ্ট নিয়মমত গবেষণাগারে ঢোকেন। রাত্রে খাবার সময়ও তিনি বাইরে এলেন না। জেনেভিএভ এতে কিছু সন্দেহ করেনি। কাউণ্ট প্রায়ই এরকম করেন। খাবার সময় ঘণ্টা বাজিয়ে তিনি খাবার চেয়ে পাঠান। কিন্তু তবু জেনেভিএভের মনটা যেন কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রাত্রে নাচঘরের জানালায় কোনো আলো দেখা যায়নি। এটা অস্বাভাবিক।

ভোর হতেই জেনেভিএভ কাউণ্টের দরজায় গিয়ে কান পাতল। ভেতরে কোনো শব্দ নেই। এমন কি 'বারনারের' হিস্‌হিস্ শব্দটুকু পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। দারুণ উৎকণ্ঠায় সে দরজায় টোকা দিল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে সে শেষপর্যন্ত দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করল। ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। কাউণ্ট কখনো দরজা খুলে রাখেন না। জেনেভিএভ আশ্চর্য হয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েই আতংকে চীৎকার করে উঠল। মেঝের ওপর কাউণ্ট চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। হাত পা'গুলো কঠিন হয়ে গেছে। অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত। সে মুখে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। কাউণ্ট পড়বার সময় মাথায় আঘাত পেয়েছেন। আহত স্থান থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে একপাশে জমে কালো হয়ে আছে।

জেনেভিএভের চিৎকার শুনে বাড়ির অন্য চাকরেরা ছুটে এল। ও'র মত অনুযায়ী তাদেরও ধারণা হলো শয়তানের হাতেই কাউণ্টের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুদেহটাকে তা'রা ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল।

সারা সহরের লোকের বিশ্বাস, কাউণ্ট কোনোরকম পৈশাচিক সাধনা করেন। কাজেই তাঁর মৃত্যুটাকে সকলেই তাঁর সাধনার ফল বলে ধরে নিল।

কিন্তু ডাক্তার এসেই বুঝতে পারলেন কাউণ্টের মৃত্যুর কারণটা কি। কাউণ্টের মুখের টকটকে লাল দাগগুলো দেখে তিনি বুঝলেন কোনো রকম বিষের ক্রিয়ায় তিনি মারা গেছেন। কিন্তু কাউণ্টের ঠোঁটের পাশে হলদে দাগটা দেখে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জেগে উঠল। কোনো বিষে তো এরকম দাগ হয় না! কাজেই তিনি বুঝলেন কাউণ্ট নিশ্চয় তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণার ফলে কোনো নতুন বিষ আবিষ্কার করেছিলেন। সেই বিষের দ্বারাই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ডাক্তার লোকটি সত্যি বিচক্ষণ। কাউণ্টের আত্মহত্যার কথা তিনি চেপে গেলেন। স্বীকৃতিপত্রে লিখলেন: হৃদরোগে কাউণ্টের মৃত্যু হয়েছে। একেই তো সহরে গুজবের অন্ত নেই, তা'র ওপর আবার আত্মহত্যার খবরটা প্রকাশ হয়ে পড়লে লোকে উইলিয়মকে আর বাঁচতে দেবে না। ডাক্তার তাঁর বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে ভেবে ঠিক করলেন ধনী এবং শক্তিমান লোকের স্মৃতিটাকে কলংকিত না হতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে উইলিয়ম এসে পৌঁছুল। বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সে শোকে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ল। বাবাকে ভক্তি না করলেও তা'র

কেমন যেন মনে হতে লাগল, তা'র একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। ও'র ভাবপ্রবণ মন ম্যাডেলাইনের সংগে সম্পর্কের পর থেকে, জীবনের সব কিছুকে বড় করে দেখতে আরম্ভ করেছে। কাজেই আজকে বাবার মৃত্যু সংবাদেও ও'র চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কিছুদিন আগে হলে হয়তো ও এমন করে কাঁদতে পারত না।

সমাধিক্ষেত্র থেকে ফিরে জেনেভিএভ উইলিয়মকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। ও'কে ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্মোন্মাদ বৃদ্ধা বলল যে কাউণ্টকে তা'র পৈশাচিক সাধনা থেকে নিবৃত্ত না করে সে একটা মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে। উইলিয়মকে সে ভয় দেখাল যে বাপের পাপ ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করে ছেলের ওপর প্রতিশোধ নেবে।

এইভাবে ভয় দেখিয়ে সে ও'কে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাল যে ও কখনো ও'র বাবার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করবে না।

উইলিয়মের তখন অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। বুড়ীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য উইলিয়ম তা'র কথা মত প্রতিজ্ঞা করল। কিন্তু বুড়ী তা'র উন্মত্ত প্রলাপের মধ্যেও কাউণ্টের মুখের দাগগুলোর ঠিক বর্ণনা দিয়েছিল! সেই বর্ণনা শুনে ও'র মনেও কেমন একটা সন্দেহ জেগে উঠল।

ঠিক এমন সময় একজন চাকর এসে খবর দিল একজন ভদ্রলোক ও'র সংগে দেখা করতে এসেছেন। তিনি নীচে বসে আছেন। উইলিয়ম নীচে এসে দেখল, ভদ্রলোক সেই ডাক্তার। কাউণ্টের মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা

প্রসংগে ডাক্তার উইলিয়মের সন্দেহটাকে সমর্থন করলেন। তিনি বললেন কানাঘুঁষা বন্ধ করার জন্যই স্বীকৃতিপত্রে প্রকৃত সত্য গোপন করেছেন। কাউণ্ট সত্যিই আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু ছেলেকে এ খবরটা জানানো তাঁর কর্তব্য তাই তিনি ও'র কাছে এসেছেন।

উইলিয়ম তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ডাক্তার তা'কে বাধা দিলেন। গবেষণাগারটা দেখার দারুণ কৌতূহল রয়েছে তাঁর মনে। তিনি বুদ্ধিমান লোক। কাজেই বুঝে নিয়েছেন কৃতজ্ঞ উইলিয়ম কিছুতেই তাঁকে বিমুখ করতে পারবে না।

কাউণ্ট বেঁচে থাকতেও দু'বার তিনি গবেষণাগারে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দু'বারই কাউণ্ট তাঁকে অভদ্রভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

উইলিয়ম চাবিটা এনে তাঁকে উপরে নিয়ে গেল। গাবষণাগারটা দেখাতে ও'র কোনো আপত্তি নেই। ও'র কাছে এ ঘরটা অন্য যে কোনো ঘরের মতই মূল্যহীন।

কিন্তু খুলেই ও চমকে গেল। তিনবছর আগে ও এঘর যেমন দেখেছে তা'র সংগে আজ আর কোনো মিলই নেই। জিনিষপত্রগুলো ভেঙেচুরে তছ্‌নছ্‌ হয়ে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন ঘরের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে।

এই ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে উইলিয়মের বুকটা বেদনায় টন্‌টন্‌ করে উঠল। সে জানে তা'র বাবা কেন এমন করেছেন। একদিন দুর্বল মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা

তাঁকে মনুষ্যত্বহীন করে তুলেছে। বাইরের জগৎটাকে তিনি ঘৃণা করতেন। সব কিছুকেই তিনি একান্তভাবে গোপন রাখতে চাইতেন। তাই জন্যই তিনি তার আবিষ্কারের গোপন তথ্য চিরকালের জন্য সংগোপন করে গেছেন।

ঘরের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে কেবল একটি জিনিষ ধ্বংসের হাত এড়িয়ে গেছে। সেটা কাঁচের দরজা লাগানো সুন্দর একটা আলমারি। আগে ওটা বাইরের ঘরে সাজানো থাকতো।

আলমারিটার মধ্যে নম্বর আঁটা অসংখ্য ছোট ছোট জিনিস সাজানো রয়েছে। শিশিগুলো নানারকম রঙের তরল পদার্থে পূর্ণ। কাঁচের ফুলকাটা দরজাটার ওপর লাল রঙের কোন রকম তৈলাক্ত পদার্থে আঙ্গুল ডুবিয়ে মোটা মোটা করে লেখা "বিষ" !

উইলিয়ম তা'র বাবার কাজ দেখে চমকে উঠল। তা'র মনে হলো বাবা যেন ইচ্ছে করেই এমন সুন্দর জিনিষটা এমন ভয়ংকর ভাবে সাজিয়েছেন। মানুষের প্রতি আন্তরিক ঘৃণায় তিনি জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ভয়ে উইলিয়ম দরজার কাছে পিছিয়ে এল।

ডাক্তার তখন ব্যস্তভাবে ঘুরে সব দেখছেন। সমস্ত খুঁটিয়ে দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। ক্ষুব্ধস্বরে তিনি বলে উঠলেন; "ঈস্; সব ভেঙে নষ্ট করে গেছেন। বদ্ধ পাগল·· ···! ছিঃ ছিঃ !!"

নীচে তখন ভিটুই'এর ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা করছেন।

তিনি কাউণ্টের সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলপত্র পরীক্ষা করতে এসেছেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে বললেন যে, উইলিয়মের সংগে কাউণ্টের সম্পর্কের বিষয়ে সবকিছুই তিনি জানেন। কিন্তু তার জন্য উইলিয়মের উত্তরাধিকার লাভের কোন অসুবিধা হবে না। উইলিয়ম যে কাউণ্টের ছেলে তা' তিনি জানেন। কিন্তু তবু আইন অনুসারে যতক্ষণ না কাউণ্টের উইল দাখিল করা হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর সম্পত্তি সরকারের অধিকারে থাকবে। কারণ হয়তো এ সম্পত্তিতে আরো কোনো দাবীদার থাকতে পারে। উইলিয়মের কাছে মাফ চেয়ে বললেন: "কি করব বলুন, আইন তো মানতেই হবে। আমি আমার কর্তব্য করতে বাধ্য।"

উইলিয়ম ওর কথায় বাধা দিয়ে তখনি কাউণ্টের উইল এবং তাঁকে একমাত্র উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র বার করে দেখাল। উইলিয়ম সাবালকত্ব প্রাপ্ত হতেই কাউণ্ট তাঁকে বৈধ সন্তান হিসাবে আইনের অনুমোদন জানিয়ে, তাঁর সম্পত্তি এবং খেতাবের উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন।

কাগজপত্র দেখে সন্তুষ্ট হয়ে উইলিয়মের কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করে আইনের সেই ক্ষুদ্র প্রতিনিধিটি বিদায় নিলেন। এই ঘটনার পর থেকে লা নোয়ারদে আগন্তুকের ভিড় শুরু হয়ে গেল। উইলিয়ম ওদের শোক প্রকাশ আর সান্ত্বনায় বিরক্ত হয়ে উঠল। কাউণ্ট বেঁচে থাকতে ও'রা ও বাড়িতে মাথা গলাতে সাহস করেনি। উইলিয়ম উত্যক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত

জেনেভিএভের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

কাউণ্ট তাঁর উইলে জেনেভিএভের জন্য বেশ মোটা টাকার ব্যবস্থা করে গেছেন। সেই টাকায় ইচ্ছে হলে সে বাকি জীবনটা না খেটে আরামে কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু বিশ্রাম নিতে সে রাজী হলো না। উইলিয়মও তা'র ঘাড়ে সব ভার চাপিয়ে দিয়ে কর্তব্যের দায় থেকে মুক্তি পেল। তার মনের তখন এমন অবস্থা যে কোনোরকম কাজকর্ম'ই ও'র ভাল লাগত না।

একলা ঘরে বসে ও কেবল ও'র বাবার আত্মহত্যার কথা ভাবত। বারবার ও'র চোখের সুমুখে রক্তাক্ত গবেষণাগারের ধ্বংসস্তূপের ছবিটা ভেসে উঠত। ও'র গভীর ভাবপ্রবণ মন এই সব চিন্তায় বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ও'র মনে হতো এই সময় ম্যাডেলাইন কাছে থাকলে হয়তো ও কিছুটা শান্তি পেত। ম্যাডেলাইনের কথা মনে পড়তেই তাকে পাবার জন্য ও ব্যাকুল হয়ে উঠত। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত ও'র প্রেম উচ্ছসিত হয়ে উঠত। সে সময়ে ও'দের শেষ দিকের কয়েক সপ্তাহের বিষন্ন তিক্ততাও ও ভুলে যেত।

কিন্তু সেচ্ছান্ধ যদি ও না হতো তাহলে ও দেখতে পেত ও'র মনের গোপন কোণে একটি অপরিচিতা মেয়ের সংগে ওর ঐ সম্পর্কের প্রতি একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি আছে। কিন্তু তখন ও'র প্রণয় তৃষ্ণার কাছে সব কিছুই লুপ্ত হয়ে গেছে। যার কাছে অন্ততঃ কয়েক মাসের জন্যও ও ভালবাসা পেয়েছে

তাকেই ও তখন আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

সময় সময় ও'র ইচ্ছে হতো সবকিছু ফেলে দিয়ে এখনি প্যারিসে ম্যাডেলাইনের কাছে চলে যায়। কিন্তু রু ড্য বুলোঁর শেষ কটি দিনের বিষন্ন নিরানন্দ স্মৃতি মনে পড়লেই ও পিছিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ও ম্যাডেলাইনকে ভিটুইএ আসতে চিঠি লিখে দিল।

ম্যাডেলাইন ও'র চিঠি পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। রু ড্য বুলোঁর বাড়িটা ছাড়তে পারলে সে বাঁচে। বাড়িটার চারদিকে সে জেক্সের উপস্থিতি অনুভব করছে। উইলিয়ম চলে যাবার পর পনেরটা দিন তা'র কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

উইলিয়ম তা'র জন্য ম্যানতীসে অপেক্ষা করছিল। ষ্টেশনে বেড়াতে বেড়াতে ও'রা কি ভাবে এখানে নতুন জীবন শুরু করবে তা'র পরামর্শ করতে লাগল।

উইলিয়ম বলল, ম্যাডেলাইন যেন ঐ অঞ্চলে নতুন আগন্তুক এমনিভাবে লা নোয়ারদের বাগানের শেষপ্রান্তে যে বাড়িটায় জেনেভিএভ থাকত সেই বাড়িতে গিয়ে উঠবে। লোকে জানবে বাড়িটা ও ভাড়া নিয়েছে। ওখানে থাকলে ও'দের সব সময় দেখাশোনা করার অসুবিধা থাকবে না, অথচ কেউ ও'দের সন্দেহও করতে পারবে না।

কিন্তু ম্যাডেলাইন রাজী হলো না উইলিয়মের গলগ্রহ হয়ে ও থাকতে চায় না। কাজেই একটা ছুতো করে ও উইলিয়মের প্রস্তাব ত্যাগ করল। বলল লা নোয়ারদের সীমার মধ্যে বাস করলে লোকে ঠিকই সন্দেহ করবে এবং সব

সময় ও'দের চোখে চোখে রাখবে। তা'র চেয়ে লা নোয়ারদের কাছাকাছি কোন বাড়ি ভাড়া করে থাকাই ভাল।

অগত্যা উইলিয়ম তা'র গাড়ীতে একা ফিরে গেল। কথা রইল সব ব্যবস্থা ঠিক করে নিয়ে ম্যাডেলাইন ও'কে ডেকে পাঠাবে।

ম্যাডেলাইনের ভাগ্য ভাল। অবিলম্বেই সে যা খুঁজছিল তা' পেয়ে গেল। ভিট্রুইএ যে হোটেলে সে উঠেছিল সেই হোটেলের মালিকের লা নোয়ারদ থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই একটা ছোট বাড়ি ছিল। এক সময় ভদ্রলোক ঠিক করেছিলেন ওখানে নিজেই বাস করবেন। কাজেই বাড়িটা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়ে তিনি সাজিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে তাঁর সেখানে থাকা সম্ভব হয়নি। তখন বাড়িটা তিনি আসবাবপত্র সমেত ভাড়া দেবেন ঠিক করলেন।

ম্যাডেলাইন তা'র সংগে বাড়িটা দেখতে গেল। বাড়ি দেখে তা'র পছন্দ হয়ে গেল। বাড়িটা একতলা। চারটি ঘর। প্রচুর আলো বাতাস। ধবধবে সাদা দেয়ালে নীল রং করা জানালাগুলো চমৎকার মানিয়েছে। বাগানের বড় বড় গাছগুলো লাল টালীর ছাদের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। বাগানটি পরিষ্কার, বেড়ার ধারের বাহারে পাতার গাছগুলো সুন্দরভাবে ছাঁটা। পেছনের উঠোনে যাবার একটা ছোট দরজা রয়েছে। উঠোনের একপাশে গোয়ালঘর থেকে গরুর জাবর কাটার শব্দ আসছে। তা'র পাশেই মুরগীর ঘরটাতে মুরগীগুলো নানারকম শব্দ করছে।

ম্যাডেলাইন যাতে তখনি উঠে আসতে পারে এজন্য বাড়িওলা তাঁকে সবশুদ্ধ বাড়িটা ভাড়া দিতে রাজী হলেন।

সে বাড়িটা ছ'মাসের 'লীজ' নিয়ে নিল। ভাড়া অত্যন্ত কম। কাজেই সে হিসেব করে দেখল ছ'মাসের ভাড়া এক সংগে দিলেও বাকী টাকায় নিজের খরচ চালাতে তা'র অসুবিধা হ'বেনা। সন্ধ্যের মধ্যেই সে নতুন বাড়িতে উঠে এল। বাড়িটা দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে সে ভাবল, এখানে সে সুখে থাকতে পারবে। বাড়িটা অন্ততঃ তা'র নিজস্ব.........।

ম্যাডেলাইনের চিঠি পেয়ে ন'টার সময় উইলিয়ম এল। খুশীতে ম্যাডেলাইন উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে। সারা বাড়িটা সে ও'কে ঘুরিয়ে দেখাল। বাইরে তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। তবুও সে ও'কে বাগান দেখাতে নিয়ে গেল। গাছগুলো সে একটি একটি করে ও'কে দেখাতে লাগল।

—"এই দেখ, এটা জাম গাছ, এটা ভায়োলেট, এখানটায় মুলোর চাষ হচ্ছে ; আর এইখানটা দেখ—"

অন্ধকারে উইলিয়ম কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ও'কে টেনে নিয়ে সে গলায়, হাতে, চুমু খেয়ে হাসতে লাগল।

ম্যাডেলাইন ও'কে বেড়ার একটা ভাঙা অংশের কাছে নিয়ে গিয়ে গম্ভীরভাবে বলল: "এইখান দিয়ে তোমাকে আসা-যাওয়া করতে হবে কিন্তু। সুমুখের ফটক দিয়ে এলে লোকের নজর পড়বে—বুঝতে পারছ।"

হাসতে হাসতে সে ও'কে ভাঙা ফাঁকটার দিকে ঠেলে দিল।

ফোকরটা দিয়ে যাওয়া আসা করা যাবে কিনা পরীক্ষা করার জন্য উইলিয়ম ওখানে ঢুকল। বহুকষ্টে টানা হেঁচড়া করে বেরিয়ে এসে ও ম্যাডেলাইনকে ধরতে ছুটল। সে ও'র সংগে দুষ্টুমী করেছে। ম্যাডেলাইন বাড়ির দিকে পালাল।

সুখে দিন কাটিতে লাগল ওদের। রুগ্ন বুড়ীর কথা ও'রা প্রায় ভুলেই গেল। উইলিয়মের মনে হতে লাগল ম্যাডেলাইনের সংগে যেন তা'র নতুন পরিচয়। বুদ্ধিতে ভাস্বর, চোখ ঝলসানো রূপের চুম্বকে ও তা'কে প্রবলবেগে আকর্ষণ করছে। আজকাল উইলিয়ম যখন ও'র সংগে শোবার ঘরে ঢোকে ম্যাডেলাইন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ও'র আমন্ত্রণ না পেলে উইলিয়ম কখনো ও'র সংগে রাত কাটায় না। ওর শোবার ঘরের সুগন্ধ তা'কে উত্তেজিত করে তোলে। ঘরটার হাওয়া, ও'র দেহের উষ্ণ মাদক গন্ধে ভারাক্রান্ত! ও ঘরের কোনো কিছুই উইলিয়মের নয়। ম্যাডেলাইনের চটি জোড়াটা কিম্বা রুমালগুলোও তা'র কেনা নয়।

মধুর স্বপ্নের আবেশে তাদের দিন কেটে যায়। ও'দের বর্তমান সুখের জন্য ও'রা পরস্পরকে দায়ী করে। ওরা ভুলে যায় কিছুদিন আগে ঠিক এমনিভাবেই পরস্পরের দুঃখের জন্য ও'রা দুজনে দুজনকে দায়ী করত।

এপ্রিল মাসে বাড়িটা নেওয়ার পর থেকে মাত্র দু একবার সহরতলীতে যাওয়া ছাড়া ম্যাডেলাইন আর কোথাও যায়নি। গ্রামের সবুজ প্রকৃতির মধ্যে ও অসীম আনন্দ খুঁজে পেয়েছে। ফুল ফোটে, ফল পাকে—ও মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। ও'র মনে হয় পৃথিবী ও'র সুমুখে রূপের পশরা খুলে ধরেছে।

মাঝে মাঝে ছেলেমানুষের মত ও'রা গাছের আড়ালে, ফার্ণের নিবিড় কুঞ্জেও লুকোচুরী খেলে। উইলিয়ম ও'কে খোঁজার ভান করে ছুটোছুটি করে। তা'রপর ও'কে ধরে ফেলে জোর করে মাটিতে শুইয়ে ফেলে। তা'র কামনায় উষ্ণ অধর ও'র অধরের ওপর নেমে আসে। মখমলের মত নরম ঘাসে ঢাকা মাটি ও'দের পালংকে পরিণত হয়। ম্যাডেলাইনের মেঘের মত ঘন চুলের গোছা এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে;—জামার মধ্যে থেকে ও'র পীণবক্ষ গিরিশিখরের মত উদ্ধত হয়ে ওঠে।

গ্রীষ্ম গেল—শরৎ এল। চারিদিক ঘন মেঘে আঁধার হয়ে এল। দুরন্ত ঠাণ্ডা বাতাস ও'দের ঘিরে উন্মত্ত আবেগে ফুঁসে উঠতে লাগল। ঝরাপাতায় পৃথিবীর সবুজ বুক হলুদ হয়ে উঠল। নিস্পত্র গাছগুলো কংকালের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

উইলিয়ম তা'র হৃদয়ে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করতে লাগল। ম্যাডেলাইন আপনমনে ঝরাপাতার স্তূপ মাড়িয়ে পথ চলে। উইলিয়ম নিস্তব্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

অনেক ভেবেচিন্তে উইলিয়ম ঠিক করল ম্যাডেলাইনকে তার আইনসংগতভাবে বিয়ে করা দরকার। সেদিন ম্যাডেলাইন মালীর ছেলেটিকে নিয়ে খেলা করছিল। চেয়ে চেয়ে উইলিয়মের হঠাৎ মনে হলো ম্যাডেলাইনও তো যে কোনোদিন মা হতে পারে। কিন্তু ও'দের সন্তানকেও তো সকলে জারজই বলবে!

ঐ চিন্তা ও'র মনটাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। নিজের

সিদ্ধান্তটাকে কাজে পরিণত করার জন্য ও ব্যস্ত হয়ে উঠল। শীত আসন্ন। পথে তুষার জমবে। দারুণ ঠাণ্ডায় বরফের স্তূপ ঠেলে ও'কে ম্যাডেলাইনের কাছে আসতে হ'বে। তা'র চেয়ে যদি লা নোয়ারদের ঘরের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে ও'রা শীতের নিরানন্দ দিনগুলো কাটাতে পারে, তাহলে সত্যি ভাল হয়!

উইলিয়ম ঠিক করল ম্যাডেলাইনকে নিজের মত জানাবে। কিন্তু কি এক অজানা ভয়ে ও বলি বলি করেও পিছিয়ে যেতে লাগল। গত ক'মাস একটিবারও ও ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি। বর্তমানকে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু এখন আবার ও'র মনে ভবিষ্যতের ভাবনা জেগে উঠল। কিন্তু কেন যে ও ম্যাডেলাইনকে ও'র কথা বলতে পারছেনা তা' ও নিজেই বুঝতে পারল না। হয়তো ও'র দুর্বল প্রকৃতি ওকে বাধা দিচ্ছে, হয়তো বা অপরিচিত একটি তরুণীকে আজীবনের সংগিনীরূপে স্বীকার করতে ও ভয় পাচ্ছে! যে কারণেই হোক, প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজের মনের কাছেই ও বাধা পেতে লাগল। অনেকদিন ও বেড়াতে বেড়াতে বলবে ঠিক করে ম্যাডেলাইনকে নিয়ে বনে বেড়াতে গেছে। কিন্তু সেখানে পত্রহীন গাছগুলোর মুমূর্ষু মূর্তি, শীতের বিষন্ন আকাশ, ও'র মনটাকে ভারী করে তুলেছে। কোনো কথা না বলে ও ফিরে এসেছে।

সেদিন উইলিয়ম যখন ম্যাডেলাইনের কাছে গেল সে তখন চুপ করে বসে বসে আপনমনে একটা সরু ডাল ভাঙ্গছে। তা'র গলায় একটা ভারী রেশমী স্কার্ফ জড়ানো।

মস্ত ঘেরওলা স্কার্ট'টা পায়ের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। কি এক গভীর চিন্তায় সে যেন মগ্ন হয়ে রয়েছে। ঘন মেঘে আকাশটা থম্‌থম্‌ করছে। আকাশের দিকে চেয়ে ম্যাডেলাইন অকারণেই কেঁপে উঠল। উইলিয়ম হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ও'কে বুকে টেনে নিল। ও'র কানের ওপর মুখ রেখে সে মৃদুকম্পিত কণ্ঠে বিয়ের প্রস্তাব করল।

বিস্ময়ে চমকে উঠল ম্যাডেলাইন। উইলিয়মের কথা শেষ হলে সে শান্তস্বরে ধীরে ধীরে বলল :

"যেমন আছি তেমনি থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল। আমি এতেই সুখী। বিয়ে আমাদের জন্য নয়। কে জানে হয়তো ও'তে আমরা অসুখীই হয়ে উঠব। হয়তো ঐ করুণার জন্য তুমি একদিন দুঃখ করবে, সেদিন তুমি আর কিছুতেই আমাকে আজকের মত ভালবাসতে পারবে না।"

কিন্তু উইলিয়ম তবু ছাড়ছে না দেখে ও শুধু সংক্ষেপে বলল : "না, উইলিয়ম, আমি রাজী নই, আমার ভয় করে!" নিজের শেষ কথাগুলোর কঠোরতা ও'র নিজেরই কানে বাজলো। কিন্তু উইলিয়মের প্রস্তাব হঠাৎ কেন যে ও এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করল তা' ও নিজেই বুঝে উঠতে পারলো না।

ও'র মনটা দারুণ ক্ষোভে ভরে উঠল। উইলিয়ম যেন অসম্ভব কিছু চেয়েছে। কোনো বিবাহিতা মেয়েকে তা'র প্রণয়ী নির্লজ্জ ব্যভিচারের জীবনযাপন করতে অনুরোধ করলে সে যেমন চমকে ওঠে, ম্যাডেলাইনও তেমনি চমকে উঠল।

ও'র কথায় উইলিয়ম অত্যন্ত আঘাত পেল। কিন্তু

ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজেকে সে সাম্‌লে নিল। বারম্বার ও'কে সে অনুরোধ করতে লাগল। ও'কে বুকে টেনে নিয়ে সে ও'র সুমুখে ভবিষ্যতের রঙীন ছবি তুলে ধরল। আবেগভরা কণ্ঠে ও বলল ঃ

"তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, ম্যাডেলাইন। তোমাকে আমার চাই-ই চাই। যদি তুমি রাজী না হও তাহলে বুঝব তুমি আমাকে ভালবাস না। তুমি জাননা তোমাকে আমার কতখানি প্রয়োজন। তুমিই আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ—একমাত্র আশ্রয়। আমার যা' কিছু আছে সবই তোমার, জানি এতেও তোমার উপযুক্ত মূল্য হয় না। বিয়ে হলেই যে আমরা পরস্পরকে বেশী ভালবাসব তা নয়। তবু আইনের স্বীকৃতির জন্য ওটা দরকার। ভেবে দেখ, তুমি তো শুধু ম্যাডেলাইন নও, তুমি কাউণ্টেস ছ্য ভিরগু! পৃথিবীর সকলে জানে আমি তোমাকে ভালবাসি। সে ভালবাসাকে তুমি স্বীকৃতি দাও।"

দারুণ আবেগে উইলিয়মের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। নির্বাক ম্যাডেলাইন পাথরের মত বসে আছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে কঠিন স্বরে বলল ঃ "কিন্তু যার সম্বন্ধে কিছুই তুমি জাননা তা'কে কি করে তুমি বিয়ে করবে? তাহলে আগে শোন আমি কে, কোথা থেকেই বা এসেছি, তোমার সংগে দেখা হওয়ার আগে আমি কি ছিলাম!"

উইলিয়ম উন্মত্ত আবেগে ও'র মুখ চেপে ধরে বলল ঃ "না, না, আমি কোনো কথাই শুনতে চাইনা। তোমাকে আমি ভালবাসি। আমি জানি তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল,

তুমি আমার চেয়ে অনেক সরল। অমি জানি তুমি কোন অন্যায় করতে পার না ম্যাডেলাইন। অতীতকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করছি।"

অজস্র চুম্বনে উইলিয়ম ও'র প্রতিবাদ থামিয়ে দিল। কিন্তু ম্যাডেলাইন আজ সব কথা বলবেই। নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ও বলল ঃ "ছেলেমানুষের মত কথা বলো না উইলিয়ম। আমার যা' বলার আছে তোমাকে আজ শুনতেই হবে। তোমার প্রচুর ঐশ্বর্য—যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি। বয়সেও তুমি তরুণ। আজ না বললেও একদিন হয়তো তোমার মনে হ'বে ঐ সবের লোভে আমি তোমাকে বিয়ে করেছি। আমি গরীব, আমার কিছুই নেই। বিশ্বাস করো উইলিয়ম, আমার এই গর্বটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু টাকার লোভে বিয়ে করেছি, ভবিষ্যতে এ বদনাম নিতে রাজী নই। আমি আমার কথা স্পষ্টই বলছি। রক্ষিতা হিসাবে আমাকে হয়তো তোমার ভাল লাগছে, কিন্তু বিয়ে করলে একদিন তোমার হয়তো মনে হবে আমার বদলে অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে তুমি প্রচুর যৌতুক পেতে। তখন আমাকে তোমার অযোগ্য বলে মনে হ'বে।"

ম্যাডেলাইনের কথাগুলো শুনে উইলিয়মের চোখে জল এল। কিন্তু ও'র দৃঢ়তা উইলিয়মের কামনাকে আরো বাড়িয়ে দিল। ছেলেমানুষের মত সে ও'কে অনুনয় করতে লাগল।

ও'কে যে তা'র কত প্রয়োজন সেই কথাই সে বারবার করে বলতে লাগল। তা'র করুণ কোমল কণ্ঠের মিনতি

ম্যাডেলাইনকে ক্রমে দুর্বল করে ফেলল।

উইলিয়ম বলল: "তুমি তো স্বাধীন, তবে কেন তুমি আমার জীবন সুখময় করে তুলতে রাজী হোচ্ছ-না ?"

"স্বাধীন ? হ্যাঁ, স্বাধীন তো বটেই"। ম্যাডেলাইন নীচু গলায় আপনমনে বলল।

"তবে ? আর কি আপত্তি তোমার থাকতে পারে ?" উইলিয়ম প্রশ্ন করলো। "অতীত ? অতীতকে ভুলে যাও। যদি কারুকে তুমি আগে ভালবেসে থাক তা'কে ভুলে যাও। মনে কর তুমি বিধবা !"

"বিধবা !"—ম্যাডেলাইনের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। একমূহুর্তে তা'র সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। সারা দেহটা তা'র শিউরে উঠল।

"অন্ধকার হয়ে আসছে—চল বাড়ি যাই। কাল তোমায় আমার মত জানাব।" মৃদু স্বরে ও বলল।

ওরা যখন বাড়ি পৌঁছুল তখন আকাশ কালো হয়ে উঠেছে। গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

যাবার আগে ম্যাডেলাইনকে বুকে টেনে নিয়ে উইলিয়ম চুমু খেল। ম্যাডেলাইন একটিও কথা বলতে পারল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উইলিয়ম পথে বেরিয়ে পড়ল।

উইলিয়মের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ম্যাডেলাইনের রাত কেটে গেল। উইলিয়ম যে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারে এ ও কোনোদিন মনে ঠাঁই দেয়নি। কিন্তু কেন যে ও তা'কে

প্রত্যাখ্যান করল তা ও কিছুতেই ভেবে পেলনা।

এতে ভয়ের কি থাকতে পারে? কেন ও বিয়ে করবে না? সত্যি কি ও স্বাধীন নয়? সারারাত অনিদ্রায় ও কেবল এই কথাগুলোই ভাবতে লাগল।

কিন্তু সত্যকে যদি ও স্বীকার করত তাহলে ও দেখতে পেত সত্যি ও স্বাধীন নয়। জেক্‌সের স্বামীত্বকে ওর মন এখনও অস্বীকার করতে পারেনি। উইলিয়মের কাতর অনুনয়ের মধ্যেও বারবার তার জেক্‌সের কথা মনে পড়েছে। কিন্তু ও'র এই মানসিক দাসত্ব ও'কে যেন ক্ষেপিয়ে তুলল। ওর ওপর জোর ফলাবার জেক্‌সের কি অধিকার আছে? সে মরে গেছে। ও'র কাছে তা'র কোনো কিছুই পাওনা নেই—না, এমন কি সামান্য একটু কৃতজ্ঞতাও নয়। অতীত প্রণয়ীর অনাহুত আত্মার সংগে যুদ্ধ করার জন্য ও হিংস্র হয়ে উঠল। তা'কে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে হ'বে! ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। মুক্তি—পূর্ণ মুক্তি চায় ও। ও'র মনে হলো হয়তো উইলিয়মকে বিয়ে করলেই ও জেক্‌সের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

মনস্থির করে ভোরের দিকে ও ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমিয়ে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখল। ও দেখলঃ ও'দের বিয়ের দিনে সমুদ্রের কালো জলের মধ্যে থেকে জেক্‌সের প্রেতাত্মা উঠে এসে ও'র স্বামীর বুক থেকে ও'কে ছিনিয়ে নিচ্ছে।

মনে আশা নিয়ে সকাল বেলা উইলিয়ম এসে দেখে ম্যাডেলাইন তখনও ঘুমুচ্ছে। ও'র সারাদেহে ক্লান্তির কালো ছায়া। ঘুম

ভাঙ্গতেই ও উইলিয়মের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ও বলল : "উইলিয়ম তোমাকে আমি ভালবাসি। আমি রাজী.........!"

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে উইলিয়ম ও'কে নিবিড় বাঁধনে বুকে চেপে ধরল। অজস্র চুম্বনে ও'রা পরস্পরের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিল।

সারাদিন উইলিয়ম বিয়ের যোগাড়যন্ত্র করতে ব্যস্ত হয়ে রইল। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা যখন সে জেনিভিএভকে বলল যে শিগগিরই সে গির্জাতে নবাগতা একটি মেয়েকে বিয়ে করছে, তখন জেনেভিএভ তা'র দিকে কেমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চেয়ে তিক্তকণ্ঠে বলল : "হুঁ, এইবার সময় হয়ে এসেছে।"

ও'র কথা থেকে উইলিয়ম বুঝে নিল তা'দের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। হয়তো এ. অঞ্চলের সব লোকই জেনেছে। বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলার জন্য সে ব্যগ্র হয়ে উঠল।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় চুপিচুপিই ও'দের বিয়ে হয়ে গেল। পথের বেকারের দল শুধু দেখল ও'দের গাড়ী গীর্জা থেকে বেরুচ্ছে। লা নোয়ারদে ফিরে ওদের সাক্ষীদের নিয়ে ও'রা খাওয়াদাওয়া করল। তারপর চিরদিন একসংগে বাস করার জন্য ওরা সেই প্রকাণ্ড থমথমে প্রাসাদে প্রবেশ করল।

ছয়

বিয়ের পর চারটি বছর লা নোয়ারদে ও'দের সুখেই কাটল। প্রায়ই ও'রা পরিকল্পনা করত ইতালী কিংবা জার্মাণীতে গিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপন করে আসবে। কিন্তু তা কল্পনাই থেকে যেত। যাওয়া আর হয়ে উঠতনা। ও'রা ভাবত সুখ যখন ও'দের ঘরের মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে তখন আর তা'র সন্ধানে অত দূরে যাবার দরকার কি। সহরের প্রতি ও'দের কোনো আকর্ষণ ছিল না। রু ছ্য বুলোঁর শেষ সপ্তাহের স্মৃতি, সহরের প্রতি ওদের ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। কাজেই এই ক'বছর ও'রা প্যারিস মাড়ালও না। ও'রা ভাবল কর্ম্মমুখর পৃথিবী থেকে দূরে এই নিবিড় নির্জ্জনতার মধ্যে থাকলে ও'রা দুঃখ দুর্বিপাকের হাত এড়িয়ে যেতে পারবে।

ম্যাডেলাইন ক্রমে আবার সজীব হয়ে উঠল। ও'র বর্ত্তমানের খ্যাতি-প্রতিপত্তি অতীতের লজ্জাকে মুছে দিল। কোনো কিছুরই অভাব নেই ও'র। উইলিয়মের স্ত্রী, কাজেই ঐশ্বর্য্যের ও'র সীমা নেই। লা নোয়ারদের গভীর স্তব্ধতা ও'র ভাল লাগল। জাঁকজমক ও পছন্দ করেনা। তাই স্বামীকে ও শ্যাটোটাকে নতুন ধরনে সাজাতে মানা করল। শুধু দোতলায় ওদের শোবার ঘরটা আর নীচের তলার খাবার ঘর আর বৈঠকখানাটা নতুন করে ও'রা সাজিয়ে

নিল। এই চার বছরে একবারও ও'রা বাড়ির ওপর তলায় অথবা অলিন্দের পাশের ঘর গুলোতে পা' দিল না।

আবহাওয়া যখন ভাল থাকত তখন ও'রা বাগানে বেড়াত। শীতকালে প্রকাণ্ড বৈঠকখানাটাতেই ও'দের দিন কেটে যেত। ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মে ও'দের দিন কাটতে লাগল। এই জীবনেই ও'রা সন্তুষ্ট। কাজেই দৈনিক কর্মসূচীর কোনো পরিবর্তন ও'রা করত না। কিছুই করার নেই—কাজেই হাতে ওদের অখণ্ড অবসর। শীতে, গ্রীষ্মে, ঘরে-বাইরে কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। নিঃসংগতাই ও'দের কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে উঠল।

লা নোয়ারদের গাড়ীটা অবশ্য ঐ অঞ্চলের লোকেরা প্রায়ই দেখতে পেত। কিন্তু গাড়ী করে ওরা কখনো বেশী দূর যেত না। প্রায়ই ওরা সেই ছোট্ট বাড়িটা, যেখানে ম্যাডেলাইন ভাড়া ছিল, সেখানে বেড়াতে যেত। বাড়িটাকে নিজেদের দখলে রাখার জন্য বিয়ের সময় উইলিয়ম ওটা কিনে নিয়েছিল। চাকরদের ওপর কড়া হুকুম ছিল ওরা যখন ওখানে যাবে তখন কেউ যেন ওদের বিরক্ত করতে না যায়। প্রায়ই ও'রা দুজনে ওখানে গিয়ে রাত কাটাত।

সেই রাত্তিরগুলো ও'দের কাছে এক নতুন জীবনের স্বাদ বহন করে আনত। অতীতকে ও'রা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেত।

বিয়ের প্রথম বছরেই ম্যাডেলাইনের একটি মেয়ে হলো। উইলিয়ম আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। ম্যাডেলাইন তো এখন আর তার রক্ষিতা নয়—বিবাহিতা স্ত্রী। কাজেই মেয়ে

যেন তা'র কাছে ঐশ্বর্য আর সম্মানের প্রতীক হয়ে উঠল। ও'কে সে ভগবানের আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করল।

স্যাটোর সুমুখেই একটি চাষী পরিবার বাস করত। শিশুটিকে চাষীর বৌএর কাছে দেওয়া হলো। চাষী বৌএর বুকের দুধে ছোট্ট লুসি বড় হতে লাগল। প্রত্যহ পরস্পরের হাত ধরে ম্যাডেলাইন আর উইলিয়ম মেয়েকে দেখতে যেত।

একটু বড় হয়েও অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ লুসি তার স্নেহশীলা পালিকা মায়ের কাছেই কাটাত। মা বাবাকে দেখলে সে খুশী হতো বটে কিন্তু না দেখতে পেলেও কান্নাকাটি করত না। মাঝে মাঝে ও'রা লুসিকে ও'দের সেই ছোট্ট বাড়িটায় নিয়ে যেত। ও'র হালকা পদধ্বনি,—ও'র কলহাস্য সেই স্মৃতিবহুল বাড়িটাকে নতুন আনন্দে ভরিয়ে তুলত। লুসি সংগে থাকলে ম্যাডেলাইনের মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকত। মাতৃত্ব ও'র মনের অস্থির চাঞ্চল্যকে দমন করেছিল। ও'র প্রকৃতিগত কঠোরতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছিল। ও'র মাথার চুলগুলো তামার সুক্ষ্ম তারের মত ঘাড়ের কাছে জড়ানো। দেহে ও'র লাবন্যের জোয়ার এসেছে। মুগ্ধ বালিকা ম্যাডেলাইন আজ অভিজ্ঞা নারীতে পরিণত হয়েছে।

ম্যাডেলাইনের সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে এখন স্থৈর্য আর মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উইলিয়ম তা'র ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তা'র কাছ থেকেই উইলিয়ম শক্তি সংগ্রহ করে—কর্মে উদ্দীপনা লাভ করে। ম্যাডেলাইনের অনাবৃত বুকে মাথা রেখে ও শুয়ে থাকে। ও'র মনে হয়

তার হৃদপিণ্ডের তালে ও'র নিজের জীবনের সুর বাঁধা রয়েছে। তা'র শান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে ও নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। ও জানে ম্যাডেলাইনকে বাদ দিয়ে ও'র নিজের কোনো অস্তিত্বই নেই। ও'র নবজাত পৌরুষ ও'কে গর্বে ভরিয়ে তোলে।

লুসির জন্মের পর কয়েক বছর সুখেই কাটল। ম্যাডেলাইনের ইচ্ছাই উইলিয়মের নীতি। ও'র সমস্ত কাজকর্মের পরিচালক ম্যাডেলাইন। লুসিকে মাঝে মাঝে নিয়ে ওরা যখন বাগানে বেড়াত তখন মনে হতো লুসিই হচ্ছে ওদের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র।

শীতকালের দীর্ঘ সন্ধ্যা ও'দের জেনেভিএভকে নিয়ে কাটাতে হতো। এত বয়সেও বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি জেনেভিএভের। ও'র শুষ্ক কঠিন দেহে উগ্র ধর্মোন্মত্ততার ছাপ উজ্জ্বল হয়ে আছে। ও'র তীক্ষ্ণ নাক, চাপা ঠোঁট, হলদে পার্চমেণ্ট কাগজের মত চামড়ার ওপর অজস্র বলীরেখা, ও'র মুখখানাকে বীভৎস মুখোসের মত ভয়াবহ করে তুলেছে।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা খাওয়া দাওয়ার পর সে ওদের সংগে বৈঠকখানায় গিয়ে বসত। ওখানে বসে প্রকাণ্ড বাই-বেলটা খুলে সুর করে পড়ত। ও'র নিরস রুক্ষ কণ্ঠস্বরে সেই প্রকাণ্ড থমথমে বাড়িটায় যেন শ্মশানের ভীষণতা নেমে আসত।

মাঝে মাঝে ম্যাডেলাইনের, ও'র বাইবেল পাঠ অসহ্য বোধ হ'তো। তা'র মনে হতো জেনেভিএভ যেন তা'কে উদ্দেশ্য করেই এগুলো পড়ছে। জেনেভিএভের ভগবান নিষ্করুণ,

প্রতিহিংসাপরায়ণ। 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টের' রক্তাক্ত ভয়ংকর অংশ গুলোই ও বিশেষ পরিতৃপ্তির সংগে আবৃত্তি করত। জেনেভিএভ ভাবত পাপীকে জীবন্ত দগ্ধ করা অথবা পাথর ছুঁড়ে মারাটাই একমাত্র ধর্ম। নিজেকে ও ভগবানের নিয়োজিত জল্লাদ বলেই মনে করত।

ম্যাডেলাইন ওর বিষাক্ত তিক্ততায় কেঁপে উঠত। মাত্র একবছর সে পাপের মধ্যে ডুবে থেকেছে। কিন্তু এখন উইলিয়মের ভালবাসা তা'কে সে পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। এর পরও কি ভগবান তা'কে ক্ষমা করবেন না? যৌবনের একটা ভুলের জন্য তাকে কি সারাজীবন শাস্তিভোগ করতে হ'বে?

একদিন শোবার সময় উইলিয়মকে সে বলল ঐ বুড়ীকে দেখলে তা'র ভীষণ ভয় করে।

উইলিয়ম হেসে বলল: "ভয় কি? ও পাগল হয়ে গেছে— ওর কথায় কান দিও না। ছোট বয়সে আমিও ঐ বাইবেলটা দেখলেই ভয় পেতাম। কিন্তু এখন অভ্যাস হয়ে গেছে……।"

ম্যাডেলাইন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: "কিন্তু আমি ও'র মরাকান্না সহ্য করতে পারি না। আমার ইচ্ছে করে ও'কে তাড়িয়ে দিই……।"

উইলিয়ম আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল: "না, ও বেচারীর প্রতি এতটা নির্দয় হয়োনা ম্যাডেলাইন। চিরকাল ও আমাদের এখানে আছে। সংসারের ও একটা অংগ হয়ে উঠেছে। ওর ওপর রাগ করেনা। তাছাড়া দেখ বেচারী বুড়ী হয়ে গেছে, কিন্তু তবু এখনো আমাদের সব কাজকর্ম ও নিজে করে দেয়।

বরং তুমি যদি একটু সদয় ব্যবহার করো তাহলে হয়তো ও বদলে যাবে।”

জেনেভিএভ’কে নিয়ে প্রায়ই ওদের এমনি আলোচনা হতো। বিয়ের প্রথম ক’টা বছর এমনি ভাবে কেটে গেল। ম্যাডেলাইনের মনে কোনো দুঃখ ছিল না। শুধু জেনেভিএভকে নিয়েই মাঝে মাঝে তা’কে অশান্তি ভোগ করতে হতো।

জান্নুয়ারী মাসের শেষ দিকে উইলিয়মকে বিশেষ কাজে একবার ম্যানতীস যেতে হলো। উইলিয়ম বলে গেল সন্ধ্যেবেলা ফিরবে।

সন্ধ্যেবেলা খাওয়া দাওয়ার পর জেনেভিএভ তা’র নিয়মমত বাইবেল নিয়ে বসল। পাতা উল্টতে উল্টতে যে অংশটা তা’র ভাল লাগত সেখানটাই সে পড়ত। ‘নিউ টেষ্টামেণ্টের’ মুক্তির আশ্বাসে ভরা কোমল কাব্যের ঝংকার তা’র ভাল লাগত না। তাই সে ‘ওল্ড টেষ্টামেণ্ট’ থেকেই পড়ত। কিন্তু আজ হঠাৎ প্রভুর চরণে ক্রন্দনরতা মেরী ম্যাগদালীনের করুণ বর্ণনা তা’কে মুগ্ধ করল। অস্বাভাবিক শান্ত করুণ কণ্ঠে সে পড়তে লাগল: পতিতা মেরী পতিতপাবনের পদতলে নিজের বহুমূল্য আতর ঢেলে দিচ্ছে···নিজের নিবিড় কেশদামে সে তাঁর পা’ মুছিয়ে দিচ্ছে!

জেনেভিএভের সংগে একা থাকতে ম্যাডেলাইনের অস্বস্তি হচ্ছিল। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে অধীরভাবে ও উইলিয়মের প্রতীক্ষা করছিল। জেনেভিএভের ওপর মনে মনে সে অত্যন্ত রেগে ছিল। কিন্তু ও’র মুখে অনুতপ্ত অপরাধীর প্রাণস্পর্শী

বর্ণনা ম্যাডেলাইনের হৃদয়ে আজ তীব্র আবেশ সঞ্চার করল।

মথিত হৃদয়ের অশ্রুধারার মত কাব্যের মধুর ছন্দ সেই শান্ত ঘরের মধ্যে ঝরে পড়তে লাগল। ম্যাডেলাইনের মনে হতে লাগল বাইবেলের কথাগুলো যেন তা'রই উদ্দেশ্যে বলা। এই প্রেম এবং বেদনার কবিতাটিতে যেন তা'র নিজের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সে পাপী—কিন্তু দয়ালু উইলিয়ম তাকে ক্ষমা করেছে।

শুনতে শুনতে মনটা তা'র অনির্বচনীয় মাধুর্যে কানায় কানায় ভরে উঠল। ঐ কবিতাটির মধ্যে সে নিজের মুক্তির খবর পেয়েছে। প্রভু নিজে তাকে বলছেন: সে ভালবেসেছে। সে কেঁদেছে, কাজেই ক্ষমা সে পাবে।

তা'র অতীতের ভয় লুপ্ত হয়ে গেল। জেক্‌সের প্রতি মোহ নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেল। আগুন নিভে গেছে—যে ছাইটুকু পড়ে ছিল ক্ষমার সকরুণ নিঃশ্বাসে তাও কোথায় উড়ে গেল।

ম্যাগদালীনের মত সেও প্রেমের স্পর্শে পবিত্র হয়ে উঠল। তা'র মনে হলো সে যেন ঐ পুরাতন ভৃত্যের মুখে চরম ক্ষমার বাণী শুনছে। প্রভু তা'কে ক্ষমা করে বলছেন: "যাও আর কক্ষণো পাপের পথে যেও না।" ম্যাডেলাইনের চোখ দু'টি অশ্রুতে ভরে উঠল। মুখে অন্তরের মাধুর্যঢালা হাসি নিয়ে সে বলল:

"কি অদ্ভুত কাহিনী, জেনেভিএভ! তুমি চমৎকার পড়েছ, আমার বড় ভাল লেগেছে! আবার একদিন তোমার কাছে এই কবিতাটি শুনব!"

জেনেভিএভ কঠিন দৃষ্টিতে তা'র দিকে তাকাল।

ম্যাডেলাইন বলতে লাগল: "এই কাহিনীগুলো 'ওল্ড টেস্টামেণ্টের' নিষ্ঠুর হিংস্রতার চেয়ে কত ভাল। প্রভু হতভাগ্য নারীর দুর্বলতা বুঝে তাকে ক্ষমা করলেন! ওঃ!"—ও'র অন্তর মধুর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল!"

জেনেভিএভ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তরুণী কাউণ্টেসের আবেগ তা'র মোটে ভাল লাগল না। ম্যাডেলাইনের মুখের দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে ও সশব্দে বইটা বন্ধ করে বলল: "কিন্তু ভগবান কখনোই ক্ষমা করবেন না!"

তা'র নিষ্ঠুর কথাগুলো ম্যাডেলাইনের মুখে যেন চাবুক মারল। জেনেভিএভের জ্বলন্ত দৃষ্টির সুমুখে ও ভয়ে কুঁকড়ে গেল। ও'র মনে হলো, তাহলে আমার আশা কোথায়? কেমন করে আমি ক্ষমা পাব?

মনের এই আতংককে তাড়াবার জন্য ও প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের আগুনের শিখায় দেয়ালের গায়ের চলমান বীভৎস ছায়াগুলোকে ও'র যেন নারকীয় শক্তিতে শক্তিমান বলে মনে হতে লাগল! অর্ধোন্মাদ জেনেভিএভের উপস্থিতি ও'কে আরো আতংকগ্রস্ত করে তুলল। উইলিয়মের ফিরে আসার জন্য ও ব্যাকুল হয়ে উঠল।

সাত

বাইরে থেকে একটা শব্দ পেয়ে জেনেভিএভ জানলার কাছে উঠে গিয়ে বলল : "উইলিয়ম আসছে।"

এতক্ষণ ম্যাডেলাইন প্রবল আগ্রহ নিয়ে উইলিয়মের প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু জানালা দিয়ে গাড়ীর আলোটা চোখে পড়তেই ও যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। অজানা আশংকায় মনটা ও'র ভরে উঠল।

দরজাটা সশব্দে খুলে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে উইলিয়ম ঘরে ঢুকল। টুপীটা কোণের একটা সোফার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে উইলিয়ম বলে উঠল : "আশ্চর্য ব্যাপার ম্যাডেলাইন ! কা'র সংগে দেখা হলো জান ?"

ম্যাডেলাইন আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল। উইলিয়মকে সে কখনো এত উত্তেজিত হতে দেখেনি। বুকটা ও'র দুর দুর করে উঠল।

"তুমি ভাবতেও পারবে না ! আশ্চর্য ব্যাপার ! যদি আন্দাজ করতে পারো তো দশ হাজার টাকা দেব তোমাকে......" উইলিয়ম হাসতে লাগল।

"কি করে ব'লব ?" শান্তভাবে ম্যাডেলাইন বলল। "হঠাৎ কা'কে দেখে তোমার এত আনন্দ আমি বুঝতে পারছিনা।"

"একজন বন্ধু......"

"বন্ধু...?" ম্যাডেলাইন চমকে উঠল।

অধৈর্য উইলিয়ম ম্যাডেলাইনের একটা হাত নিজের হাতে

তুলে নিয়ে বলল: "হ্যাঁ গো—বন্ধু…একমাত্র বন্ধু…জেক্স্! জেক্সের সংগে দেখা হলো!"

ম্যাডেলাইনের মুখ থেকে একটি শব্দও বেরুল না। ও'র মুখখানা একমুহূর্তে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল।

"জেক্স্ মারা যায় নি…?" বিহ্বলভাবে সে প্রশ্ন করল। উইলিয়ম হোহো করে হেসে উঠল।

"জেক্স্ মারা যাবে? শয়তান ছেলে ও! সে অনেক ব্যাপার—" তোমাকে সব বলব' পরে। ষ্টেশনে ও'কে দেখে প্রথমে আমিও তো চমকে উঠেছিলাম। ভাবলাম বুঝি ভুত দেখছি…!"

ম্যাডেলাইনের হাতটা উইলিয়ম ছেড়ে দিল। বিস্ময়ে বিহ্বল ম্যাডেলাইন নির্বাক হয়ে বসে রইল। জেনেভিএভের কথাগুলো তা'র মনে পড়তে লাগল: "ভগবান ক্ষমা করবেন না।"

জেনেভিএভ ঠিকই বলেছে—ভগবান ক্ষমা করেন নি…! পলকহীন চোখে ও বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

উইলিয়ম জেনেভিএভের দিকে চেয়ে বলল: "লাল রংকরা ঘরটা গুছিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর, জেক্স্ ঐ ঘরে থাক্বে! অগ্নিকুণ্ডে আগুনটা জ্বেলে দিও!"

"ম'সিয়ে জেক্স্ বোধহয় কাল আসবেন?" জেনেভিএভ প্রশ্ন করল।

ম্যাডেলাইন টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়াল। চেয়ারের পিঠটা প্রাণ-পণে চেপে ধরে সে বলল: "কাল কি করে আসবেন? তোমার সংগে তো ষ্টেশনে দেখা হয়েছে বললে? তাহলে নিশ্চয় প্যারিসে যাচ্ছেন! সেখানে কাজকর্ম সেরে তবে তো…" ম্যাডেলাইন চুপ

করে গেল।

উইলিয়ম ও'র মনের অবস্থা না বুঝে সশব্দে হেসে বলল :

"এখনি আসবে ও ! ও'কে আমি ধরেই এনেছি। একবার দেখা যখন পেয়েছি আর ছাড়ি...?"

"সংগে করে এনেছ...?" ম্যাডেলাইন বোকার মত চেয়ে রইল।

"হ্যাঁ ! ও বাইরে জীমের সংগে ঘোড়াটার জখমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। ঘোড়াটা রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল কিনা ! ওঃ ! রাস্তার যা' অবস্থা ...!"

জানলাটার কাছে গিয়ে উইলিয়ম চেঁচিয়ে ডাকল : "জেক্স্... জেক্স্ !"—জেক্স্ সাড়া দিল। ওর অতি পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ম্যাডেলাইনের বুকে যেন হাতুড়ী পড়তে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে সে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তা'র মনে হতে লাগল, এখনি যদি তা'র মৃত্যু হয় তা'হলে সে যেন বেঁচে যায়...! নানা চিন্তা তা'র মাথার মধ্যে জট্ পাকাতে লাগল। কি বলবে ও ? এই দুই বন্ধু, একজন তা'র স্বামী আর একজন অতীতের প্রণয়ী ! দুজনের সংগে কেমন করে ও কথা বল্‌বে ?

ম্যাডেলাইনের মনে হলো এখনি যেন তা'র হৃদস্পন্দন থেমে যাবে। যদি ও'দের দুজনের সুমুখে চোখের জল ও'র বাধা না মানে ?

টিক্ টিক্ করে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি মুহূর্ত ও অনুভব করছে...কি অসহ্য যন্ত্রণা। দরজার দিকে ও পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

পায়চারি করতে করতে হঠাৎ ও'র বিবর্ণ মুখের দিকে চোখ

পড়তেই উইলিয়ম চমকে উঠল! কাছে এসে উদ্বিগ্নকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল ঃ "কি হয়েছে গো ? শরীর খারাপ লাগছে ?"

"কি জানি, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে!" বহুকষ্টে ও উঠে দাঁড়াল। এ ঘর থেকে এখন ও পালাতে চায়।

"আমি ঘরে যাই, উইলিয়ম! তোমরা গল্প কর। আমি আর বসতে পারছিনা, মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে! আমাকে ক্ষমা কর। কাল যদি উনি থাকেন তো দেখা হবে···!"

উইলিয়মের মনটা হতাশায় ভ'রে উঠল। এত বড় পৃথিবীতে মাত্র যে দু'টি লোককে সে ভালবেসেছে তা'দের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সে ম্যান্‌তীস থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে আস্‌ছে। চাবুকের পর চাবুক চালিয়ে ঘোড়া দু'টোকে ও ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। ও'র দোষেই একটা ঘোড়া জখম হয়ে গেছে।

ও ভেবেছিল ও'দের হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে বলবে ঃ "ম্যাডেলাইন এটি তোমার ভাই। জেক্‌স, তোমার নতুন পাওয়া বোনকে চুমু খাও···!"

কিন্তু ম্যাডেলাইনের অবস্থা দেখে নিরুপায় উইলিয়ম ও'কে ছেড়ে দিল। কি আর করা যাবে—না হয় কালই ও'দের দেখা হবে···!

পাছে জেক্‌সের সংগে দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে ম্যাডেলাইন সুমুখের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে খাবার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ও বেরিয়ে যাওয়ার সংগে সংগেই জেক্‌স্ ঘরে ঢুক্‌ল।

"তোমার ঘোড়ার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, উইলিয়ম"—ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জেক্‌স্ বলল। ঘরে ঢুকেই সে চারিদিকে চাইতে

লাগল। অন্তরংগ বন্ধুর স্ত্রীকে দেখার জন্য তা'র যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। বিশেষতঃ উইলিয়মের মত ভাবপ্রবণ মানুষ যার প্রেমে আত্মবিস্মৃত সে কেমন মেয়ে জানার জন্য ও উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

ও'কে অমনভাবে চাইতে দেখে উইলিয়ম বলল: "আমার বৌ—ভাই, হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কাল ও'র সংগে দেখা হ'বে।"

জেনেভিএভ তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে তা'র দিকে ফিরে উইলিয়ম তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: "এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ? যাও, ঘরটা গুছিয়ে দাও—জেক্‌স্ বিশ্রাম করবে না?"

ম্যাডেলাইনের ব্যাকুলতা জেনেভিএভের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। কিন্তু কি কারণে ম্যাডেলাইন যে ও রকম করল তা' সে বুঝতে পারেনি। ম্যাডেলাইনের ব্যাপারটা জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে সে তখনো দাঁড়িয়েছিল। উইলিয়মের সংগে বিয়ের আগে ম্যাডেলাইনের জীবনে যে আরো অনেক কিছু ঘটেছে এটা তা'র দৃঢ় বিশ্বাস। ম্যাডেলাইনের সুগঠিত দেহের নিটোল পরিপূর্ণতা, ও'র লাল চুলের রাশি তা'র শয়তানের সম্মোহনী ছদ্মবেশ বলে মনে হতো। ও'কে সে মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করত।

কিন্তু জেনেভিএভ চলে যাচ্ছে দেখে জেক্‌স্ ছুটে গিয়ে তা'র অস্থিসার হাত খানা ধরে খুব ঝাঁকিয়ে দিল। জেক্‌স্ এমনভাবে ও'কে তোয়াজ করে দিল যে ও'র স্বভাবসিদ্ধ বিরস মুখেও হাসি ফুটে উঠল।

ও চলে গেলে ওরা দুজনে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে গল্প শুরু করল। ম্যান্‌তীস থেকে ফেরার পথে উইলিয়ম জেকস্‌কে প্রশ্নে প্রশ্নে

পাগল করে তুলেছিল। কি করে সে রক্ষা পেল? চিঠি দেওয়া বন্ধ করেছিল কেন ইত্যাদি প্রশ্ন করে যতটা সম্ভব সে সবই জেনে নিয়েছিল। এখন বসে বসে সে আনুপূর্বিক কাহিনীটা শুনতে লাগল।

খবরের কাগজে ভুল খবর দিয়েছিল। জাহাজ ডুবে গেলে মাত্র দু'জন বেঁচেছিল—ডাক্তার এবং তাঁ'র কেবিনের চাকরটি। ও'রা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে একটা 'লাইফ বোট' ধরে ফেলে।

অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ক্ষিদে তেষ্টায় ও'রা উন্মাদ হয়ে ওঠে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময় প্রচণ্ড ঝড়ে ওদের নৌকাটাকে একটা পাহাড়ের গায়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে। পাথরে আছাড় খেয়ে নৌকাটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়। চাকরটিও সেই ধাক্কাতেই মারা পড়ে। জেক্‌স্ একা নৌকা থেকে জলে ছিট্‌কে পড়ে বেঁচে যায়। কিন্তু ধাক্কার চোটে সেও ভয়ানক আহত হয়েছিল। জীবনের প্রায় আশাই ছিল না। নেহাৎ ও'র পাথরের মত শরীর তাই বছর খানেক ভুগে ও সেরে ওঠে। শরীরটা একটু সারলে ও ইন্দোচীনে গিয়ে কাজে যোগ দেয়।

সেখানে গিয়ে কাকার চিঠির সংগে উইলিয়মকেও সে একটা চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু সে চিঠি পাবার আগেই কাকা মারা যান। জেক্‌স্‌কেই তিনি তাঁর সব সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন। সে চিঠি বোধ হয় খোয়া গেছে। তারপর থেকে জেক্‌স্ আর চিঠিপত্র লেখেনি। চিঠি লিখতে ও'র মোটে ভালো লাগে না। তাই ও ভেবেছিল একদিন ভিটুইএ তো ফিরবেই তখন উইলিয়মের সংগে দেখা হবে।

ও জানত উইলিয়ম নিশ্চয় লা নোয়ারদেই থাকবে—এখানে

এলেই দেখা হবে।

মাত্র গতকাল ও ব্রেস্টে নেমেছে। ও ঠিক করেছিল ভিটুইএ একদিন থেকে তুলোঁ যাবে। সেখানে ও'র একজন সহকর্মী মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছে। সে একবার জেক্স্‌কে একটা মস্ত ভুল করার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। কাজেই তা'র শেষ সময় একবার ওকে যেতেই হবে।

কিন্তু ও'র কথা শেষ হবার আগেই উইলিয়ম বলে উঠল: "না, তা' হতে পারেনা। এতদিন পরে যখন তুমি এসেছ, তখন কিছুতেই তোমাকে আমি যেতে দিচ্ছি না। তুমি না হয় পরের সপ্তাহে তুলোঁ যেও!"

জেক্স্‌ শান্তভাবে বলল: "কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি, উইলিয়ম, কেন আমি তুলোঁ যাচ্ছি। কাল আমাকে যেতেই হবে।"

উইলিয়ম কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল: "আমার একটা বহুদিনের কল্পনা আছে জেক্স্‌। তুমি আমাদের সংগে এখানে থাক। এই প্রকাণ্ড বাড়িটাতে আমরা দু'টি প্রাণী যেন কূল পাই না। বাড়িটার অর্দ্ধেকের বেশী তো বন্ধই পড়ে আছে। ছোট বয়সে ঐ বন্ধ ঘরগুলো দেখলে আমার ভয় ভয় করত। এখনো কেমন যেন অস্বস্তি হয়। তুমি যদি থাক তো লা নোয়ারদের চেহারা ফিরে যাবে। যতগুলো ঘর খুশী তুমি নাও—যেমন বলবে ঠিক তেমনিভাবে আমি তোমার অংশটা সাজিয়ে দেব। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।"

"না উইলিয়ম তা হয় না"—জেক্স্‌ সংক্ষেপে বলল।

"কেন হবে না ?" উইলিয়ম অধীর হয়ে উঠল। "কোনো একটা জায়গায় তো তোমাকে উঠতেই হবে। আমাদের সংগেই না হয় রইলে। তুমি এখানে থাকলে বাড়িটা খুশীতে ভরে উঠবে; তোমাকে সব সময় কাছে পাব—এই জন্যই আমি এ অনুরোধ করছি। অবিবাহিত পুরুষের কাছে হয়তো এখানকার শান্ত জীবন ভাল লাগবে না। তুমি অবিবাহিত, তাই হয়তো ভয় পাচ্ছ কিন্তু দু'দিন থেকে দেখ—তোমারও ভাল লাগবে। সহরের হট্টগোলের মধ্যে না থেকে এখানে থেকেই দেখ না! আমি তোমার ভাই, আমার স্ত্রী তোমার বোন—আমাদের সংগ তোমার নিশ্চয় ভাল লাগবে।

উইলিয়মের গভীর আবেগে ভরা কথাগুলো শুনে জেক্‌সের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে ও আলোটা তুলে নিল। মুখের কাছে লণ্ঠনটা ধরে ও কঠিন সুস্পষ্টস্বরে বলল: "ভালো করে আমার মুখ খানা দেখ তো, উইলিয়ম!"

উইলিয়ম চোখ তুলল। জেক্‌সের কঠিন মুখে লালসায়িত জীবনের ছাপ পড়ে রয়েছে। ও'র নাকের পাশের গভীর রেখা-গুলো ও'র উচ্ছৃঙ্খলতার সাক্ষ্য বহন করছে। ও'র আরক্ত চোখে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি—ওর বিশাল বক্ষে যেন একটা হিংস্রভাব জেগে রয়েছে। পুরোনোদিনের সে জেক্‌স্ আর নেই। তা'র পেশীবহুল হালকা দেহ, স্থূল কর্কশ হয়ে উঠেছে।

জেক্‌সের শালপ্রাংশু মহাভুজ দেহ,—বিরাট উরু দেখলে ও'কে যেন পালোয়ান বলে মনে হয়। ওর অমিতাচার উচ্ছৃঙ্খল জীবন ও'র দেহটাকেও মেদবহুল রুক্ষ করে তুলেছে।' ইন্দ্রিয়জ

লালসার ছাপ পড়ে রয়েছে ও'র সর্বাংগে।

লা নোয়ারদের প্রশান্ত জীবন, সংযত আনন্দ ও'র মোটেই ভাল লাগতে পারে না। বন্ধনহীন মুক্ত জীবন ও'র। সেখানে কোনো সংযমেরই স্থান হতে পারে না। উইলিয়ম ব্যথিতভাবে চোখ নামিয়ে নিল।

জেক্‌স্‌ লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে বলল ঃ

"দেখলে তো ? তোমার গ্রামের আনন্দ আমার সহ্য হবে না। এখানকার একঘেঁয়েমীতে আমি এক বছরও বাঁচতে পারবো না।" উইলিয়ম প্রতিবাদ করল ঃ

"না, তুমি ভুল করেছ জেক্‌স্‌।"

"মোটেই ভুল করিনি, উইলিয়ম"—জেক্‌স্‌ বলল। "তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না। তোমার আর আমার আদর্শ এক নয়। এই পুরোনো বাড়ি আমার কাছে কবরের মত। তোমার ভালবাসায় আমার, এই বাড়ির প্রকাণ্ড থম্‌থমে ঘরগুলোর প্রতি বিতৃষ্ণা দূর হবে না। বাবা ঃ! তার ওপর একটা তলা যদি সম্পূর্ণভাবে আমার জন্য ছেড়ে দাও তাহলে তো নির্জনতায় আমি পাগল হয়ে যাব! রাগ করো না ভাই—আমি সত্যি কথাই বলছি।"

উইলিয়ম সন্দিগ্ধভাবে মাথা নেড়ে বলল ঃ "কিন্তু জেক্‌স্‌ তুমি যাকে আনন্দ বলছ তা' সত্যিকারের আনন্দ নয়। আমি যদি তোমার জায়গায় পড়তাম তাহলে আমি বিয়ে থা' করে ঘর সংসার করতাম। মানুষের জীবনের ঐটাই স্বাভাবিক আনন্দ। আমরা এই গ্রামের নির্জন শান্ত পরিবেশে কত সুখে আছি—সহরের মানুষ এখানকার আনন্দের কি বুঝবে!

"তোমাকে আবার বলছি জেক্স্—এখানে থাক। একটি ভাল দেখে মেয়েকে বিয়ে কর—সুখে শান্তিতে দিনগুলো কাটিয়ে দাও।"

জেক্স্ হোহো করে হেসে উঠল। ও'র হাসির তীক্ষ্ণ ঝংকারে উইলিয়মের কাব্যের আবেগ একমুহূর্তে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল।

"আমাকে মাফ করো উইলিয়ম"—ও হাসতে হাসতে বলল। "তোমার ও সব কথা আমি বুঝি না। বিবাহিত জীবনের কোনো আকর্ষণ আমার নেই। ও সব দেখলে আমার হাসি পায়। আমার মনে হয়, বোধহয় বেশীর ভাগ লোকেরই মন আমার মত। বিয়ে করলে বৌকে হয়তো আমি ঠেঙিয়েই মেরে ফেলব। সত্যি কথা বলি: তোমার আর আমার প্রকৃতি একেবারে আলাদা রকমের। বিশেষতঃ মেয়েদের সম্পর্কে তোমার সংগে আমার মতের কোনো মিল নেই। তোমার কাছে মেয়েরা স্বর্গের দেবী! কিন্তু আমার কাছে ও'রা রক্ত মাংসের মানুষ ছাড়া কিছুই নয়। একটি সুন্দর মেয়েকে নিয়ে রাত কাটাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সারাজীবনের জন্য তাঁকে আমি হজম করতে পারব না।" জেক্স্ হাসতে লাগল।

উইলিয়ম অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলল: "তুমি নিজেকে ইচ্ছে করে মন্দ বলে জাহির করছ। আমি জানি অত মন্দ তুমি নও। দেখ, সবই বদলায়—! তুমিও তোমার স্ত্রীকে ভালবাসবেই। বিশেষতঃ যেদিন তোমার স্ত্রীর কোলে একটি সন্তান আসবে সেদিন আর তুমি ভাল না বেসে পারবে না।

আমার কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দিও না। মেয়েদের আমি সত্যি শ্রদ্ধা করি। আমার ধারণা মানুষ জীবনে মাত্র একবারই ভালবাসতে পারে—বিশেষ করে মেয়েদের তো কথাই নেই। বিয়েটাকে আমি ধর্মের পবিত্র বন্ধন বলে মনে করি এবং সেইজন্যই এ'র স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহই নেই।"

"এতদিনেও তুমি একটুও বদলাও নি"—জেক্‌স্ হাসতে হাসতে বলল। "আমিও বদলাইনি। প্রেম সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই আলাদা। কোনো মেয়ের সংগে স্থায়ী সম্পর্ক আমার কাছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মত। চিরকাল আমি ও সব এড়িয়ে চলেছি। আমার এমন ভাগ্য যে, যে মেয়েকেই আমি চেয়েছি তা'কেই পেয়েছি। বহু নারী সংসর্গ আমার ঘটেছে—কিন্তু একজনকেও আমি ভালবাসিনি। চমকে উঠো না ভাই! আচ্ছা, সত্যি করে বলত' তোমার স্ত্রীকে নিয়ে সত্যি কি তুমি সুখী…?"

"সুখী?—কি বলছ জেক্‌স্? সে সুখের তুলনা নেই। তুমি যদি আমাদের সংগে থাকতে তাহলে দেখতে পেতে ভালবাসা কা'কে বলে। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন তুমি এসব নিয়ে ঠাট্টা করতে পারতে না। আমি যে কত সুখী সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। আমাদের জীবনটা একটা স্বপ্ন হয়ে উঠেছে জেক্‌স্! এ জীবন ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না…।"

উইলিয়মের কথাগুলো শুনতে জেক্‌সের বেশ মজা লাগছিল। উইলিয়মকে যে এমনভাবে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, সেই অপূর্ব মেয়েটিকে দেখার জন্য তা'র আগ্রহের সীমা ছিল না। সে জিজ্ঞেস করল: "কেমন দেখতে তোমার বৌকে?"

"আমি ঠিক বলতে পারব না"—উইলিয়ম বলল। "আমার বিচার ঠিক হতে পারেনা—আমি ও'কে ভালবাসি, বুঝতেই পারছ। তুমি তো কাল থাকছ—নিজেই বিচার কর।"

"তোমার সংগে ভিটুই'এই ও'র প্রথম দেখা হয়েছিল ?"

"না, প্যারিসে। আমাদের দেখা হলো—পরস্পরকে ভালবাসলাম, বিয়ে করে ফেললাম—ব্যস্!"

জেক্স্ লক্ষ্য করল উইলিয়মের মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। আরো মজা করার জন্য ও জিজ্ঞেস করল: "বিয়ের আগে তোমরা এক সংগে ছিলে বুঝি ?"

কিন্তু কথাটা বলে ফেলেই জেক্সের মনটা খারাপ হয়ে গেল। উইলিয়মের মুখখানা একমুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। জেক্সের মনটা ও'র প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠল।

"হ্যাঁ—প্রায় এক বছর··!" উইলিয়ম বিমূঢ়ভাবে বলল।

জেক্সের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে ও নীরবে পায়চারি করতে লাগল। কিছুক্ষণ পায়চারি করে ও উইলিয়মের সুমুখে এসে দাঁড়াল। উইলিয়মের মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ও বলল:

"দেখ উইলিয়ম আমরা যখন ইস্কুলে পড়তাম, তখন তুমি আমার সব কথা শুনতে। সেদিনকার মত আজো আমি কিছু বলতে চাই। তুমি মস্ত বড় ভুল করেছ ভাই! রক্ষিতাকে কখনো বিয়ে করতে নেই। জীবন সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই উইলিয়ম। একদিন তুমি তোমার ভুল বুঝতে পারবে, সেদিন আমার আজকের কথাগুলো তোমার মনে পড়বে। এরকম বিয়ে

কখনো টেঁকতে পারে না। কিছুদিন পরেই দেখবে তোমরা দুজনে দু'জনকে ঘৃণা করছ!"

উইলিয়ম রেগে উঠে দাঁড়াল। বিরস কণ্ঠে সে বলল: "আমি এ সব কথা শুনতে চাইনা। তোমাকে আমি ভালবাসি—কিন্তু তোমার নীতি মানতে আমি প্রস্তুত নই। অন্য কা'র কি হয়েছে তা' আমি জানতেও চাই না।"

কিন্তু একটু পরেই উইলিয়ম নিজেকে সামলে নিল। শান্ত কণ্ঠে সে বলল: "আমার স্ত্রীকে দেখলে একথাগুলো তুমি বলতে পারতে না, জেক্‌স।"

"আমি দুঃখিত উইলিয়ম, হয়তো আমার ভুল হয়েছে"—জেক্‌স্ আন্তরিকভাবে বলল। "জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার মনটাকে বিষিয়ে দিয়েছে। তোমার বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ, সত্যি আমি বুঝতে পারি না। আমি নিজে যা' বিশ্বাস করি তাই তোমাকে বলেছি। আমার মত আর বদলাতে পারে না। তবে এতদিন পরে একথাগুলো বলে আর লাভ নেই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন এ বিয়ের জন্য তোমাকে দুঃখ করতে হবে।"

ও'রা দুজনেই চুপ করে গেল। ঠিক সেই সময় জেনেভিএভ এসে বলল জেক্‌সের ঘর গোছানো হয়ে গেছে। ও'রা দু'জনেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

উইলিয়ম মৃদু হেসে জেক্‌সের হাতটা ধরে বলল: "যাও ভাল করে বিশ্রাম কর। কাল আমার স্ত্রীর আর মেয়ের সংগে দেখা হবে। আমি এখনো তোমার 'কাফেরত্ব' ঘোচাবার আশা রাখি। তুমি নিজেই তখন গ্রামে থাকতে চাইবে।"

ধীরে ধীরে ও'রা প্রকাণ্ড 'হল ঘরে' বেরিয়ে এল। সিঁড়িটার মুখে এসে জেক্‌স্ ঘুরে দাঁড়িয়ে উইলিয়মের কাঁধে হাত রেখে বলল ঃ

"আমার ওপর রাগ করে তুমি ভালই করেছ উইলিয়ম। আমি সত্যি 'কাফের'। কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি—তোমাকে সুখী দেখতে চাই। আমি বুঝে'ছ তুমি সত্যি সুখী হয়েছ। আমার ভাবনার কোন কারণ নেই।"

কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উইলিয়মের দিকে চেয়ে থেকে ও সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। উইলিয়ম নীচে দাঁড়িয়ে শান্তস্বরে বলল ঃ "এ বাড়িতে সকলেই সুখী। কাল সকালে আবার দেখা হবে।"

বৈঠকখানায় ফিরে এসেই উইলিয়ম চমকে উঠল। পাথরের মত কঠিন হয়ে ম্যাডেলাইন দাঁড়িয়ে রয়েছে। খাবার ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও'দের প্রতিটি কথা সে শুনেছে। দরজার হাতলটা ছেড়ে নড়বার ক্ষমতাটুকুও ও হারিয়ে ফেলেছিল।

জেক্‌সের অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর ও'কে বিহ্বল করে তুলেছিল। তা'র কথা বলার ভংগীগুলো পর্যন্ত ও'র মনে পড়ছিল। দরজার আড়াল থেকেও ও যেন জেক্‌স্‌কে দেখতে পাচ্ছে। সংগে সংগে ও'র মনে পড়ে যাচ্ছে রু সুফ্লোটের সেই দিনগুলো—জেক্‌সের শক্তিমান বাহুর নিবিড়-কঠিন আলিঙ্গন।

সে কাছেই রয়েছে শুধু এই চিন্তাটুকুতেই ও যেন উচ্ছৃঙ্খল আবেগে উন্মত্ত হয়ে উঠছে। গভীর নিশ্বাসে বুকটা ও'র ফুলে ফুলে উঠছে—তা'র স্পর্শের তীব্র আকাংখায় দেহটা ও'র পুড়ে যাচ্ছে। নিজের মনের অবস্থায় নিজেই ও ভয় পেয়ে গেল। ও বুঝল জেক্‌সের প্রবল আকর্ষণ আজো একটুও কমেনি। অতীতের সেই তীব্র বাসনা

ও'র প্রতিটি রক্ত কণিকায় দ্রুত তালে মাদল বাজিয়ে যাচ্ছে।

দারুণ আগ্রহে ও চাবার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে ওর অতীতের দয়িতকে দেখার চেস্টা করতে লাগল। একটা চেয়ার ও'র দৃষ্টি আড়াল করছে—ও'র যেন কান্না পেতে লাগল। ও'র মূর্ছাতুর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চাইল। কোনরকমে দরজার হাতলটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে নিজকে ও সামলে নিল। যদি অজ্ঞান হয়ে ও পড়ে যায় তাহলে ও'রা ছুটে আসবে—লজ্জায় তাহলে ও মরে যাবে।

মেয়েদের ওপর জেক্সের তীব্র ঘৃণা ও'র সর্বাঙ্গে যেন চাবুক মারতে লাগল। ও'র রক্তহীন পাণ্ডুর গালের ওপর দিয়ে তপ্ত অশ্রুধারা ঝরে পড়ল। জেক্স যখন বলল রক্ষিতাকে বিয়ে করা অত্যন্ত বোকামি, তখন ও'র মনে হল ছুটে গিয়ে প্রতিবাদ করে। জেক্সের ঘৃণার প্রবল বন্যায় উইলিয়মের প্রেম যেন কোথায় ভেসে গেল।

ও'রা ঘর থেকে চলে গেলে ও নিজেকে প্রাণপণে সামলে নিল। ও বুঝল ও'র সম্মুখে আর একটিমাত্র পথ খোলা আছে। আজ যা ও শুনল তারপর আর একটি দিনও এমনি যেতে দেওয়া চলে না। বৈঠকখানায় গিয়ে ও উইলিয়মের প্রতীক্ষা করতে লাগল। ও'র এলোমেলো চুল—মুখের তীব্র বেদনার ছাপ উইলিয়মকে সচকিত করে তুলল। ও'র উন্মত্ত চোখের দিকে চেয়ে চিন্তিত স্বরে উইলিয়ম বলল: "কি হয়েছে ম্যাডেলাইন?—খুব কষ্ট হচ্ছে? বিছানায় শুয়ে পড় আমি জেক্স্‌কে ডাকি ও ডাক্তার···"

"না ডেকনা···" ম্যাডেলাইন বলল। তারপর খাবার ঘরের

দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল : "আমি ওখানে ছিলাম।"

উইলিয়মের কাঁধের উপর হাত দুটো রেখে ও কিছুক্ষণ নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে তা'র মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল : "জেক্স্ তোমার বন্ধু, না ?"

"তুমি তো জান ও আমার কত প্রিয় বন্ধু"—উইলিয়ম বিস্মিত হয়ে বলল। "ও আমার বড় ভাইয়ের মত। তোমারো ও'কে ভাল লাগবে, ম্যাডেলাইন। শুধু ভাল লাগবে না—আমার ধারণা, তুমিও ও'কে ভাইয়ের মত ভালবাসবে।"

ম্যাডেলাইনের মুখে একটা অদ্ভুত হাসি খেলে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় একবার সে চোখ বুজল। তারপর উইলিয়মের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দৃঢ়স্বরে সে বলল : "তুমি ও'কে আমাদের সংগে থাকতে বলছিলে। সত্যি কি তুমি তাই চাও ?"

"হ্যা, ম্যাডেলাইন ওটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা"—উইলিয়ম গাঢ়স্বরে বলল। "যাদের দুজনকে আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসি তা'দের আমি সব সময়ে আমার কাছে পেতে চাই। আমি ওকে আমার সুখের ভাগ দিতে চাই। ছোটবেলায় আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জেক্স্কে আমার জীবনের সুখদুঃখের অংশীদার করব—সে প্রতিজ্ঞা আমি ভুলিনি।"

"এরকম প্রতিজ্ঞা তুমি করেছিলে ?" বহুকস্টে ম্যাডেলাইন প্রশ্ন করল। জেক্স্ আর উইলিয়ম দুজনেরই ও—একথা মনে হতেই সারা দেহ ও'র ঘৃণায় শিউরে উঠল। ও'র গলা শুকিয়ে এল—এত জোরে ও উইলিয়মের কাঁধটা চেপে ধরল যে ও'র হাতের নখ তা'র কাঁধে বসে গেল।

ওদের কথার শব্দ পেয়ে জেনেভিএভ নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল। ওদের ভাবভংগী দেখেই ও অনুমান করে নিয়েছিল নিশ্চয় ওদের মধ্যে গুরুতর ব্যাপারের আলোচনা চলছে। নিঃশব্দে ও একটা জানালার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

ও স্পষ্ট উইলিয়মের কথাগুলো শুনতে পেল: "একথা কেন জিজ্ঞেস করছ ম্যাডেলাইন ?"

ম্যাডেলাইন কয়েক মুহূর্ত তেমনি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো ও আশা করল, উইলিয়ম কোনো দৈবশক্তির সাহায্যে ও'র মনের কথা বুঝে নিয়ে ও'কে স্বীকৃতির লজ্জা থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু তা' হলো না।

অগত্যা ও বলল: "প্যারিসে থাকতে জেক্স্‌কে আমি চিনতাম।"

"ও: ! এই ! আমি তো ভয় পেয়েই গিয়েছিলাম"—উইলিয়ম সহজভাবে বলল। "জেক্সের সংগে তোমার আলাপ আছে এতো ভাল কথা। তুমি কি ভাব যে তোমার কথা আমি জেক্সের কাছে গোপন করতে চাই ?—আমি তো জেক্স্‌কে বলেইছি যে আমরা পরস্পরকে ভালবাসতাম—এটা আমার গর্ব ম্যাডেলাইন।"

"কিন্তু আমার সংগে যে ও'র আলাপ ছিল"—ম্যাডেলাইন আবার ভগ্নকণ্ঠে বলল।

"আহা ! তা'তে হয়েছে কি ?"—উইলিয়ম প্রশ্ন করল।

সে বুঝতেও পারল না তা'র এই অখণ্ড বিশ্বাস ম্যাডেলাইনের কাছে কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠছে। নির্লজ্জ স্বীকৃতি ছাড়া ম্যাডেলাইনের সুমুখে আর কোনো পথ খোলা নেই। তা'কে স্পষ্ট

করে বলতেই হবে। সে যেন উন্মাদ হয়ে উঠল। কঠিন হাতে উইলিয়মের কাঁধটা চেপে ধরে সে বলল : "আগে যতবারই আমি তোমাকে আমার অতীতের কথা বলতে গিয়েছি তুমি বাধা দিয়েছ! কিন্তু এখন...এখন আমি কি করব?" ম্যাডেলাইনের স্বর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

"বিশ্বাস করো উইলিয়ম—আমি শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছি! তোমার কাছে অবিশ্বাসিনী আমি হতে চাইনি! কিন্তু এখন আমাকে বলতেই হবে কেন আমি জেক্‌সের সংগে দেখা করতে চাইনা। তুমি কি এখনো বুঝতে পারছনা? আমি জেক্‌সকে···"

উইলিয়ম সভয়ে কয়েক পা' পিছিয়ে গেল। পক্ষাঘাতগ্রস্থের মত একটা চেয়ারে ধপ্‌ করে বসে পড়ে ও গুমরে উঠল : "ওঃ! ভগবান!" হাতদুটি জোড় করে ও একবার তুলে ধরল। পর মুহুর্তেই মাথাটা ও'র নুইয়ে পড়ল—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। রাগের বদলে সারা মনটা ও'র এক অব্যক্ত আতংকে ভরে উঠল। ছেলেবেলায় ইস্কুলে সহপাঠীদের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে ও যেমনভাবে মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত এখনো তেমনিভাবেই ও যেন জিজ্ঞেস করতে লাগল : " কি আমার এমন পাপ যে আমি এত কষ্ট পাচ্ছি—ভগবান, তুমি আমাকে বলে দাও···!"

ম্যাডেলাইনের ওপর ও একটুও রাগতে পারল না। কোনো অভিযোগের কথাও ও'র মুখে এল না। শুধু শিশুর মত অসহায় কাতর দৃষ্টিতে ও তা'র মুখের দিকে চেয়ে রইল।

এর চেয়ে যদি ও ম্যাডেলাইনকে মারত তাহলে ম্যাডেলাইন

খুশী হতে পারত। নিরুপায় ম্যাডেলাইন ওঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলল ঃ

"ক্ষমা করো! ওগো আমাকে ক্ষমা করো! তোমাকেই আমি সবচেয়ে ভালবাসি—সেই তোমাকেই আজ এত বড় দুঃখ দিলাম। আমি ভেবেছিলাম ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু ক্ষমা আমি পাইনি! জেনেভিএভের কথাই সত্যি...কিন্তু উইলিয়ম, আমি ভাবতে পারিনি..." অশ্রুর ভারে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল ঃ "উইলিয়ম আমি চলে যাচ্ছি আর কখনো তুমি আমার নামও শুনতে পাবেনা"।

উন্মাদের মত সে উঠে দাঁড়াল। মুখের ওপর থেকে সে আগুনের শিখার মত চুলের রাশি সরিয়ে দিল। অসহ্য বেদনায় সে তখন পাগল হয়ে গেছে। নিজেকে সে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে চাইছে—লজ্জায় অপমানে তাঁর গর্বোদ্ধত মাথা আজ ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে।

ওঁকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে উইলিয়ম মুখ তুলল। জড়ের মত বুদ্ধিহীন চোখে ওঁর দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করল ঃ "কিন্তু জেক্‌স্ যে আমার অন্তরংগ বন্ধু একথা তুমি জানতে?"

"না—জানতাম না উইলিয়ম"। ম্যাডেলাইন ওঁর চোখের দিকে চেয়ে বলল। "যেদিন তুমি ওঁর মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিলে মাত্র সেদিনই আমি জানতে পেরেছিলাম। তোমার একটা অ্যালবামে হঠাৎ আমি ওঁর একটা ছবি দেখি। তুমি ফেরার আগে স্থির করেছিলাম আমি চলে যাব। আমি তোমার এবং তোমার অন্তরংগ বন্ধু দুজনেরই, এই ভয়াবহ সত্যের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাব। কিন্তু

তা হলো না…।”

উইলিয়মের কণ্ঠ থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

ম্যাডেলাইন আবার ওঁর পায়ে মুখ গুঁজে বলল: “মনে করে দেখ আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হইনি। তখন যদি তুমি আমাকে বিয়ে না করতে তাহলে আজ স্বচ্ছন্দে আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিতে পারতে। আমার মত কলঙ্কিনীর সেইটাই পাওয়া উচিত…। কিন্তু এখন? এখন আমি তোমার স্ত্রী—তোমার সন্তানের জননী। এ সব আমারই দুর্বলতার ফল। তোমার কাছেও আমার অনেক পাপ জমা হয়ে গেছে…উইলিয়ম আমাকে ক্ষমা কর!”

উইলিয়ম পা দুটো সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু ম্যাডেলাইন আরো জোরে ওঁর পা আঁকড়ে ধরে বলল: “দয়া কর উইলিয়ম! আমাকে সব বলতে দাও! সেদিন রাতে আমি ঠিক করেছিলাম তোমাকে বিয়ে করব না কিন্তু সকালে যখন তোমাকে দেখলাম…ওঃ! উইলিয়ম! তোমার মুখের দিকে চেয়ে আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। আমি অত্যন্ত দুর্বল, তাই তোমাকে ফেরাতে পারিনি। নইলে সাবধান হবার যথেষ্ট সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। সেই রাতেই আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম সমুদ্রের গভীর জলরাশির মধ্যে থেকে উঠে জেক্‌স্ যেন বলছে: “তুমি আমার…আমার কাছ থেকে কোথাও তুমি পালাতে পারবে না। তোমার স্বামীর বুক থেকেও তোমাকে আমি ছিনিয়ে নেব।”—কিন্তু এর পরও আমি তোমাকে বিমুখ করতে পারিনি। আমি অপরাধিনী—উইলিয়ম, আমাকে ঘৃণা করো তুমি…!”

ম্যাডেলাইন থেমে গেল। হঠাৎ চোখে মুখে ও'র আতংকের ছাপ ফুটে উঠল। ও'র মনে হলো সিঁড়ি দিয়ে কে যেন নেমে আসছে। উইলিয়মের দিকে চেয়ে চুপি চুপি ও বলল: "উইলিয়ম শুনতে পাচ্ছ, জেক্‌স্ বোধহয় নেমে আসছে!"

উইলিয়মও উঠল। দুজনেই ভীত চোখে দরজার দিকে চেয়ে রইল। কোনো অদৃশ্য আততায়ী ছুরি হাতে ও'দের জন্য অপেক্ষা করছে জানলেও বোধহয় ওরা এতটা ভয় পেত না।

জেক্‌সের উপস্থিতির আশঙ্কায় উইলিয়ম যেন ম্যাডেলাইনের চেয়েও বেশী ভীত হয়ে উঠল। ও'র মনের গুহায় অবরুদ্ধ ঝড় দারুণ আবেগে গর্জন করে উঠল।

কিন্তু কেউই এলনা। উইলিয়ম ম্যাডেলাইনের দিকে চেয়ে দেখল। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মনটা ও'র উন্মুখ হয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে ও ম্যাডেলাইনের পাশে নেমে এল। ম্যাডেলাইন দু'হাতে তাঁকে বুকে টেনে নিল। ও'র বুকে মুখ রেখে উইলিয়ম শিশুর মত কাঁদতে লাগল। ও'র অশ্রুজড়িত কণ্ঠ ম্যাডেলাইনের বুকের আগুন নিভিয়ে দিল।

"তোমার কোনো দোষ নেই ম্যাডেলাইন, এ আমাদের অদৃষ্ট। তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।"

ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। ম্যাডেলাইন ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিল। এখন চুপ করে থাকলে চলবে না—কাজ করতে হবে। জেক্‌সের নামটা বাদ দিয়ে ও শান্ত কণ্ঠে বলল: "ও ওঠা পর্যন্ত কি অপেক্ষা করবে? কি করা উচিত আমাদের!"

কিন্তু উইলিয়মের মুখের ভাব দেখেই ও বুঝল তা'র কাছে কোন

উত্তর পাওয়া যাবে না। তাই তেমনিভাবেই ও বলতে লাগল : "আমরা যদি ও'কে সব বলি তাহলে হয়তো ও চলে যাবে। ও'কে বলবে তুমি ?"

"এখন ? না, না, এখন আমি পারব না !"—উইলিয়ম সচকিত কণ্ঠে বলল।

"তাহলে আমি নিজেই বলি ?" ম্যাডেলাইন তেমনি শান্ত-ভাবে বলল।

"অসম্ভব ! তা' হতেই পারে না"—উইলিয়ম বলে উঠল।

"কিন্তু এছাড়া আর কি করার আছে ?" ম্যাডেলাইন প্রশ্ন করল।

উইলিয়ম কোন উত্তর দিল না ও'র মনে হলো আবার যেন সিঁড়িতে পা'য়ের শব্দ হচ্ছে। দারুণ উৎকণ্ঠায় কান খাড়া করে ও শুনতে লাগল। ও'র ইচ্ছে হলো এবাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। অনতিবিলম্বে যে ব্যাপারটা ঘটবে তা' ও কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে ও বলল : "আমার মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে ম্যাডেলাইন। আমি কিচ্ছু ভাবতে পারছি না। কালকের দিনটি তুমি কোনরকমে একটু আড়ালে থেক। কালই ও চলে যাবে। তারপর মাসখানেক ও আর আসবে না। তখন যা' হয় ভেবে ঠিক করে নেওয়া যাবে।"

কিন্তু ম্যাডেলাইন বুঝল এতে কোনো সুরাহাই হবে না। শুধু কষ্টের দিনগুলো বেড়েই যাবে।

"তা'র চেয়ে ব্যাপারটা এখনি শেষ করা ভাল, উইলিয়ম।" —সে বলল।

"না, না, রক্ষে কর ম্যাডেলাইন, সে আমি পারব না"—উইলিয়ম কাতরকণ্ঠে বলে উঠল। "তার চেয়ে চল আমরা আমাদের সেই বাগান-বাড়িতে চলে যাই। ও চলে গেলে আমরা ফিরে আসব। ওখানে গেলে আমরা সব ভুলতে পারব।"

"কিন্তু ও'র কি হবে?"

"যাতে ওর সংগে আমাদের আর না দেখা হয়, আমি সে ব্যবস্থা করব। ও'র সংগে আমাদের দু'জনের যারই দেখা হোক আমাদের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

ম্যাডেলাইন অসহায়ের মত সম্মতি দিল। তা'র ক্লান্ত বেপথু দেহ আর বইছে না। সে জানে বলিষ্ঠভাবে কোনো কিছুর নিষ্পত্তি করার মত মনের অবস্থা তা'র স্বামীর নেই। কাজেই নিরুপায় হয়ে সে বলল: "বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।"

দরজার দিকে এগুতেই অন্ধকারে জেনেভিএভের কংকালসার মূর্তি ওদের চোখে পড়ল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে থেকে জেনেভিএভ জ্বলন্ত চোখে ও'দের দিকে চেয়ে রয়েছে। নিঃশব্দে সে সমস্ত দেখেছে—সমস্ত শুনেছে। ম্যাডেলাইনের সর্বগ্রাসী বেদনা তা'র মনটাকে আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে। সারাজীবন নিজেকে কঠোর কৌমার্যের লৌহবর্মে আবৃত রেখে যে সুখ থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে, ও'র স্বীকৃতির মধ্যে থেকে যেন সে, সেই পুলকানুভূতির স্বাদ পেয়েছে। তা'র প্রবল ঘৃণা আর ভয়ের সংগে পুরুষ-স্পর্শ-বর্জিত নারীর তীব্র কৌতূহল মিশে একাকার হয়ে গেছে। শুনতে শুনতে সময় সময় তা'র মনে ঈর্ষার দাবানল জ্বলে উঠেছে। মনে হয়েছে: বেশ হয়েছে ম্যাডেলাইনের—আনন্দের উপযুক্ত শাস্তি!

ম্যাডেলাইনকে এগুতে দেখে, সাপ যেমন করে ছোবল দেবার আগে কুঁকড়ে যায় সেইভাবে কুঁকড়ে গিয়ে সে দাঁতে দাঁত ঘষে গর্জন করে উঠল : "বেশ হয়েছে—নরক তোমাকে গ্রাস করবে। তুমি তোমার দেহের প্রলোভন দেখিয়ে সন্ন্যাসীকেও নরকে টেনে নিয়ে যেতে পার। নরকের আগুনে তোমার ঐ লাল চুলের রাশি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তুমি সুন্দর—কিন্তু বিষাক্ত তুমি, নীচ তুমি···!"

ও'র আকস্মিক আক্রমণে ও'রা দু'জনেই চমকে উঠল। ও'রা ভেবেছিল বাড়ির সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু উইলিয়ম ও'কে চুপ করতে বলার আগেই কর্কশকণ্ঠে ও প্রশ্ন করল : "জেক্‌স্‌কে আমি কাল কি বলব? তোমাদের লজ্জাকর কাহিনী কি আমাকেই বলতে হ'বে?"

"চুপ কর বুড়ী"—উইলিয়ম ধমকে উঠল!

কিন্তু ম্যাডেলাইন শান্তভাবে তা'কে বাধা দিল : "ও ঠিকই বলছে উইলিয়ম। ও'কে তো কিছু একটা কাল বলতে হবে।"

"ও'র যা মন চায় তাই ও বলুক। আমি আর ভাবতে পারছি না।"—উইলিয়ম হতাশ স্বরে বলল। "আমাদের কোনো আত্মীয় হঠাৎ মারা গেছে তাই কিছু না জানিয়েই আমাদের চলে যেতে হয়েছে—এমনি যা হোক একটা কৈফিয়ৎ দিক ও।"

"তোমার জন্য মিথ্যে আমি বলব উইলিয়ম। কিন্তু নিজেকে তুমি বাঁচাও। তোমার সুমুখে নরক হাঁ করে রয়েছে। কিন্তু এখনো সময় আছে ঐ পাপসংগ থেকে এখনো তুমি সরে এস।"

"চুপ কর বুড়ী"—উইলিয়ম দুঃসহ রাগে আবার গর্জে

উঠল। "সারা বাড়ির লোককে তুই জাগিয়ে তুলবি ?"

ম্যাডেলাইন কিন্তু জেনেভিএভের জ্বলন্ত দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না। চাপা গলায় সে বলল: "ও কিন্তু ঠিকই বলছে উইলিয়ম। আমাকে যেতে দাও! বাইরে ঝড় হচ্ছে। এই ঝড়ের মধ্যে তোমাকে আমি টেনে নিয়ে যাব না। নিজের বাড়ি থেকে কেন তুমি চোরের মত পালিয়ে যাবে ? তা'র চেয়ে আমি একা যাই। কাল কিম্বা পরশু আবার আমাদের দেখা হবে !"

"না, না, ম্যাডেলাইন তোমাকে একা আমি যেতে দেব না" —উইলিয়ম বলে উঠল। "যে দুঃখ এসেছে তা'কে আমরা এক সংগেই মাথা পেতে নেব। তোমাকে আমি ভালবাসি তাই এখনো আমি আশা ছাড়তে পারিনি। চল, ওখানে আমরা চলে যাই। আমরা আবার শান্তি পাব—ক্ষমা পাব···!"

"কিন্তু ভগবান ক্ষমা করবেন না"—জেনেভিএভ সাপের মত গর্জে উঠল।

ম্যাডেলাইনের মাথাটা ঘুরে উঠল। প্রাণপণে উইলিয়মের হাত চেপে ধরে, পড়তে পড়তে সে নিজেকে সামলে নিল। তারপর ভাঙা গলায় বলল: "শুনলে—শুনলে তো উইলিয়ম, ভগবান কখনো ক্ষমা করবেন না। আমার বাঁচার কোনো পথ নেই।"

উইলিয়ম ও'কে টেনে নিয়ে দরজার দিকে এগুতে এগুতে বলল: "ও বুড়ীর কথায় কান দিও না—ও পাগল—মিথ্যাবাদী। ভগবান দয়াময়—তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন।"

ম্যাডেলাইনের চোখে বর্ষা নেমে এল। রুদ্ধ কণ্ঠে সে শুধু বলল: "না—আমার পাপের ক্ষমা নেই···!

আট

ধীরে ধীরে ও'রা স্যাটো থেকে বেরিয়ে গেল। গভীর রাত্রে চোরের মত পালিয়ে যাওয়ার লজ্জা ও'রা অনুভব করছে। কিন্তু তবু ও'রা নিরুপায়। জেক্‌সের কাছ থেকে যেমন করে হোক পালাতেই হবে। কাজেই সেই ঝড়ো রাতের গভীর অন্ধকারের মধ্যে ও'রা পথে নেমে এল।

বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। হু হু করে হাওয়া বইছে। উইলিয়ম আর ম্যাডেলাইন মাথা নীচু করে বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে কি এক প্রবল আকর্ষণে ও'রা লা নোয়ারদের দিকে ফিরে দেখল। প্রকাণ্ড বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—অন্ধকার সমুদ্রের বুকে জমাট অন্ধকারের স্তূপ। একই চিন্তা ও'দের মনের ভিতর ঘুরতে থাকে : জেক্‌স্' জেগে আছে কি ? কই ও'র জানালায় আলো কোথায় ?

নিঝুম পৃথিবী। কতকটা শান্ত মনে ও'রা খাড়াই বয়ে উঠতে লাগল।

বাড়িটার পথ ও'রা ভালই জানে। কিন্তু তবু এই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দশ মিনিটের পথ যেতে ও'দের আধঘণ্টা লাগল।

দু'বার ও'রা পথই হারিয়ে ফেলল। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ও'দের হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। ক্লান্ত কম্পিতদেহে ও'রা শেষপর্যন্ত দরজায় এসে পৌঁছুল। উঠোনটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। বাতি হাতে ও'রা শোবার ঘরে ঢুকল।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই ও'রা হতভম্ব হয়ে গেল। গতবার এখান থেকে যাবার সময় ও'রা জানালা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির জল ঢুকে ঘরের মেঝেয় পুকুর হয়ে গেছে।

মেঝেটা ও'দের মুছে ফেলতে হলো। আসবাবপত্রগুলো পর্যন্ত ভিজে গেছে—ঘরটা দারুণ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। উইলিয়ম কাঠ, কয়লা, ইত্যাদি নিয়ে এসে আগুন জ্বাললো। আগুনের রঙীন শিখাগুলো খুশীতে নেচে উঠল। জামা কাপড় বদলে ও'রা অগ্নিকুণ্ডের পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

কিন্তু মনের আতঙ্ক ওদের তখনো একটুও কমেনি। সারা দেহ জুড়ে নেমে এসেছে নৈরাশ্যের অবসাদ। এমন সঘন বরষার রাতটা একেবারে মাটি হয়ে গেল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। উইলিয়ম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: "একটু শুয়ে পড় ম্যাডেলাইন—ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তো। আমি এখানে কিছুক্ষণ বসে থাকি।"

ম্যাডেলাইন মাথা নাড়ল। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ও'রা ডুবে গেল। উন্মত্ত দানবের মত প্রবল ঝড় ছোট্ট বাড়িটাকে যেন উপড়ে ফেলতে চাইছে। জানালা দরজাগুলো আছড়ে পড়ছে। গাছের ডালগুলো হিংস্র নেকড়ের মত ছাদের ওপর নখরাঘাত করছে। শার্সির কাঁচে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির রিম্‌ঝিম্‌ শব্দ হচ্ছে।

ঝড়ের শব্দে উইলিয়ম আর ম্যাডেলাইনের মন এক অলৌকিক ভয়ে ভরে উঠল। ও'দের মনে হলো যেন নরকের জঠর থেকে কোনো অতৃপ্ত আত্মার ক্ষুব্ধ আর্তনাদ ভেসে আসছে। আতংক

বিস্ফারিত চোখে ও'রা চারিদিকে চাইতে লাগল।

আগুনের কোমল উত্তাপে ক্রমে ও'রা ঝিমিয়ে পড়ল। আফিমের নেশার মত একটা তন্দ্রালু অবসাদ ও'দের জড়িয়ে ধরল। বেদনার অনুভূতি ওদের কমে এল। মানসিক বিপর্যয়, দেহকেও যেন বেদনার্ত করে তুলল। কথা বলার শক্তিটুকুও ও'দের হারিয়ে গেল। আগুনের মোহিনী শিখার দিকে চেয়ে ও'রা চুপ করে বসে রইল।

ম্যাডেলাইন একটা নীল রংএর পশমের ঢিলে 'গাউন' পরেছে। বড় আরাম কেদারায় ও'র দেহ এলিয়ে পড়েছে। গাউনের নীচের দিকটা উঠে যাওয়ায় ও'র বলিষ্ঠ পা'দুটি বেরিয়ে পড়েছে। কোমরের বাঁধনটা ও বাঁধেনি। জামার খোলা বুকটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ও'র গোলাপী স্তন যুগলের কঠিন কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা। ও'র উজ্জ্বল-তাম্র চুলের রাশি বুকের ওপর ঝাম্‌রে পড়েছে।

ও'র অনির্বচনীয় নগ্ন-সৌন্দর্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ম্যাডেলাইন চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়েছে।

উইলিয়ম ও'র দিকে চেয়ে রইল। ক্লান্তিতে চেয়ারের পাশে ও'র মাথা ঝুলে পড়েছে। ম্যাডেলাইনের নগ্ন-সৌন্দর্য ও'র মনে কামনার আগুন জ্বালাতে পারছে না। কিন্তু তবু কিছুতেই ও তা'র দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না।

আগুনের লাল আভায় ম্যাডেলাইনকে যেন কোন অমর শিল্পীর ছবিতে আঁকা বারবিলাসিনী বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু উইলিয়মের মনে হতে লাগল এত রূপের মধ্যেও ও'র মুখে যেন দারুণ কঠোরতার চিহ্ন ফুটে রয়েছে। ও'র গভীর রেখাঙ্কিত মুখে সৌন্দর্যের লেশ-

মাত্র অবশিষ্ট নেই। ও'র আগুনের মত লাল চুলগুলো এলো-মেলোভাবে সর্বাংগে ছড়িয়ে পড়ে ও'কে বাঘিনীর মত ভয়ংকর করে তুলেছে। ও'র ভাবলেশহীন সুনীল চোখ, ও'র গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে উইলিয়মের মনে হতে লাগল ওকে সে কোনো কালেই দেখেনি।

নিজের এই নিষ্ঠুর চিন্তায় নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উইলিয়ম তাড়াতাড়ি ম্যাডেলাইনের মুখের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। ম্যাডেলাইনের পরিপূর্ণ দেহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে স্থির হয়ে বসে রইল।

কিন্তু উইলিয়ম যে ও'র দিকে চেয়ে আছে তা' না জেনে ম্যাডেলাইন হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে ঝুঁকে বসল। উঠে বসতেই খোলা গাউনটা ও'র কাঁধের ওপর থেকে খসে পড়ে ও'র ঊধ্বাংগকে সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করে দিল। ম্যাডেলাইন আগুনের দিকে চেয়ে শান্তভাবে বসে রইল। ও'র নিটোল কোমল স্তন যুগলে, ও'র সুগঠিত বাহুতে উইলিয়মের দৃষ্টি-পরশ বুলিয়ে যেতে লাগল।

উইলিয়ম আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল ঃ এই নারীদেহটি তা'র কত পরিচিত !—কতবার সে ঐ দেহের ওপর দিয়ে অধর বুলিয়ে গেছে ! তা'র আচ্ছন্ন স্মৃতি মাথা নাড়া দিয়ে জেগে উঠল।

উইলিয়মের মনে পড়ে কতদিন রাতে, উন্মাদ আবেগে সে ঐ বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—ছোট্ট শিশুর মত ঐ বুকে মুখ গুঁজে কত রাত কেটে গেছে। নিজেকে নিঃস্ব করে ও'র কাছে সে আত্ম-সমর্পণ করেছে। একদিনও তো তখন তা'র মনে হয়নি ও হয়তো

তা'র নয় !

ও'র বাহুবন্ধনের মধ্যেই সে জগৎকে অনুভব করেছে। কিন্তু ও কি তা'কে অতখানি আপনার করে নিতে পেরেছিল ? ও'র সামান্য স্পর্শে তা'র সর্বাংগে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ও কি তার স্পর্শে অমনভাবে সাড়া দিয়েছিল ?

ও'কে কুমারী জেনে অজ্ঞ উইলিয়ম তা'র হৃদয়ের গভীর প্রেম ও'র পায়ে উজাড় করে দিয়েছে। কিন্তু ও ? ওতো কুমারী নয়। অতীতের প্রণয়ীর সংগে নিশ্চয় ও ও'র স্বামীর তুলনা করেছে ও যখন চোখ দু'টি বুঝে তা'র আবেগ-দীপ্ত স্পর্শ অনুভব করত তখন কি ও'র মনে অতীতের স্মৃতি জেগে উঠত না ? হয়তো স্বামীকে আড়াল করে অতীত-প্রণয়ীর মূর্তিই তখন ও ধ্যান করত !

কি বিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে উইলিয়ম ? ও তো নিজেই বলেছে জেক্সকে ও স্বপ্ন দেখেছে। এই পাঁচ বছর ধরে সে কি তাহলে শুধু নিজেকে কলুষিত করে তুলেছে ?

আত্মগ্লানি জর্জরিত উইলিয়মের কপালটা প্রবল রক্তের চাপে দপ্ দপ্ করতে লাগল। স্থির দৃষ্টিতে সে তা'র সুমুখের আত্মবিস্মৃত অর্দ্ধনগ্ন নারীমূর্তির দিকে চেয়ে রইল। ম্যাডেলাইন ঝুঁকে পড়ে চিমটে দিয়ে আগুন খোঁচাচ্ছে। হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ায় ম্যাডেলাইনের গাউনটা আরো নীচে নেমে গেছে। উইলিয়ম সম্মোহিতের মত ম্যাডেলাইনের নগ্ন দেহের উগ্র সৌন্দর্যের প্রতি চেয়ে রইল।

ম্যাডেলাইনের ডান হাতের একটি পেশী কেঁপে কেঁপে উঠছে। চেয়ে চেয়ে উইলিয়মের নিজেকে যেন অপবিত্র মনে হতে লাগল।

সে ভাবতে লাগল, ঐ যে ও'র স্তন দু'টির মাঝখানের কালো তিলটি ও'টি আমি ছাড়া আরো একজন দেখেছে। বুকটা তা'র অব্যক্ত বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল।

হঠাৎ উইলিয়মের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। ও'র জীবনে দু'টি পুরুষ এসেছে—কিন্তু নিষ্ঠুর দৈবের নির্দেশে তা'কেই পরে আসতে হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে তা'র স্ত্রীর প্রণয়ী তা'রই অন্তরংগ বন্ধু। উইলিয়মের বুকে হিংস্র ঈর্ষা দানবের মত মাথা নাড়া দিয়ে উঠল।

জেক্‌সের জায়গায় আর কেউ হলে হয়তো সে সহ্য করতে পারত। কিন্তু তা'র পরম বন্ধু—তা'র ছেলেবেলার গুরু—সহোদর প্রতিম জেক্‌সের রক্ষিতাকেই সে বিয়ে করেছে, একথা মনে পড়তেই দারুণ ঘৃণায় তা'র সর্বাংগ শিউরে উঠল।

তা'র মনে হলো জেক্‌সকে হয়তো সে এখনো ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু ম্যাডেলাইনকে?—না, অসম্ভব। ও'কে সে কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারবে না। ম্যাডেলাইন তা'র ভাইয়ের রক্ষিতা—সুতরাং তা'র কাছে ও মৃত। অসুস্থ মস্তিষ্কে কেবলই তা'র মনে হতে লাগল ম্যাডেলাইন জেক্‌সেরই স্ত্রী—সে নিজে ও'র অবৈধ প্রণয়ী ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর কোনোদিন সে ও'কে স্পর্শ করতে পারবে না। ঐ রক্তিম অধরে চুম্বন করার কথা মনে ভাবতেও সে শিউরে উঠতে লাগল। ও'র নগ্নদেহের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে উইলিয়মের মনে হতে লাগল ও একটা নগণ্য গণিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনি ভাবতে ভাবতে উইলিয়ম তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু

কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলে সে চেয়ে দেখল ম্যাডেলাইন তখনো তেমনি চিন্তায় মগ্ন হয়ে রয়েছে। গাউনটা আবার ও গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে।

ম্যাডেলাইনও যেন আগুনের দিকে চেয়ে ঘুমুচ্ছে। কি ভাবছে ও? হয়তো জেমসের কথা! উইলিয়ম প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে, মুখের ভাব দেখে ও'র মনের কথা জানার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু যদি সত্যি উইলিয়ম ও'র মনের খবর জানতে পারত, তাহলে ও দেখত, সেখানে বিরাজ করছে এক বিরাট শূন্যতা। বিপর্যস্ত অবসন্ন মন নিয়ে বসে বসে ও নিজের বুকের মধ্যের উত্তাল সমুদ্রকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ও'কে কেঁপে উঠতে দেখে উইলিয়মও কেঁপে উঠল। সে অনুভব করল আগুনটা সুমুখে থাকায় পিঠের দিকটা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বাইরে ঝড়ের প্রলয় গর্জন চাপা কান্নায় পরিবর্তিত হয়েছে।

রাত কাটল। নিরানন্দ অনুজ্জ্বল প্রভাত। বাতিটা পুড়ে পুড়ে গোড়ায় এসে ঠেকেছে। আসন্ন দিনের অস্ফুট আলোয় বাতির শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। উইলিয়ম ধীরে ধীরে উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। গাছের দু'একটা ডাল ভেঙে পড়েছে। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের বুকে থৈ থৈ করছে জল। ঝড়ের মাতনে বিধ্বস্ত বাগানগুলোর মধ্যে আশেপাশের বিবর্ণ বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গতরাত্রে ভয়াবহ ঝড়ের চিহ্নগুলোর দিকে চেয়ে উইলিয়ম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তা'র সারা দেহ অবসাদে ঝিম্ ঝিম্

করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ম্যাডেলাইন তা'র পাশে এসে দাঁড়াল। বাইরের দিকে চেয়ে ও সবিস্ময়ে বলল: "উঃ! কি ভীষণ জলকাদা জমেছে!"

"কাল সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে যে!"—উইলিয়ম ধীরে ধীরে বলল।

দুজনেই. আবার চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটার পর ম্যাডেলাইন বলল: "দেখেছ উইলিয়ম, আমাদের বাগানের কতগুলো গাছ পড়ে গেছে? উঃ! গোড়া থেকে একেবারে উপড়ে পড়েছে!"

"হ্যাঁ, ঝড়টা তো কম হয়নি"—উইলিয়ম যন্ত্রচালিতের মত বলল।

ও'রা আবার আগুনের পাশে গিয়ে বসল। শীতের সকালের ম্লান আলোয় ঘরটা যেন শ্মশানের মত দেখাচ্ছে। ও'রা চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এ ঘর কোনদিন এত বিষণ্ণ হয়ে ওঠেনি। ওদের নিজেদের মানসিক দুরবস্থা এরজন্য অনেকখানি দায়ী। কিছুটা হয়তো আবহাওয়ার জন্য'ও হতে পারে। একই চিন্তা ওদের দুজনেরই মাথায় ঘুরতে লাগল। এখানে এসে ও'রা ভুল করেছে। এমন কোন জায়গায় যদি ও'রা যেত যেখানে ও'দের কোনো সুখের স্মৃতি নেই, তাহলে হয়তো ভাল হতো। উইলিয়ম ভাবতে লাগল: এই ঘর, এই বিছানা, এই আসবাবপত্রগুলো নিষ্প্রাণ বিষাদক্লিষ্ট হয়ে পড়েনি;—তারা নিজেরাই আজ প্রাণহীন, অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে।

মুখ ফেরাতেই সে দেখল ম্যাডেলাইন ও'র দিকে বিষন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। সেই চিরপরিচিত মধুর হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় ওর ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। তা'র স্নেহময় আশ্বাসের জন্য ও'র মুখে অনির্বচনীয় কৃতজ্ঞতার আভা। কিন্তু নতুন জীবনের আশার আলো ও'র হৃদয়ের অন্ধকারকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারেনি।

উইলিয়ম আবার আগুনটাকে জোর করে দিল। আগুনের সুমুখে বসে ওরা কথা বলতে লাগল। কিন্তু ওদের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা কেউ ভুলেও মুখে আনল না।

হঠাৎ উইলিয়মের মাথায় একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল। দু'একদিন আগে লুসীর ধাত্রী সেই চাষী বৌ লুসীকে পাঁউরুটি তৈরী করা দেখাতে নিয়ে গেছে। লুসী পাঁউরুটি তৈরী করা দেখতে অত্যন্ত ভালবাসে। এখনও সেখান থেকে লুসী ফেরেনি। উইলিয়ম বলল: "চল, লুসীকে নিয়ে আসি।"

তীব্র বেদনায় উইলিয়ম এতক্ষণ ও'র কথা ভুলেই গিয়েছিল। এখন ও'র কথা মনে পড়তেই তা'র বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল। লুসী ও'দের অকৃত্রিম প্রণয়ের প্রতীক। এই দুঃসময়ে সে এলে হয়তো ওদের কষ্ট কমে যাবে। ও'র কথায় হাসিতে বাড়িটার থমথমে ভাব এক মুহূর্তে কেটে যাবে।

ম্যাডেলাইন তার প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতি দিল। আপনমনে মেয়ের নাম করতে করতে সে তখনি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। মেয়েকে বুকে পেলে ও'র হৃদয়ের গুরুভার একমুহূর্তে হাল্কা হয়ে যাবে।

উইলিয়মের দিকে চেয়ে ও বলল ঃ "ঠিক বলেছ উইলিয়ম, আজ এখানে আমরা তিনজনে চড়ুইভাতি করব। আমি আসার সময় ডিম আর দুধ নিয়ে আসব—কিছু পাঁউরুটিও আনতে হবে!"

উত্তেজনায় ও আরক্ত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁধে একটা শাল জড়িয়ে ও তৈরী হয়ে নিল।

ম্যাডেলাইন বেরিয়ে যেতেই উইলিয়মও কাজে লেগে গেল। আগুনের পাশটিতে সে একটা ছোট টেবিল এনে রাখল। টেবিলের ওপর একটা আস্তরণ বিছিয়ে তার ওপর কাঁটা, চামচ সাজাতে লাগল। এমনিভাবে কাজের মধ্যে সে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

আবার যেন পুরোনো দিনগুলো ফিরে এসেছে। অতীতে বহুদিন সে এমনিভাবে আগুনের পাশে বসে তার মেয়ের জননী—অনিন্দ্যসুন্দর ম্যাডেলাইনের সংগে খাওয়া দাওয়া করেছে। তার মেয়ে! কথাটার মধ্যে কতবড় আশ্বাস লুকিয়ে রয়েছে।

ঘরটা আবার আনন্দময় হয়ে উঠেছে। এখনি লুসীকে নিয়ে ম্যাডেলাইন ফিরবে। আবার ওরা পুরোনো দিনের মাধুর্যকে লাভ করবে।

এখন আর বাইরের কুয়াশাচ্ছন্ন ধূসর আকাশটাকেও খারাপ লাগছে না। কোমল পর্দার মত ঐ কুয়াশা যেন ওদের ছোট্ট জগতটাকে ঘিরে রেখেছে। টেবিলটা সাজিয়ে ফেলে উইলিয়ম আপনমনে শিস্ দিতে লাগল।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে, ম্যাডেলাইনের এখনো দেখা নেই। উইলিয়ম অধীর হয়ে ওঠে। দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেয়েই

সে ছুটে গেল। ম্যাডেলাইনকে সে তা'র আনন্দের ভাগ দিতে চায়।

ম্যাডেলাইনের হাত থেকে সে ডিম, দুধ ইত্যাদি নিয়ে নিল। পাঁউরুটিটা লুসী বগলে পুরেছে। ওটাকে সে কিছুতেই কারুর হাতে দেবে না। ভারিক্কী চালে মাথা দোলাতে দোলাতে ও ঘরে ঢুকল।

লুসী ও'র বয়সের তুলনায় মাথায় লম্বা। ও'র উজ্জ্বল স্বাস্থ্য দেখলেই বোঝা যায় গ্রামের নির্মল আলো বাতাসে ও বেড়ে উঠেছে। বুদ্ধিটাও ও'র অসাধারণ তীক্ষ্ণ। বড়দের হুবহু নকল করে ও যখন কথা বলে, ও'র মা-বাবার হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যায়।

বাবাকে দরজায় দেখেই ও গম্ভীরভাবে হুকুম করল: "আমাকে কোলে নাও—সিঁড়ি দিয়ে আমি উঠতে পারবো না যে!" হাত থেকে পাছে পাঁউরুটিটা পড়ে যায় এই ভয়ে ও সিঁড়িতে উঠতে নারাজ।

উইলিয়ম মেয়েকে কাঁধে তুলে নিল। ও'র ছোট্ট নরম দেহের উত্তাপে তা'র মনটা যেন হাল্কা হয়ে গেল।

ম্যাডেলাইন ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলল: "জান, আমি যখন গেলাম তখনো এই গিন্নী-মেয়ে ঘুম থেকেই ওঠেন নি। তারপর এখানে আনার জন্য আধঘণ্টা আমাকে টানাটানি করতে হয়েছে। কিছুতেই ও আসবে না—ওখানে ও'রা ওকে সিদ্ধ আপেল খাওয়াবে বলেছে!"

"আমি নিজে তো সিদ্ধ করতে যাচ্ছিলাম"—লুসী তীব্র প্রতিবাদ জানাল। "আমি রান্না করতে পারি।"

"বেশ তো তুই এখানেই রান্না কর না"—ম্যাডেলাইন ও'কে আদর করে বলল। "আমার ব্যাগটা খুলে দেখ আমিও বড় বড় আপেল এনেছি।"

"বাবা, আমাকে নামিয়ে দাও"—লুসী তখনি নামার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

উইলিয়ম হাসতে হাসতে ও'কে নামিয়ে দিল। বাজারের থলেটা হাঁটকে ও আপেল দু'টো বার করল। রান্না ঘরে গিয়ে দুটোতে বেশ করে চিনি মাখিয়ে ও চাটুর ওপর বসিয়ে দিল। তারপর উনুনের পাশে বসে গম্ভীরভাবে বলল: "আমাকে এখন এখানে থাকতে হবে—যদি আপেলগুলো পুড়ে যায়!"

উইলিয়ম আর ম্যাডেলাইন পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। ও'রা যেন অন্তরে অন্তরে অনুভব করল এই ছোট্ট মানুষটির ওপর নির্ভর করে নির্ভয়ে ওরা ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়াতে পারে।

ম্যাডেলাইন 'ওমলেট' তৈরী করল। খেতে খেতে ও'রা নানারকম কল্পনা করতে লাগল। মেয়েটা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠছে। এই মেয়ে আবার একটা সংসারের গিন্নী হবে—মা হবে। ও'রা দাদু দিদিমা হয়ে যাবে। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কল্পনায় জেক্স্ ও'দের দুজনের কাছেই বিলুপ্ত হয়ে গেল।

ম্যাডেলাইন লুসীকে বলল: "ওদিকে আপেল কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে!"

"না, না, পুড়বে না—আমি ঠিক করে দিয়েছি।"—লুসী মাথা নেড়ে বলল।

মেয়েটাকে অদ্ভুত বড় দেখাচ্ছে। ও'র কুঁচকানো কপাল, চাপা ঠোঁট দেখে ও'কে যেন বড় মেয়ে বলে মনে হচ্ছে।

ও'র দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ উইলিয়মের মুখখানা সাদা হয়ে গেল। একমুহূর্তে তা'র সমস্ত আনন্দ কোথায় হারিয়ে গেল।

তা'র ভাবান্তর লক্ষ্য করে ম্যাডেলাইন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল: "কি হলো গো?"

"না, কিছু না"—উইলিয়ম সংক্ষেপে বলল। একদৃষ্টে সে লুসীর দিকে চেয়ে রইল। ম্যাডেলাইন লক্ষ্য করল সে সবলে চেয়ারের হাতলটা চেপে ধরেছে। ম্যাডেলাইন উঠে এসে উইলিয়মের চেয়ারের হাতলে বসল। তা'র কাঁধে হাত রেখে ও বলল: "নিশ্চয় কিছু হয়েছে তোমার! কি হয়েছে আমাকে বল না! এই এখুনি তুমি কেমন ছিলে, নিশ্চয় তোমার মাথায় কোন ভাবনা ঢুকেছে!"

উইলিয়ম লুসীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে চাপা গলায় বলল:

"ও'কে ভাল করে দেখ!"

"কি হয়েছে?—ও তো ঠিক আছে?"

"কিছু দেখতে পাচ্ছ না?"

"কই না তো!"

উইলিয়ম দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ভাঙা গলায় বলল:

"ও'কে ঠিক জেক্‌সের মত দেখতে হয়েছে!"

উন্মত্ত দৃষ্টিতে ম্যাডেলাইন লুসীর দিকে চেয়ে দেখল। লুসী আপনমনে আপেলগুলো নিয়ে খেলা করছে।

উইলিয়ম ভুল বলেনি। জেক্‌সের সংগে সত্যি লুসীর

প্রচুর মিল। ম্যাডেলাইন নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। এতদিন তো সে লক্ষ্য করেনি ? লুসীর ওষ্ঠের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন, কপালের উদার বিস্তৃতি যেন জেক্‌সের প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু তবু উইলিয়ম যা' বলছে তাঁকে কোনমতেই স্বীকার করা চলে না। কাজেই জোর করে হেসে সে বলল ঃ "তুমি পাগল হয়ে গেছ, উইলিয়ম। ও'কে ঠিক আমার মত দেখতে হয়েছে।" কিন্তু কথাটা বলতে বলতে ম্যাডেলাইনের সারাদেহ থর থর করে কেঁপে উঠল। উইলিয়ম লক্ষ্য করল। বুঝল ও মিথ্যে বলছে। দৃঢ় কণ্ঠে সে বলল ঃ "না ম্যাডেলাইন—তুমি জান আমি ভুল করিনি। বড় হলে ও'কে ঠিক তাঁর মত দেখতে হবে।"

ম্যাডেলাইনের আর কথা বলতে সাহস হলো না। উইলিয়মের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে ও একদৃষ্টে মেয়ের দিকে চেয়ে রইল। খেলায় মগ্ন লুসী জানতেও পারলো না তাঁর মাথার ওপর কত বড় বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আস্‌ছে।

"তুমি ও'কেই ভাবছিলে,—না ?"—উইলিয়ম তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

ম্যাডেলাইন দপ্‌ করে জ্বলে উঠল ঃ "না, কখ্‌খনো না। তোমার মুখের চেহারা হঠাৎ বদলে গেল দেখেই আমি উঠে এসেছি। তাঁর আগে আমার মনে কোনো চিন্তাই ছিল না।"

"না, আজকের কথা বলছিনা"—উইলিয়ম কঠোরস্বরে বলল। "সেদিন রাত্রে—যেদিন লুসী তোমার গর্ভে এল ? নিশ্চয় তুমি ভাবছিলে!" উইলিয়ম দারুণ রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠল।

"নিশ্চয়, তুমি না বললেও আমি বিশ্বাস করব না। চোখের সুমুখেই তা'র প্রমাণ রয়েছে।"

ম্যাডেলাইন ভয়ে কুঁকড়ে গেল। বিস্মিত দৃষ্টিতে উইলিয়মের দিকে চেয়ে সে বলল: "কি বলছ তুমি ?"

উইলিয়মের দুর্বল মন রাগে যেন ফেটে পড়তে লাগল। তা'র মনে হলো ম্যাডেলাইন তা'কে ঠকিয়ে এক বীভৎস ব্যভিচারে লিপ্ত করে তুলেছে। তা'র বাহুবন্ধনকে আশ্রয় করে ও আর একজনকে ধ্যান করেছে। ও'র সেই পাপের জীবন্ত সাক্ষী: লুসী।

ম্যাডেলাইনের বিবর্ণ মুখের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে উইলিয়ম গর্জে উঠল: "লুসী তোমার প্রণয়ীর প্রতিচ্ছবি···!"

ম্যাডেলাইন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল: "না. না, উইলিয়ম ! আমি পাপী হতে পারি কিন্তু এত জঘন্য পাপ আমি করিনি। কোনো-দিন ও'র চিন্তা আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়নি।"

"না. লুসী তোমার প্রণয়ীরই প্রতিচ্ছবি···"—উইলিয়ম আবার বলল।

"তুমি পাগল হয়ে গেছ !" ম্যাডেলাইন অসহ্য বেদনায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। "ও'কে আমার মত দেখতে হয়েছে। একটা সামান্য মিল দেখেই তুমি ধরে নিলে···" কথাটা ম্যাডেলাইন শেষ করতে পারল না। কান্নায় ও ভেঙে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে ও বলল: "ভগবান ! দয়া কর, আমি এত পাপ করিনি।"

উইলিয়মের বুকের ওপর হাত রেখে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ও বলল: "আমাকে বিশ্বাস কর উইলিয়ম···।"

উইলিয়ম ও'র হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

ম্যাডেলাইন তা'র নিষ্ঠুর মুখের দিকে চেয়ে বুঝল তা'কে ও বিশ্বাস করতে পারবে না। উইলিয়ম ঈর্ষায় উন্মাদ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তা'কে ও কিছুতেই সন্তুষ্ট করতে পারবে না। ক্ষোভে, অপমানে ও'র দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

রান্নায় ব্যস্ত লুসী এসব কিছুই লক্ষ্য করেনি। আপেল ছাড়ান হয়ে গেলে সে চেঁচিয়ে উঠল: "মা, রান্না হয়ে গেছে।"—একটা ডিস আনতে সে বাইরে ছুটে গেল। ডিসটা এনে সে ডিসের ওপর আপেল দু'টো সাজিয়ে রাখল। আপেল দুটোকে কাঁটা দিয়ে খোঁচা দিতে দিতে হঠাৎ তা'র বাবার দিকে নজর পড়ল। বাবা তা'র দিকে চেয়ে রয়েছে। কিন্তু এমনভাবে বাবাকে সে কখনো চাইতে দেখেনি। ডিসটা তাড়াতাড়ি টেবিলে নামিয়ে রেখে সে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাবার হাঁটুতে ভর দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল: "কি হয়েছে বাবা?"

কিন্তু তা'র কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে ও কোলে ওঠার চেস্টা করতে লাগল। মা-বাবার ভাবভংগী ও'কে যেন বিভ্রান্ত করে তুলল। কাঁদবে কি হাসবে ও ভেবে পেলনা। হাত দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে ও বলল: "আমি উঠতে পারছিনা যে বাবা, আমাকে কোলে নাও না!"

উইলিয়ম সরে বসল। ও'কে দেখতে ঠিক জেক্সের মত—ও'র ছোট্ট হাতের ছেঁায়ায় হাঁটুটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ও'র এই মিল সে সহ্য করতে পারল না। চোখ বুঁজে সে ধমকে উঠল: "যাও! আমাকে বিরক্ত করোনা।"

লুসী কখনো বাবাকে রাগতে দেখেনি! ও বুঝল কিছু একটা

গোলমাল হয়েছে। বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরার জন্য ও কোলে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু বারবার বলেও বাবার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ও চেয়ারের ধারে পা দিয়ে কোলে উঠতে গেল। কিন্তু ক্ষিপ্ত উইলিয়ম ও'কে ঠেলে দিল। টাল সামলাতে না পেরে লুসী উল্টে পড়ে গেল। মেঝেতে পুরু গালচে পাতা থাকায় ও'র খুব বেশী লাগেনি। চিৎ হয়ে শুয়ে ও বিস্মিত দৃষ্টিতে বাবার দিকে চেয়ে রইল।

ম্যাডেলাইন দৌড়ে এসে মেয়েকে কোলে তুলে নিল। মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য ও'র মাথাটা অগ্নিকুণ্ডের পেতলের রেলিং এ পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। উইলিয়মের দিকে চেয়ে ম্যাডেলাইন চেঁচিয়ে উঠল :

"একি কাণ্ড উইলিয়ম ?"

লুসীকে ও কোলে তুলে নিল। মায়ের কাছে আদর পেয়ে লুসী কেঁদে উঠল। বাবার রুক্ষম ব্যবহারে মনটা ও'র অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

উইলিয়ম নিজেও নিজের ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। মনটা তা'র খারাপ হয়ে গিয়েছিল ;—মেয়েটা যদি রেলিংএর ওপর পড়ত তা'হলে ও নির্ঘাত মারা যেত।

কিন্তু তবু লুসীর কান্নায় মন তা'র আরো বিরূপই হয়ে উঠল। ম্যাডেলাইন লুসীকে চুমু খেয়ে থামাবার চেষ্টা করছে। উইলিয়ম ভাবতে লাগল লুসীকে চুমু খেতে খেতে ওর হয়তো জেক্‌সের কথাই মনে পড়ছে !

উইলিয়ম আর ভাবতে পারছে না। উঠে গিয়ে সে বিছানায়

মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। সে প্রাণপণে নিজের চোখ কান বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল। ম্যাডেলাইনের মেয়েকে আদর করার শব্দও ও'র বুকে যেন হাতুড়ি পিটছে। চোখ বুঁজতেই ওর সুমুখে লুসীর ক্ষুব্ধ মুখখানা ভেসে উঠছে। জেক্সের সংগে কি মিল ঐ মুখের!

জীবনে আর কোনদিন, ও মুখে সে চুমু খেতে পারবে না—কোনদিন সে তা'র স্ত্রীর ও'কে আদর করা সইতে পারবে না। আজ থেকে উইলিয়মের কাছে লুসী মৃত। তা'র আর ম্যাডেলাইনের মাঝখানে আর ক্ষীণতম বন্ধনটুকুও রইল না। জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ তার সবচেয়ে বড় দুঃখে পরিণত হলো। জীবনে আর উইলিয়মের কোন আশা নেই—কোন সুখ নেই! তীব্র হতাশার মধ্যে উইলিয়ম ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন রাত হয়ে গেছে। উঠে বসে সে দেখল সারা শরীরে তা'র অসহ্য ব্যথা! ঝিমোতে ঝিমোতে সে গত রাত্রের কথা চিন্তা করতে লাগল। দুর্যোগ হয়তো কেটে গেছে কিন্তু অবস্থা তো একই রয়েছে।

ঘরটা গাঢ় অন্ধকার। ম্যাডেলাইন আগুনের সুমুখে বসে বসে ভাবছে। লুসী নেই। উইলিয়ম বুঝল ম্যাডেলাইন ও'কে চাষী-বৌএর কাছে দিয়ে এসেছে। মনে মনে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মেয়েকে সে ভুলতে চায়।

"ক'টা বেজেছে?"—উইলিয়ম জিজ্ঞেস করল।

"আটটা।"

"তুমি ঘুমিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, একটু ঘুমিয়েছিলাম।"

ক্লান্ত, অবসন্ন ম্যাডেলাইন গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিট ঘুমুতে পেরেছে। বিকালটা ও'র কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। যে ঘর তাঁদের কত আনন্দের সাক্ষ্য বহন করছে সেই ঘরই আজ যেন জেলখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের সংগে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ম্যাডেলাইন শেষ পর্যন্ত নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। নিজেকে ও এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছে যে, যদি প্রয়োজন হয় ও মরণের কোলেই আশ্রয় নেবে।

উইলিয়ম জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিল। দূরে অন্ধকারের মধ্যে লা নোয়ারদের প্রকাণ্ড কালো মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু নীচের তলার জানালাগুলো দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। জেক্‌স্ নিশ্চয় চলে গেছে।

উইলিয়ম ম্যাডেলাইনের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সে বলল: "চল, মাসখানেকের জন্য প্যারিস ঘুরে আসি।"

ম্যাডেলাইন মুখ তুলল—মুখে ও'র বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নেই।

"এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের বেরুতে হবে।"—উইলিয়ম বলল।

"বেশ।"—উদাস সুরে ম্যাডেলাইন বলল। ও'র কাছে প্যারিসও যা' ভিটুইও তাই। ও জানে কোথাও গেলেই ওদের দুঃখের অবসান হবে না। উইলিয়ম লুসীর ভয়ে পালাতে চাইছে, ও এতে আপত্তি করার কোন কারণ খুঁজে পেল না। কিন্তু কিছুক্ষণ ভেবে ওরও মনে হলো, হয়তো এই ভ্রমণে ওদের

উপকার হবে।

কিন্তু বাড়িটার দরজা বন্ধ করার সময় ও'দের দুজনের মনই বিষাদে ভরে উঠল। এখানে এসে ও'রা শুধু অতীতের সুখের স্মৃতিটাকেই ধ্বংস করে গেল। এখানে আর কোনদিন ওরা সেই পুরোনো দিনের নির্মেঘ, নিশ্চিন্ত আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না।

লা নোয়ারদে গিয়ে ও'রা শুনল জেক্স্ মাত্র আধঘণ্টা আগে চলে গেছে। ওরা তাড়াতাড়ি করে সামান্য কিছু খেয়ে নিল।

ন'টা বাজতে উইলিয়ম গাড়ী জুত্‌তে হুকুম দিল। উইলিয়ম হঠাৎ ঠিক করেছে নিজেদের ঘোড়ার গাড়ীতেই প্যারিসে যাবে। রাত্রের জনশূন্য অন্ধকার পথের দিকে চেয়ে তা'র মনটা কতকটা শান্ত হয়ে এল। ম্যাডেলাইনকে সে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে বলল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ও'দের গাড়ী দ্রুতগতিতে ম্যানতীসের পথে রওনা হলো।

নয়

হু হু করে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। গত রাতের ঝড়ে, জলভারাক্রান্ত কালো মেঘের শেষ বিন্দুটুকুও কোথায় উড়ে গেছে। নির্মল আকাশে পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘগুলো সমুদ্রের বুকে নৌকার মত পাল তুলে ভেসে চলেছে। চাঁদের উজ্জ্বল নীলাভ আলো চারদিকে যেন স্বপ্নের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে।

জলকাদায় ভরা মাঠের বুকে গাছগুলো আকাশে মাথা ছুঁইয়ে অন্ধকার দৈত্যের মত উদ্ধত ভংগীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটা ছোট্ট, দুজন বসার মত ঘোড়ার গাড়ীতে, মাথার ওপরের চামড়ার আচ্ছাদনটা খুলে উইলিয়মরা ছুটে চলেছে। ম্যাডেলাইনকে বিয়ে করার পরই উইলিয়ম এটা কিনেছিল। উইলিয়ম কোচ্‌য়ানকে এটা চালাতে দিত না। ম্যাডেলাইনের পাশে বসে নিজে হাতেই সে গাড়ী হাঁকাত। এমনিভাবে গাড়ী করে বেড়াতে ওদের ভারী মজা লাগত। গাড়ীর ঝাঁকানিতে ও'রা পরস্পরের গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ত।

কিন্তু আজ রাতে, পথের ঝাঁকানিতে মুখে ও'দের হাঁসি ফুটল না। নিস্তব্ধ গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ওদের ঘোড়া দ্রুততালে শব্দের ঝংকার তুলে ছুটে চলল।

গাড়ীর হলদে আলোর রেখা পথের ওপর পড়ে চাঁদের উজ্জ্বল আলোর কাছে ম্লান হয়ে গেল।

পায়ের ওপর ওরা একটা মোটা কম্বল চাপিয়ে নিয়েছে।

উইলিয়ম মাঝে মাঝে শুধু ঘোড়াটাকে জোরে হাঁকানোর জন্য দু'একটা কথা বলছে।

ম্যাডেলাইন এক কোণে বসে তন্দ্রায় ঝিমুচ্ছে। সারা গায়ে ওর 'ফারের' পোষাক—পায়ে মোটা কম্বল চাপা। গা'টা ও'র গরম হয়ে উঠেছে। মুখের প্রায় সবটা ও মোটা গলাবন্ধে ঢেকে নিয়েছে। বিমুতে ঝিমুতে ও পুরোনো দিনগুলোর কথা ভাবছে। কেন যে ও অমন ভেঙে পড়ল এখন নিজেই ও ভেবে পাচ্ছেনা। এত ভয় ও কোনোদিন পায় নি। কোনো বিপদেই ও নিজের স্থৈর্য হারায় নি। একবার যদি ও সহজ বুদ্ধি দিয়ে ভেবে দেখত তাহলে তখনি সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু তা' না করে ও ছেলে-মানুষের মত আতংকিত হয়ে উঠেছে। কেন এমন হলো ? জেক্‌সের জন্য ? কিন্তু জেক্‌স্‌কে তো ও আর ভালবাসে না ! কিন্তু তবু ও'র চেতনায় তা'র ছবি এমন আগুনের তুলিতে কেন আঁকা রয়েছে ? দেহের প্রতিটি রোমকূপে কেন ও তা'র স্পর্শ অনুভব করে ?

নিজের মনেই ও কারণ খুঁজতে লাগল। কিন্তু তবু সত্যের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতে বুকটা ও'র দুর দুর করে উঠল।

রু স্থক্লোটে অপরিচিত পুরুষের বাহু বন্ধনের মধ্যে ম্যাডেলাইন তা'র কুমারী-দেহে বলিষ্ঠ পুরুষের স্পর্শ পেয়েছে। সে চিহ্ন এ জীবনে আর মুছবে না। বিকচোন্মুখ নারীত্বের প্রবল আবেদনে সে নিজেকে ও'র কাছে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছে। সুস্থ দেহের পরিপূর্ণ আবেগ নিয়ে সে ও'র ডাকে সাড়া দিয়েছে। কোনো ভয় ও'কে বাধা দিতে পারেনি—অনভিজ্ঞতা'র জন্য মনে ও'র কোনো চিন্তাও জাগেনি। মিলনের সেই অবাধ আনন্দ ও'দের মধ্যে

অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ও'র সহজ সরল প্রকৃতি ওকে প্রভাবিত হতে বেশী করে সাহায্য করেছে। নরম কাদার তালের মত ও'র দেহ-মনকে বলিষ্ঠ হাতে নিজের দেহে চেপে ধরে জেক্‌স্‌ ও'কে নিজের প্রতিমূর্তি করে গড়ে তুলেছে।

গাড়ীর এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে ম্যাডেলাইন, চাঁদের আলোয় সাদা ফিতের মত সুদূর প্রসারিত পথরেখার দিকে চেয়ে রইল। কথা বলতে ও'র ভাল লাগছেনা। দারুণ ক্লান্তিতে ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আত্মসমালোচনার নিষ্ঠুর পীড়নও ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। প্রয়োজন হলে পরে যা' হয় একটা সমাধান খুঁজে নিলেই চলবে, এই ভেবে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে ও অলস তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

উইলিয়ম ভাবল ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তা'র মনটাও অনেকটা তাজা হয়ে উঠেছে।

ভিটুই থেকে যাত্রা করে অবধি তা'র কেবল জেক্‌সের কথাগুলো মনে পড়ছেঃ রক্ষিতাকে কখনো বিয়ে করা উচিত নয়। কিন্তু কেন? যা'র সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গিয়েছে—যা'কে ভালবাসি তা'কেই তো বিয়ে করা উচিত! এত দুঃখকষ্টেও উইলিয়মের মত বদলায়নি। তা'র স্থির বিশ্বাস ম্যাডেলাইন তা'কে ভালবাসে। ও'কে বিয়ে করার জন্য মনে তা'র এখনো কোনো ক্ষোভ নেই। ও'র নিজের ভালবাসা সপ্রমাণ করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ও যেমন একটা সামান্য ভুল করেছে সে নিজেও তো তেমনি অকারণেই আত্মহারা হয়ে ও'র প্রতি অবিচার করে ফেলেছে। ও'দের দুজনেরই মাথার ওপর দুর্ভাগ্যের মেঘ নেমে এসেছে। দুজনে একসংগেই ও'রা

সেই দুর্ভাগ্যের সংগে যুদ্ধ করবে। ও'দের প্রেমই অজেয় দুর্গের মত ওদের আশ্রয় দেবে।

উইলিয়ম ভাবতে লাগল প্যারিসে নতুন জীবন ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। ম্যাডেলাইনের দেহের কবোষ্ণ উত্তাপ সে সর্বাংগে অনুভব করতে লাগল। ও'দের পা'য়ে পা'য়ে ঠেকছে। গাড়ীর ঝাঁকানিতে ম্যাডেলাইন উইলিয়মের কাছে সরে এসেছে। ও'র দেহের ঘন উত্তাপ তার দেহকেও উত্তপ্ত করে তুলেছে।

নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে গাড়'টা ছুটে চলেছে। ভিটুই থেকে যাত্রা করে অবধি ও'রা পরস্পরের সংগে কথা বলেনি। ম্যানতীস দিয়ে যাবার সময় পথের পাশে একটা বাড়ি থেকে কুকুরের ডাক শুনে ম্যাডেলাইন চমকে উঠল।

উইলিয়মের হঠাৎ মনে হলো রাতটা ম্যানতীসে বিশ্রাম করে গেলে মন্দ হয় না। ম্যাডেলাইনের দিকে চেয়ে সে বলল ঃ

"ম্যানতীসে আজকের রাতটা কাটালে কেমন হয় ? তোমাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে—আমরা কাল সকালেই প্যারিসে যাব—কি বলো ?"

"তাই ভাল উইলিয়ম—আমি আর জাগতে পারছি না"—ম্যাডেলাইন উত্তর দিল।

"বেশ তাহলে চল, 'হোয়াইট স্ট্যাগে' যাওয়া যাক, ওখানে নিশ্চয় একটা ঘর পাওয়া যাবে।"

উইলিয়ম চাবুক মেরে ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে নিল।

এক-সময় 'হোয়াইট স্ট্যাগই' ম্যানতীসের একমাত্র হোটেল ছিল। রেলের প্রসারের সংগে সংগে ওখানে আরো অনেক ভাল ভাল

হোটেল গড়ে উঠেছে। 'হোয়াইট স্ট্যাগে'র মালিকও তার গ্রাম্যরুচি অনুযায়ী হোটেলটাকে যতটা সম্ভব আধুনিক কায়দায় সাজাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওতে ফল বিশেষ কিছু হয়নি। হোটেলটা আজকাল প্রায় সব সময়ই খালি পড়ে থাকে। ওখানকার পুরোনো খদ্দেররাও একে একে ও হোটেল ছেড়ে প্যারিসীয় কায়দায় সাজানো নতুন হোটেলগুলোতে চলে গিয়েছে।

কিন্তু উইলিয়ম স্বভাবতই শান্ত নির্জনতা পছন্দ করে। কাজেই অন্য হোটেলগুলোর চেয়ে 'হোয়াইট স্ট্যাগই' তার বেশী ভাল লাগে। ওঁদের গাড়ী ফটকের সুমুখে দাঁড়াতেই একটি লোক এগিয়ে এসে ফটক খুলে দিল। উইলিয়ম লাফিয়ে নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলল। লোকটিকে সে একটা বাতি আর চাবি আনতে বলল।

ম্যাডেলাইন গাড়ী থেকে নেমে চারিদিকে চাইতে লাগল। পথশ্রমে ও অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। উঠোনটা ও'র যেন অস্পষ্টভাবে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। হলদে রং করা আস্তাবলের দরজা—লাল ইটের পায়রার ঘর ও যেন আগে দেখেছে। কিন্তু ঐ প্রকাণ্ড বাড়িটা ওর একেবারে মনে পড়ছে না। কিন্তু দারুণ ক্লান্তিতে ও'র আর চিন্তা করার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই। কাজেই ও ধরে নিল এখানে নিশ্চয় ও আগে আসেনি।

একজন চাকর চাবি এনে ওদের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গেল। সিঁড়িটা পায়ের চাপে মড়মড় করতে লাগল। চাকরটা বলল, এটা প্রধান সিঁড়ি নয়—প্রধান সিঁড়ি ও দিকে। ম্যাডেলাইন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে লাগল।

চাকরটা বুঝে নিয়েছে ওরা ধনী। কাজেই বিনয়ে সে একেবারে মাটিতে নুইয়ে পড়ে বলল: "এঘরটা বাড়ির পিছন দিকে কিনা—বাইরের কোনো দৃশ্য এখান থেকে দেখা যাবে না। তবে এখানে কোন গোলমালের শব্দ পৌঁছায় না।"

উইলিয়ম হেসে বলল: "ঠিক আছে—তুমি এখন আগুনটার ব্যবস্থা করে দাও। ঘরটা বড় ঠাণ্ডা।"

চাকরটা অগ্নিকুণ্ডে কাঠ সাজিয়ে আগুন জ্বেলে দিল। উইলিয়ম তা'র চলে যাওয়ার অপেক্ষায় পায়চারি করতে লাগল। ম্যাডে-লাইনের সংগে এখন সে একা থাকতে চায়। ম্যাডেলাইন 'কেপটা' খুলে ফেলেছে—গলাবন্ধটাও নামিয়ে দিয়েছে।

যাবার সময় ম্যাডেলাইনের সংগে চাকরটার চোখোচোখী হয়ে গেল। ম্যাডেলাইন লক্ষ্য করল না চাকরটার মুখে একটা পরিচিত হাসি ফুটে উঠেছে। ও'র চোখের দৃষ্টিতে বদমায়েসী মাখানো রয়েছে।

উইলিয়ম কোমল কণ্ঠে বলল: "আমার ঘোড়াটাকে খাবার দিয়ে আস্তাবলে রেখে দাওগে যাও।"

ঘরটা প্রকাণ্ড। দেয়ালের কাগজগুলো একসময় হয়তো দেখতে সুন্দর ছিল। কিন্তু এখন ধূলোয় ময়লায় সে সৌন্দর্যের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দেয়ালে একটা জায়গায় মস্ত বড় চিড় খেয়ে গেছে। লাল টক্‌টকে মেঝেটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা।

ঘরে আসবাবের মধ্যে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা আয়না লাগানো আলমারি, একটা ড্রেসিং টেবিল, নানারকম কারুকার্য-করা একটা দেরাজ। দেরাজের ওপর একটা ঘড়ি বসানো রয়েছে।

বিছানাটা দুজনের পক্ষে অনেক ছোট।

হোটেলের মালিক অতিথির সুবিধার জন্য মেজেতে একটা লাল রংএর কম্বল পেতে দিয়েছে। তা'র ওপর একটা ঝকঝকে পালিশ করা বিরাট গোল টেবিল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে থেকে একটা চাপা সোঁদা গন্ধ উঠছে।

এই ঘরে কতলোক বাস করে গেছে। ঐ সরু বিছানায় তা'রা রাত কাটিয়েছে। কিন্তু তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দের কোনো চিহ্নই তা'রা এখানে রেখে যায় নি।

আস্তাবলের দরজাটার কথা মনে পড়তেই ম্যাডেলাইন ধীরে ধীরে বলল: "আমার মনে হচ্ছে এখানে যেন আমি আগে একবার এসেছিলাম—কতদিন আগে মনে পড়ছেনা ···।"

"ঘুম চোখে তুমি ঠিক বুঝতে পারছনা"—উইলিয়ম সহজভাবে বলল। "এখানে আমাদের কেউ চেনে না। সেইজন্যই তো এখানে এলাম। কাল থেকে আমি মনে মনে এইরকম একটা জায়গা খুঁজছিলাম। ঘরটা বিশ্রী। কিন্তু তুমি যখন আছ—এ ঘরও সুন্দর হয়ে উঠবে। আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল আমরা প্যারিস চলে যাব। আমাদের জীবন আবার আনন্দে ভরে উঠবে ম্যাডেলাইন···।"

"কি জানি উইলিয়ম, আমার কিন্তু কেমন ভয় করছে"—ম্যাডেলাইন কম্পিতকণ্ঠে বলল। "মনে হচ্ছে বিপদ যেন আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে।"

উইলিয়ম ম্যাডেলাইনের চুলের ওপর চুমু খেয়ে গাঢ় স্বরে বলল: "ওকথা ভুলে যাও ম্যাডেলাইন। আমরা দুজন ছাড়া এ

জগতে আমাদের কাছে আর তৃতীয় কেউ নেই। তুমি আর আমি—এর বেশী আর কিছু না···! মনে কর পৃথিবীতে আমাদের আর কেউ নেই ; আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই।”

ম্যাডেলাইন উইলিয়মের আদরে ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ল। ও’র চোখের ওপর থেকে বিপদের কালো মেঘ দূরে সরে গেল।

উইলিয়ম ও’কে বুকে টেনে নিয়ে গভীর স্বরে বলল ঃ “কোনো কিছুই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।”

“না, কিছুতেই নয়”—ম্যাডেলাইন দৃঢ়স্বরে বলল। “আমাদের কাছে ভিটুই আর প্যারিসের কোন তফাৎ নেই। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি—ভালবাসা আমাদের এক করে রাখবে। আমার ওপর তুমি বিশ্বাস রেখ উইলিয়ম—আমি তোমার—একান্তই তোমার” ! সুদৃঢ় বাহুবন্ধনে ও’রা দুজনে দুজনকে বেঁধে ফেলল।

দেরাজের ওপর ঘড়িটায় ঠং ঠং করে বারটা বাজল। ম্যাডেলাইন মৃদুস্বরে বলল ঃ “অনেক রাত হয়েছে—চল, শুয়ে পড়ি।”

উইলিয়ম ও’কে ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ “আমি একবার আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াটাকে দেখে আসি। তোমার একলা ভয় করবে না তো ?”

“না, ভয় কিসের ?”—ম্যাডেলাইন হেসে বলল। “আমি অত ভীতু নই। তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি এস।”

উইলিয়ম ও’কে চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল। আগুনের ম্লান শিখার দিকে চেয়ে ম্যাডেলাইন দাঁড়িয়ে রইল। ও’র মনটা গভীর শান্তিতে ভরে উঠেছে।

চাকরটা ও’দের জিনিষপত্রগুলো সব এনেছে কি না দেখার

জন্য ও চোখ তুলল। এই প্রথমবার ঘরটার দিকে ও ভাল করে চেয়ে দেখল। কিন্তু ঘরটার দিকে চেয়ে ও'র যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগল—ঘরটা যেন চেনা···!

বড় ব্যাগটা কোথায় রাখল খুঁজতে গিয়ে ওর চোখে পড়ল দেরাজের ওপর সেটা রয়েছে। এ নিশ্চয় উইলিয়মের কাজ, না হলে ঘড়িটাকে এমনভাবে কেউ আড়াল করে রাখে ? ব্যাগটাকে সরাতে গিয়েই কিন্তু ও ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। ঐ বিশ্রী ঘড়িটাকে দেখে একমুহূর্তে ও'র সব মনে পড়ে গেল। এ ঘর ও'র চেনা। ব্যাগটা দু'হাতে চেপে ধরে ম্যাডেলাইন ঘড়িটার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল। ও'র মনে পড়ছে—একবার জেক্‌স্ তা'র বন্ধুবান্ধবদের এবং তাদের রক্ষিতাদের নিয়ে নৌকায় রুয়েঁ গিয়েছিল। পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওদের ম্যানতীসে থামতে হয়। ও'রা সকলে রাতটা এই 'হোয়াইট স্ট্যাগে'ই ছিল।

ওর আর কোনো সন্দেহ নেই। ঐ বীভৎস ঘড়িটাকে ভোলা যায় না। ঘড়িটার দিকে চেয়ে চেয়ে ও'র মনে পড়তে লাগল, ওটাকে নিয়ে জেক্‌স্ আর ও কত হাসাহাসি করেছিল। বাতির ম্লান আলোয় দেরাজের ছোট ছোট পিতলের মূর্তিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠছে। ছোট ছোট থামের পাশের গর্তগুলোতে যেন অনন্ত রহস্য জমা হয়ে রয়েছে।

ম্যাডেলাইন আতংকে কেঁপে উঠল।

হঠাৎ ও'র বুকটা অক্ষম ক্রোধে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। জীবনে আর এক মুহূর্তও কি ও শান্তি পাবে না ?—কোনোদিন কি ও অতীতকে ভুলতে পারবে না ?

প্রতিটি পদক্ষেপে জেক্স্ ও'র সুমুখে এসে দাঁড়াচ্ছে। পাগলের মত ও ভেবেছিল, জেক্স্কে ও ভুলতে পেরেছে। কিন্তু এখন উইলিয়মের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে ও ? কি বলবে তাকে ? কেমন করে তা'র সুমুখে ও মুখ তুলে দাঁড়াবে ? কেমন করে ও বলবে : "ওগো, এই ঘরে—এই বিছানায় আমি আর একজনের সংগে রাত কাটিয়েছি" ! জেক্সের চিন্তা মনে নিয়ে স্বামীর পাশে রাত্রিযাপন কি গণিকাবৃত্তি নয় ? দরজার দিকে চেয়ে চেয়ে ও ভাবতে লাগল—এখনি উইলিয়ম ঘরে আসবে...!

বাইরে থেকে কা'র পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে......দুর্যোগ আসন্ন ! দরজায় আস্তে আস্তে কে টোকা দিল ! প্রাণপণে আত্মসংবরণ করে সে বলল : "ভেতরে এস।"

দরজা খুলে গেল...জেক্স ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

দশ

লা নোয়ারদে থেকে উঠে জেকস্ শুনল উইলিয়মরা চলে গেছে। ওঁকে না জানিয়ে এমন হঠাৎ ওদের চলে যাওয়ায় সে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল। জেনেভিএভের কথা সে বিশ্বাস করল। জেনেভিএভ তাঁকে সংক্ষেপে বলল যে, ওঁদের এক আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ওঁরা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ট্রেণের এখনো দেরী আছে। এই সময়টা কি করে কাটানো যায় জেকস্ শুধু তাই ভাবতে লাগল। উইলিয়মদের ও কোন সন্দেহ করতে পারল না।

ভিট্রইটা ঘুরে দেখার জন্য সে পথে বেরিয়ে পড়ল। বেরুবার আগে জেকস্ জেনেভিএভকে বলল: "তুলো থেকে ফিরে ওঁদের সংগে আবার দেখা করব।"

পথে ঘুরতে ঘুরতে সে ভাবতে লাগল হয়তো পুরোনো সহপাঠীদের কারুর সংগে দেখা হয়ে যাবে। ফেরার পথে ওঁর সংগে কাকার এক বন্ধুর দেখা হলো। বুড়ো কিছুতেই ওঁকে ছাড়ল না। ঝাড়া একটি ঘণ্টা ধরে সে ওঁকে ওঁর কাকার গল্প বলে, ট্রেণটা ফেল করিয়ে দিল।

জেকস্ ভাবল, কোনরকমে তাড়াতাড়ি ম্যানতীস পৌঁছে একবার চেষ্টা করবে। কিন্তু ম্যানতীসে যখন ও পৌঁছুল তখন শেষ ট্রেণটাও চলে গেছে। অগত্যা ও রাতটা 'হোয়াইট স্টার' কাটিয়ে, কাল রওনা হবে ঠিক করল:

'হোয়াইট স্ট্যাগ' ওর চেনা হোটেল। ওখানে গিয়ে ও দেখল সেই পুরোনো চাকরবাকরেরা এখনো সেখানে কাজ করছে। যে চাকরটা ওঁকে ঘরে নিয়ে গেল, তার সংগে ওঁর পুরোনো দিনের কথা হতে লাগল। চাকরটা বলল: "সেবার যখন আপনি এসেছিলেন তখন আপনার সংগে একজন মহিলা ছিলেন—তাঁর মাথায় লাল চুল। ভারী সুন্দর দেখতে ছিল তাঁকে। খুব দরাজ হাতও ছিল তাঁর।"

চাকরটা চলে গেলে জেক্‌স্ দরজা ভেজিয়ে দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে বসে 'পাইপ' টানতে লাগল। রাত তখন দশটা।

হঠাৎ দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনে সে উঠে দরজা খুলে দেখল, চাকরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চাকরটা একগাল হেসে, বলল সে একটা জরুরী খবর এনেছে।

জেক্‌স্ কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করল। চাকরটা বলল, সেই লাল চুলওয়ালা ভদ্রমহিলা আর একজন ভদ্রলোক এই-মাত্র হোটেলে এসে উঠেছেন। সে বদমায়েসী করে ওদের ৭নং ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ও ঘরটা মঁসিয়ের নিশ্চয় মনে আছে। ভদ্রমহিলার সংগে যিনি এসেছেন তিনি নিশ্চয় মস্ত বড়লোক।

ওর বদমায়েসীর কথাটা শুনে জেক্‌স্ হাসল। চাকরটার হাতে কিছু বখশিস গুঁজে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, ম্যাডেলাইন এখনো আগের মত সুন্দর আছে কিনা। তারপর ওকে বিদায় দিয়ে সে বলল: "ম্যাডেলাইনের মত সুন্দরী পাশের ঘরে থাকলেও আমার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হবে না।"

কথাটা জাঁক করে বললেও কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝল তাঁর গর্ব নিতান্ত মিথ্যে। চিন্তিতভাবে সে পায়চারি করতে লাগল। কোনকালেই সে কল্পনাবিলাসী নয়। কাজেই ম্যাডেলাইনকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, ওর কথা তাঁর বড় একটা মনে পড়েনি। আজ কিন্তু পাশের ঘরে ও আর একজন পুরুষের সংগে রাত্রিযাপন করছে এ চিন্তা তাঁকে আবেগদীপ্ত করে তুলল।

জীবনে একমাত্র ম্যাডেলাইনের সংগেই সে অতদিন স্বামী স্ত্রীর মত বাস করেছে। ওর সৌম্য তাঁর মনকে শ্রদ্ধায় ভরিয়ে তুলেছে। কেবল ওর সংগেই সে একটি রাতের অভিসারের কথা ভাবতে পারেনি। কিন্তু অতীতটা অতীতই…! জোর করে সে মন থেকে এসব ভাবনা দূর করে দিল। প্রথমটা তার মনে একটা ঈর্ষা জেগে উঠেছিল। এখন সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সহজ করে নিল। তাঁর ইচ্ছে হতে লাগল ম্যাডেলাইনের সংগে পুরোনো বন্ধুর মত দেখা করে। ভাবতে ভাবতে তাঁর ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। সে ঠিক করল দেখা করবে। কিন্তু এমনভাবে দেখা করতে হবে যাতে কোন গোলমাল না হয়। নতুন প্রণয়ী যাতে ম্যাডেলাইনকে কোন সন্দেহ না করে, সেদিকে তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ম্যাডেলাইন নিশ্চয় তাঁকে দেখে খুব খুশী হয়ে উঠবে। কিন্তু একবারও সে ভাবতে পারল না যে, ও'র সংগের ভদ্রলোক হয়তো ও'র স্বামী। রু সুক্রোটের সেই বেপরোয়া জীবনে ম্যাডেলাইনকে সে যেমনটি দেখেছিল এখনো ও ঠিক তেমনি আছে বলেই সে ধরে নিল।

'হল' থেকে তিনটি দরজার পর সাত নম্বর ঘর। জেক্স্ সাবধানে

দরজা খুলে বারান্দার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল। ও'র মনে হলো কাজটা বোধহয় ভাল হবে না। ঘরে ঢুকে ও দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে এমনসময় হঠাৎ একটা দরজা খোলার শব্দ হলো। জেক্স্ আবার মাথা বাড়িয়ে দেখল একজন লোক সাতনম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে তা'র নামার শব্দও জেক্স্ শুনতে পেল। মনটা ও'র খুশীতে নেচে উঠল ঃ সুবর্ণ সুযোগ···! ম্যাডেলাইনকে নিশ্চয় এখন একা পাওয়া যাবে।

পা টিপে টিপে ও ম্যাডেলাইনের দরজায় এসে টোকা দিল। ও'কে ঘরে ঢুকতে দেখে ম্যাডেলাইন ভয়ে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল। কি করে যে ঠিক এই মুহূর্তে 'হোয়াইট স্ট্যাগে' জেক্স্ এল, একথাটাও সে জিজ্ঞেস করতে পারল না। তা'র মনে হতে লাগল, এটা যেন স্বাভাবিক। তা'র নিজের চিন্তা—এই ঘর, জেক্স্‌কে যেন কোন অলৌকিক উপায়ে তা'র সুমুখে এনে হাজির করেছে। নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

"ম্যাডেলাইন, চিনতে পারছ"?—জেক্স্ হেসে বলল। জোসেফকে মনে আছে তো—ও-ই আমাকে খবর দিল, তুমি এখানে এসেছ। তাই দেখা করতে এলাম। কি হলো? আমার সংগে কথাও বলবেনা না কি?"

হাসতে হাসতে ও এগিয়ে এল। ও'কে এগুতে দেখে ম্যাডেলাইন সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

দারুণ বিস্ময়ে জেক্স্ থমকে দাঁড়াল। প্রাণপণে নিজেকে সহজ করে ও বলল ঃ "আমাকে ভয় করো না ম্যাডেলাইন। আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে আসিনি। তোমার কাছে বন্ধুত্বের বেশী

আর কিছুই আমি দাবী করি না। আমাকে তোমার বন্ধু বলে মনে কর। তোমার সংগে যিনি এসেছেন তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখেই আমি এসেছি। তিনি ফেরার আগেই আমি চলে যাব। কিন্তু ও ভদ্রলোকটি কে? রাওল না কি?"

ম্যাডেলাইন ঘৃণায় শিউরে উঠল। জেক্স্ চলে গেলে ঐ রাওলই তার কাছে সেই জঘন্য প্রস্তাব করেছিল। জেক্স্ তা'কে এত হীন ভাবে? ও'র বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে নীচ প্রকৃতির যে, তা'রই রক্ষিতা হয়ে রয়েছে সে?

সে ঠিক করল জেক্স্কে সব কথা খুলে বলে সে তা'র আর উইলিয়মের জীবনের সমস্ত দুঃখের অবসান করবে।

কিন্তু কোনো কথা বলার আগেই জেক্স্ বলল: "তুমি তো দেখছি আমার আসায় খুশী হওনি। তাহলে এ ঘরটায় এসে উঠলে কেন? এঘরটাকে তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি? আমাদের বিছানায় আর একজনকে নিয়ে রাত কাটানো কি তোমার উচিত হচ্ছে?—অবশ্য এটা যদি আমার স্মৃতি পূজা হিসাবে করে থাক তো ভালই"—জেক্স্ হো হো করে হেসে উঠল।

"যাক্, আমার সংগে কথা বলছ না কেন? আমাদের কি ঝগড়া হয়ে গেছে?"

"না"—ম্যাডেলাইন বলল। তা'র সমস্ত সাহস নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে।

সে ভাবল জেক্স্কে উইলিয়মের কথা না বলাই ভাল। যা' সাংঘাতিক লোক ও। হয়তো এখনি ও উইলিয়মের সংগে এই ঘরটা নিয়েই ঠাট্টা শুরু করবে। মন বলে ও'র কোন বস্তু নেই—

নাহলে ও কখনো ভাবতে পারে, সে ইচ্ছে করেই তা'র প্রণয়ীকে নিয়ে এই ঘরে এসে উঠেছে ?

ম্যাডেলাইনের নিজেকে যেন অশুচি মনে হতে লাগল। মুখ নীচু করে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জেক্‌সের সান্নিধ্যে তা'র সমস্ত শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। জেক্‌স্ যে তাকে এখনো সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে, একথা সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে। লজ্জায় সে ধূলোয় মিশিয়ে যাচ্ছে। আন্তরিকভাবে সে প্রার্থনা করছে জেক্‌স্ এখনি চলে যাক্…!

জেক্‌স্ কিন্তু ম্যাডেলাইনের মনের অবস্থা বুঝল না। তা'র বিহ্বলভাব দেখে ও ভাবল: পাছে নতুন প্রণয়ীর সম্মুখে একটা জঘন্য ব্যাপার ঘটে এই ভয়েই বুঝি ও অমন করছে।

ও'কে আশ্বাস দিয়ে সে বলল: "ভয় নেই ম্যাডেলাইন আমি যে এসেছিলাম একথা কেউ জানতেও পারবে না। তোমার প্রণয়ীটিকে দেখার আমার কোন লোভ নেই, তিনি আসার আগেই আমি চলে যাব।"

দরজার কাছে গিয়ে ও একটু কান পেতে শুনল, তারপর আবার ম্যাডেলাইনের কাছে এগিয়ে এসে বলল: "তুমি হয়তো জান না, সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে আমি বেঁচে গিয়েছি। আপাততঃ আমি প্যারিসেই থাকব। সেখানে নিশ্চয় তোমার সংগে দেখা হবে। তোমার ঐ সুন্দর মুখে কি করে হাসি ফোটাতে হয় আমি জানি। যাক্, আজকাল কি করছ ?"

"কিছুই না।"

"তুমি আশ্চর্য রকম বদলে গেছ ম্যাডেলাইন! আচ্ছা, সত্যি কি

"তুমি এই ভদ্রলোককে ভালবাস ?"

"হ্যাঁ"।

"বাঃ ! বেশ !—এতে ভালবাসার অভ্যাসটা নষ্ট হবে না ! কত-দিন এর সংগে তুমি আছ" ?

"পাঁচ বছর।"

"অ্যাঁ ? বল কি ?—ব্যাপারটা যে খাঁটী বলে মনে হচ্ছে ! কিন্তু লোকটি কে ? রাওল ? জর্জ ? না,—জুলিয়ান ডুরাণ্ড ?—কে এই ভদ্রলোক—আমি চিনিনা নাকি ?"

ম্যাডেলাইন থরথর করে কেঁপে উঠল। ও'র মুখে চোখে তীব্র বেদনার ছায়া ফুটে উঠল। জেক্‌স্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ও'র দিকে চেয়ে বলল: "আমি এখনি চলে যাব, ম্যাডেলাইন। কিন্তু কেন তুমি এমন করছ ? তোমাকে দেখে আমার কিন্তু অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে। আচ্ছা আমাদের পুরানো বন্ধুদের কারুর সংগে তোমার দেখা হয় ?"

"না, দেখা হয় না—কিন্তু তুমি যাও জেক্‌স্—দোহাই তোমাকে……"—ম্যাডেলাইন আর্তস্বরে বলে উঠল।

জেক্‌স্ বুঝল দেখা করতে এসে সে ভুল করেছে। ধীরে ধীরে সে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে শান্তস্বরে বলল: "আমি চলে যাচ্ছি—তোমার সংগে দেখা করতে এসে আমি ভুল করেছি। আমার ঠাট্টাগুলোকে তুমি ক্ষমা কর—তোমার ব্যবহারকে আমিও ক্ষমা করলাম। শুধু একটি কথা বলে যাই, তোমার সংগীকে তুমি যদি ভালবাস তো এ ঘরে তা'কে নিয়ে রাত কাটিও না।"

ঘরটার চারদিকে চেয়ে ও বলতে লাগল: "আমি সন্ন্যাসী নই

ম্যাডেলাইন। জীবনে আমি অনেক ভোগ করেছি। তবু এঘরে আমি শুধু তোমাকে ছাড়া আর কারুকেই ভাবতে পারি না।"

চোখ দুটো ওর কামনায় চকচক করতে লাগল। ম্যাডেলাইনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ও বলল: "যাবার আগে একটিবার তোমার হাত দু'টি আমার হাতে দাও, ম্যাডেলাইন।"

ম্যাডেলাইন সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: "না, না, কিছুতেই আমি পারব না!"

জেক্‌সের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। ও'র দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে সে সশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল। ম্যাডেলাইনের ব্যবহার তা'র মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে দিল।

জেক্‌স্ চলে গেলে, ম্যাডেলাইন পাগলের মত পায়চারি করতে লাগল। তা'র ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে জেক্‌স্‌কে সব কথা খুলে বলে। জেক্‌সের বিদ্রুপে ও'র আত্মমর্যাদা যেন কলংকিত হয়ে গেছে। তা'কে ও বোঝাতে চায়, সে ও'কে যা' ভাবছে ও তা নয়। এই হীনতা, এই অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ও উন্মুখ হয়ে উঠল।

উইলিয়ম ফিরতেই ও বলে উঠল: "আমরা অত্যন্ত ভীরুর মত কাজ করেছি!"

"কি হলো?"—উইলিয়ম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল। ম্যাডেলাইন উন্মাদ হয়ে উঠল:

"আমাদের সম্পূর্ণ হার হয়ে গেছে উইলিয়ম! কেন আমরা চোরের মত পালিয়ে এলাম?"

"কি হয়েছে খুলে বল ম্যাডেলাইন"!—উইলিয়ম দারুণ

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল।

ম্যাডেলাইন অসহ্য রাগে ফেটে পড়ল ঃ "জেক্‌স্‌ এসেছিল—আমাকে সে চুমু খেতে চাইছিল।"

উইলিয়ম যেন কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু নির্বোধের মত ম্যাডেলাইনের দিকে চেয়ে রইল। ক্রমে দেহটা তার যেন এলিয়ে পড়ল, টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ঃ

"কিন্তু জেক্‌স্‌ তো চলে গেছে!"

"না যায় নি! আমি ও'কে দেখেছি। 'হলের' ওপাশের ঘরটায় রয়েছে ও!

"পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আমরা ও'র হাত থেকে মুক্তি পাবনা!

"তুমি ভুল করেছ উইলিয়ম! এত সহজে অতীতকে ভোলা যায় না। তুমি ভেবেছিলে এখানে আমাদের কেউ চেনে না—এখানে আমরা পরম শান্তিতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে যেতে পারব। কিন্তু দেখ্‌লে তো কি হলো?"

ম্যাডেলাইনের কথাগুলো উইলিয়মের বুকের মধ্যে ঝড় বইয়ে দিল। মুখে তা'র একটি কথাও ফুটল না। ম্যাডেলাইন বলতে লাগল ঃ "তোমার স্বপ্নের ওপর নির্ভর করে আমি ভুল করেছিলাম। পৃথিবীতে এমন কোন ঠাঁই নেই, উইলিয়ম, যেখানে গিয়ে আমরা সব ভুলে থাকতে পারি। পৃথিবীর অন্ধতম গহ্বরে যদি আমরা লুকোই—নিয়তি আমাদের খুঁজে বার করবেই। আহত পশুর মত আমরা কেবল ছুটেই বেড়াচ্ছি—মুখ থুবড়ে পড়ে আমাদের মরতেই হবে।" বলতে বলতে ম্যাডেলাইন যেন আরো হিংস্র

হয়ে উঠল।

"আমরা ভীরু—ভয়ানক ভীরু আমরা। না হলে, লা নোয়ারদ থেকে আমরা পালালাম কেন? মনে করে দেখ, তখনি আমি বলেছিলাম ব্যাপারটার নিষ্পত্তি কর। তুমি শুনলে না, পালাতে চাইলে! এখন? শয়তান আমাদের পিছনে তাড়া করেছে—আমাদের সে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে!"

ম্যাডেলাইনের হিংস্র কথাগুলো উইলিয়মের বুকে ধারাল ছুরির মত বসে যেতে লাগল। যন্ত্রণায় সে অধীর হয়ে উঠল। ও'কে শান্ত করার জন্য সে বলল: "আমি এখনো বিশ্বাস হারাইনি, ম্যাডেলাইন। আমার আশা আছে, আমরা সব ভুলে আবার সুখী হতে পারব।"

ম্যাডেলাইনের মুখে বিকৃত হাসি ফুটে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলল: "তুমি কি মনে কর প্রতি মুহূর্তে এই নরক-যন্ত্রণা সয়েও আমি মাথার ঠিক রাখতে পারব? না, উইলিয়ম—আমি পারব না! শান্তি না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।"

উইলিয়ম ও'র হাতদুটো নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল: "যাক্‌গে, ম্যাডেলাইন—যা' হবার হয়েছে, এখন শুতে চল। দেখ, আমিও কষ্ট পাচ্ছি! কাল সকালে উঠে আমরা চলে যাব। অনেক রাত হয়েছে—চল, শুয়ে পড়ি।"

বিছানার কাছে গিয়ে সে সুজনীটা তুলে ফেলল! ম্যাডেলাইন বিহ্বলভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল: "ও বিছানায় আমি তোমার সংগে শুতে পারব না—না, কিছুতেই পারব না!"

উইলিয়ম বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

"তোমাকে আমি এতক্ষণ বলিনি উইলিয়ম, এঘরে আমি জেক্‌সের সংগে আগে এসেছি। ঐ বিছানায় জেক্‌সের সংগে রাত কাটিয়েছি।"—ম্যাডেলাইন বিছানার দিকে আঙুল দেখাল।

উইলিয়ম ও'র স্ত্রীর নিষ্ঠুর বর্ণনায় কেঁপে উঠল! ম্যাডেলাইন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আপন মনে বলতে লাগল: "ঘরটার সব কিছুই আমার চেনা!"

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও বিকৃত মুখে চারিদিকে চাইতে লাগল। ও'র চোখে উন্মাদের দৃষ্টি ফুটে উঠল। উইলিয়ম সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল: "ম্যাডেলাইন, তুমি অমন করে চেও না! আমি সইতে পারছিনা!"

চারিদিকে চাইতে চাইতে আপনমনেই ম্যাডেলাইন বলতে লাগল: "সব···সব আমার চেনা···। উইলিয়ম আমি আর পারছিনা—যন্ত্রণায় আমার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে! আমাকে বাঁচাও—আমাকে ভুলিয়ে দাও। আমি সব কিছু ভুলতে চাই! ওঃ! আমি যদি এই মুহূর্তে মরে যাই কিম্বা পাগল হয়ে যাই তো বাঁচি···!

"উঃ! আর পারছিনা আমি—উইলিয়ম আমি চুপ করতে পারছিনা!"—ম্যাডেলাইনের দেহটা বেতসপত্রের মত থরথর করে কাঁপতে লাগল। উন্মত্ত দৃষ্টিতে সে উইলিয়মের দিকে চেয়ে রইল। ও'র অবস্থা দেখে উইলিয়ম অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। ও'র দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল:

"ম্যাডেলাইন···ম্যাডেলাইন···!!"

দুরন্ত কান্নায় ম্যাডেলাইন ভেঙে পড়ল। অশ্রুর বন্যায় ও'র উন্মত্ততা ধুয়ে সাফ হয়ে গেল। স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ফিরে

আসতেই ও বুঝল, অকারণে ও উইলিয়মকে ব্যথা দিয়েছে। ও'র ঐ নিষ্ঠুরতা উইলিয়ম হয়তো আর জীবনে ভুলতে পারবে না।

তীব্র ক্ষোভে মনটা ও'র ভরে উঠল। দু'হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে উইলিয়মের পাশে বসে পড়ে ও বলল: "আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম উইলিয়ম! তোমাকে আমি অকারণে ব্যথা দিয়েছি। কিন্তু উইলিয়ম, তুমি তো জান এ আমার স্বভাব নয়। তোমাকে আমি ভালবাসি—আমি তোমার অযোগ্য নই। আমাকে বিশ্বাস কর—কেন যে এমন হলো আমি নিজেই জানিনা।"

উইলিয়ম চুপ করে রইল।

ম্যাডেলাইন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগল: "আমাদের সম্পর্ক হয়তো আজ শেষ হয়ে গেল। তোমাকে আমি দোষ দিই না। তোমার ঘৃণারই যোগ্য আমি...। মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোনো পথই খোলা নেই!"

"মৃত্যু?" উইলিয়ম ভাবলেশহীন চোখ তুলে চাইল। "না, না, এর মধ্যে সব শেষ হতে পারে না...!"—ভগ্নকণ্ঠে বলল সে।

"হয়তো আজ হয়নি—হয়তো বা কোনোদিনই হবে না! কিন্তু আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর উইলিয়ম, যেদিন এ জীবন আমার দুর্বহ হয়ে উঠবে, সেদিন জীবনকে নিয়ে যা খুশী করার স্বাধীনতা তুমি দেবে!"

উইলিয়ম নিরুপায়ভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে টুপীটা কুড়িয়ে নিল।

"তুমি কি কাল সকাল অবধি থাকবে না?"—ম্যাডেলাইন প্রশ্ন করল।

"না, আর এক মুহূর্ত'ও না"—উইলিয়ম বলল। "এখনি আমরা রওনা হব।" পা টিপে টিপে ওরা নীচে নেমে গেল। পাছে কোনো শব্দ শুনে জেক্‌স্ উঠে আসে এই ভয়ে ওদের বুক দুরদুর করতে লাগল।

এখন প্যারিসে যাওয়ার আর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। মুমূর্ষু-জন্তুর মত ও'রা লা নোয়ারদের থম্‌থমে নিঝুম গহ্বরে ফিরে চলল।

বিষণ্ন স্তব্ধতার মধ্যে ও'দের ঘোড়াটা ছুটে চলল। উইলিয়ম মাঝে মাঝে মুখে একটা শব্দ করে ঘোড়াটাকে আরো তাড়াতাড়ি ছোটানোর চেষ্টা করতে লাগল। আর ম্যাডেলাইন পথের ওপর গাড়ীর হলদে আলোর রেখাটার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে রইল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসে ওদের হাত পা' অসাড় হয়ে গেল।

এগারো

লা নোয়ারদের একঘেঁয়ে দিনগুলো উইলিয়ম আর ম্যাডেলাইনের কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠল। কিছুদিন আগে যে অগ্নিকুণ্ডের পাশটিতে বসলেই তাঁদের হাসিঠাট্টার অন্ত থাকত না, আজকাল সেইখানে বসে তাঁরা কথাই খুঁজে পায় না। বাইরের জগতে কোনো পরিবর্তনই হয়নি—পরিবর্তন হয়েছে তাদের অন্তর্জগতের। আজ কাল তাঁদের চোখের সেই কোমল সপ্রেম দৃষ্টি কোথায় হারিয়ে গেছে। পরস্পরকে ওরা আর সহ্য করতে পারে না। ওদের ভিতর দুয়ারে কপাট লেগেছে, তাই বাইরের দুয়ার খোলা থেকেও আর কোনো ফলই হচ্ছেনা।

ঘরগুলো যেন শ্মশান হয়ে উঠেছে। সেই সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসে ও'রা অকারণেই কেঁপে ওঠে। বারবার উঠে ও'রা কার যেন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকারে বাগানের গাছগুলো ডালপালা মেলে রহস্যময় দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

অতীত সম্বন্ধে কোনো আলোচনাও ও'রা করেনা। কথা বলার ধৈর্যও ও'রা হারিয়ে ফেলেছে।

হোয়াইট ষ্ট্যাগের সেই ভয়ংকর ঘটনা ও'দের পঙ্গু করে দিয়েছে। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অক্ষম শক্তিহীন হয়ে ও'রা ফিরে এসেছে। মাঝে মাঝে ও'রা ভাবে জেক্স্ হয়তো দু'একদিনের

মধ্যেই ফিরবে—তখন যা' হয় একটা কিছু না করলে চলবে না। কিন্তু এই ভাবনাতেই যেন ও'রা আরো অবসন্ন হয়ে পড়ে।

এই আলস্যময় বাস্তব জীবন, ও'দের ক্রমশঃ স্থূল করে তুলতে লাগল। ম্যাডেলাইনের সুন্দর তন্বীদেহ ক্রমে দুর্বল হয়ে উঠল। ভালমন্দ খেয়ে আর ঘুমিয়ে তা'র দিন কাটছে। উইলিয়মেরও একই অবস্থা। আগুনের পাশে বসে চিমটে দিয়ে আগুন খোঁচানো ছাড়া তা'র আর কোনো কাজ নেই।

ওদের মনে হতে লাগল এই অফুরন্ত বিশ্রামের দিনগুলো যেন ফুরোবে না। প্রতিটি মুহূর্তকে ও'রা অনুভব করতে লাগল।

এদিকে জেনেভিএভও ও'দের সমানে জ্বালাতন করে চলেছে। তা'র নিরস কঠিন কৌমার্য তা'কে ম্যাডেলাইনের ওপর ক্রুদ্ধ করে তুলতে লাগল। সারাজীবন যে আনন্দের স্বাদ সে পায় নি, ম্যাডেলাইন সেই আনন্দ ভোগ করেছে এই চিন্তায় সে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা সে তা'র প্রকাণ্ড বাইবেলটা সুর করে পড়তে লাগল। উইলিয়ম একদিন তা'কে বাইবেলটা বৈঠকখানায় না পড়ে, অন্য কোথাও বসে পড়তে বলল। সে তা'তে বলল যে, সকলকে নরক থেকে রক্ষা করার জন্যই সে বাইবেল পড়ে—কাজেই ও'দের সুমুখেই সে বাইবেল পড়বে। নিয়মমত সে ও'দের সুমুখে বাইবেল পড়তে লাগল।

জেনেভিএভের কাছে অপমান হয়ে ম্যাডেলাইন সময় সময় রেগে উঠত। জেনেভিএভ তা'র ছোঁয়া খায়না।

এক একদিন রেগে সে চেঁচিয়ে উঠত: "বেরিয়ে যাও—এখনি

এখান থেকে চলে যাও তুমি ! আমি একটা বদ্ধ পাগল নিয়ে ঘর করতে পারব না।” পর মুহূর্তে'ই রাগটা ও'র উইলিয়মের ওপর গিয়ে পড়ত। সে তা'কে বলত ঃ “তুমি কি ভীরু উইলিয়ম ! তোমার স্ত্রীকে যে এভাবে অপমান করে তা'কে তুমি কিছু বলবে না ?”

জেনেভিএভ ম্যাডেলাইনের দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বলত ঃ “ও ভীরু নয়। ও জানে আমি কারুকে অপমান করিনি। ভগবান আমাকে দিয়ে তাঁর নিজের কথা বলাচ্ছেন।”

ম্যাডেলাইন ক্ষেপে উঠত।

“তোমাকে আমি তাড়াবই। আমি মনিব, তুমি চাকর—এটা ভুলে যেও না।”

জেনেভিএভও রাগে নাচ্‌তে আরম্ভ করত ঃ “চাকর ?—আমি কারুর চাকর নই। আমি যাব না। ভগবান আমাকে, আমার উইলিয়মকে, তোমার কবল থেকে বাঁচাতে বলেছেন। তুমি মরবে—যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে করতে তোমাকে মরতে হ'বে।”

জেনেভিএভের স্পর্দ্ধায় ম্যাডেলাইন রাগে উন্মাদ হয়ে উঠত ! অক্ষম ক্রোধে তা'র চোখে জল আসত।

জেনেভিএভের কাছে তা'কে হার স্বীকার করতেই হতো। ও'র কথা শুনে শুনে তা'র এমন অবস্থা হয়েছিল যে নিজেকে তা'র সত্যি একটা ভয়ংকর জীব বলে মনে হতো। আর্শির সুমুখে দাঁড়িয়ে নিজের সুন্দর দেহের দিকে চেয়ে নিজেই সে চমকে উঠত।

এদিকে তা'র মানসিক দুরবস্থা উইলিয়মের মনের ওপর প্রবলভাবে কাজ করতে লাগল। সে যেন সবসময় দুঃস্বপ্নের মধ্যে

কাটাতে লাগল। এমনিভাবে লা নোয়ারদের অবস্থা ক্রমে ভয়ংকর হয়ে উঠল। জেনেভিএভের তীক্ষ্ণ নিরস কণ্ঠের প্রার্থনা বাড়িটাকে সারারাত একটা ভৌতিক আবহাওয়ায় ভরিয়ে রাখত!

এই দারুণ দূরবস্থার মধ্যে লুসী আবার ওদের দুঃখকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। চাষী-বৌ হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় লুসীকে ওরা নিয়ে আসতে বাধ্য হলো। লুসীর মুখের দিকে চাইলেই উইলিয়ম যেন আরো বিষন্ন হয়ে পড়ত। প্রাণপণে ওকে সে ভুলে থাকতে চাইত। ও'র সংগে সে একটি কথাও বলত না—ও কাছে এলে সে ভয়ে দূরে সরে যেত।

এই নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে পড়ে লুসীও তা'র শিশুসুলভ চাপল্য হারিয়ে ফেলল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বুড়ীর মত চুপ করে বসে থাকত। শিশুমনের স্বাভাবিক অনুভূতি দিয়ে সে বুঝতে পেরেছিল—তা'র বাবা আর তা'কে ভালবাসে না।

উইলিয়ম লুসীর হৈ চৈ সহ্য করতে পারেনা দেখে ম্যাডেলাইনও প্রায়ই তাকে বকাবকি করত। ফলে, লুসী সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকত। হাসি, খেলা সে প্রায় ভুলেই গেল। আগুনের পাশটিতে চুপ করে বসে সে আপনমনে মাথা দোলাত। মাঝে মাঝে মুখ তুলে সে বাবার দিকে চাইত। উইলিয়ম তা'র উদার চাহনীর মধ্যে জেক্‌সের ছায়া দেখে শিউরে উঠত। লুসীর দৃষ্টি দেখলে মনে হতো সে যেন তা'র বাবার মনটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তা'র এই গম্ভীর দৃষ্টি উইলিয়মকে আরো অধীর করে তুলত। তা'র মনে হতো লুসী বুঝি এখনি এমন কিছু বলবে যা' সে কোনো মতেই সইতে পারবে না।

এমনিভাবে লুসীর মধ্যে দিয়ে প্রতিমুহূর্তেই জেক্সের উপস্থিতিকে অনুভব করে ও'রা দুজনেই অস্থির হয়ে উঠল। উইলিয়মের ইচ্ছে হতো দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে মেয়ের প্রতি তা'র মনে এক অদ্ভুত ধরনের ভালবাসাও ছিল। ও'র বিষন্ন মুর্তির দিকে চেয়ে বুকটা তা'র বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠত। ইচ্ছে হতো ও'কে বুকে টেনে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়। কিন্তু হাত বাড়াতে গিয়েও সে আবার পিছিয়ে আসত। জেক্স্…জেক্স্…লুসীর মুখখানা ঠিক জেক্সের মত…!

মাঝে মাঝে তা'র মনে হতো সত্যি কি লুসী তা'র মেয়ে নয়…? কিন্তু নিজের চিন্তার ভয়াবহতায় নিজেই সে চমকে উঠত। দারুণ ঈর্ষায় বুকটা তা'র জ্বলে উঠত। ক্রোধে ঘৃণায় তা'র দেহটা কুঁকড়ে যেত।

একদিন সন্ধ্যেবেলা আগুনের পাশে বসে বসে লুসী মা'য়ের হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে সে খুঁত খুঁত করছে। তা'কে তুলতে গিয়ে ম্যাডেলাইন দেখল জ্বরে তা'র গা' পুড়ে যাচ্ছে।

ম্যাডেলাইন ভয় পেয়ে গেল। তা'র মনে হলো লুসীর জ্বরটা সহজ নয়। ও'র ছোট্ট খাটটা সে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গেল। রাতে সে অসুস্থ মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে চায় না। উইলিয়ম প্রকাণ্ড বিছানায় একা শুয়ে জেগে জেগে রাত কাটিয়ে দিল। অন্ধকারের মধ্যে সে দেখতে লাগল ম্যাডেলাইন মেয়ের পাশে ঝুঁকে বসে রয়েছে। তা'র কেমন যেন মনে হতে লাগল লুসী আর বাঁচবে না। বুকটা তা'র অব্যক্ত বেদনায় টনটন করতে

লাগল।

পরেরদিন সকালে ডাক্তার দেখে বললেন, লুসী'র বসন্ত হয়েছে। ম্যাডেলাইন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে মেয়ের বিছানার পাশে আশ্রয় নিল। আর কারুকে সে ও'র ধারেও ঘেঁষতে দিল না।

উইলিয়ম ভূতে পাওয়া মানুষের মত সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাতে ঘরে শুয়ে শুয়ে ও লুসীর কান্না শুনতে পেত—ওষুধের গন্ধে হাওয়াটা যেন ভারী হয়ে উঠত। দারুণ অবসাদ নিয়ে শুয়েও ও একবারও চোখের পাতা দুটো এক করতে পারত না।

ম্যাডেলাইনের লুসীকে অক্লান্ত সেবা করা দেখে মাঝে মাঝে তা'র মনে ঈর্ষা জেগে উঠত। সে ভাবত: লুসীকে যদি জেক্‌সের মত দেখতে না হয়ে তা'র মত দেখতে হতো, তা'হলে ম্যাডেলাইন কি এত সেবা করত? লুসীর মধ্যে জেক্‌সের ছায়া রয়েছে—তাই কি ও এত আগ্রহ নিয়ে তা'কে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছে?

এমনিভাবে চিন্তা করতে করতে একদিন হঠাৎ নিষ্ঠুর সত্য তা'র চোখের সুমুখে ঝিলিক দিয়ে গেল। সে বুঝল লুসী বেঁচে ওঠে এটা সে চায় না। ভয়ে তা'র বুক কেঁপে উঠল। নিজের ওপর ঘৃণায় তা'র অন্তর কালো হয়ে গেল।

নিজেকে তা'র খুনী বলে মনে হতে লাগল। আজ যখন সে মেয়ের মৃত্যু কামনা করতে পারছে, তখন দু'দিন পরে নিজের হাতেই হয়তো তাকে খুনও করতে পারবে!

বিকারের ঘোরে লুসী মাঝে মাঝে 'বাবা বাবা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। উইলিয়ম ভাবে, সত্যি কি লুসী তা'কেই খুঁজছে। বিছানার পাশে

ঝুঁকে পড়ে সে ও'র দিকে চেয়ে থাকে।

লুসীর সুনীল চোখের ফাঁকা দৃষ্টির দিকে চেয়েও তা'র মনে হয় সে দৃষ্টি তা'কে পার হয়ে যেন কোন সুদূরে হারিয়ে গেছে। দারুণ বেদনা নিয়ে উইলিয়ম ফিরে আসে।

মাঝে মাঝে বিকারের ঝোঁকে লুসী আপনমনে তা'র পুতুল—তা'র খেলা নিয়ে কথা বলে। ম্যাডেলাইনের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে থাকে। ও'র মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে ও'র কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করে।

উইলিয়ম এ দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। ঘর থেকে পালিয়ে যাবার জন্য সে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু ম্যাডেলাইন তা'কে বাধা দেয়ঃ "তুমি যেও না—ও একটু সুস্থ হলেই তোমাকে খোঁজে। সে সময় তোমায় না দেখতে পেলে ও কাঁদবে…।"

উইলিয়মের নিজেকে যেন অপরাধী বলে মনে হয়। নিরুপায় হয়ে সে বসে পড়ে। লুসীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সে শিউরে ওঠে। দারুণ রোগে লুসীর ছোট্ট মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই বীভৎসতা দেখেও তা'র মনে মাঝে মাঝে আনন্দ জেগে ওঠে। হয়তো জেক্সের সংগে ও'র মুখের মিল বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সে যা' ভেবেছিল সত্যিই তাই ঘটল। লুসীর মুখে জেক্সের সংগে মিলের আর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রইল না। উইলিয়ম মনে মনে পরম শান্তিলাভ করে ও'র বিছানার পাশে এসে বসল। তা'র মনে হতে লাগল, লুসী সত্যি তা'রই মেয়ে…!

এমনিভাবে বেশ কিছুদিন ভোগার পর একদিন ডাক্তার বলে গেলেন আর কোনো ভয় নেই—ভয় কেটে গেছে। তবে সম্পূর্ণ

সেরে উঠতে লুসীর এখনো বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। উইলিয়মের মনটা আনন্দে ভরে উঠল। সে একদৃষ্টে লুসীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ধীরে ধীরে লুসীর দেহের গুটীগুলো মিলিয়ে যেতে লাগল। লুসী স্বাভাবিক হয়ে উঠছে দেখে, উইলিয়মের বুকটা কিন্তু দুরদুর করে উঠল : জেক্‌সের সংগে ও'র আগেকার মিল আবার ফিরে আসবে নাকি ? নিজেকে আর দমন করতে না পেরে একদিন সে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল :···"আচ্ছা ডাক্তারবাবু লুসীর চেহারা কি আবার আগের মত হবে ?"

ডাক্তার সহজভাবে আশ্বাস দিয়ে বললেন : "ভয়ের কিছু নেই কাউণ্ট, আমার মনে হয় ও'র মুখে কোনো দাগ হবে না !"

ম্যাডেলাইন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের জবাব শুনল।

ডাক্তারের কথায় উইলিয়মের মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যে, সে বিস্মিত দৃষ্টিতে ও'র দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তার চলে গেলে সে চুপি চুপি প্রশ্ন করল : "উইলিয়ম, তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠলে কি করে ? তুমি চাও, তোমার মেয়ের দেহটা বিকৃত হয়ে থাক্ ?"

উইলিয়ম লজ্জায় মুখ তুলতে পারল না। আরো দু'সপ্তাহ কেটে গেল। লুসী ক্রমে তা'র হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পেতে লাগল। ডাক্তারের কথা সত্যি ফলে গেল। 'খুসকী'গুলো পড়ে যাওয়ার পর মুখে ও'র কোনো চিহ্নও রইল না। ও'র মুখের দিকে চেয়ে উইলিয়মের অস্বস্তির সীমা রইল না। তা'র অসুস্থ মস্তিকে নতুন নতুন চিন্তা জেগে উঠতে লাগল। তীব্র দৃষ্টিতে সে

মেয়ের প্রতি ম্যাডেলাইনের ভাবভংগী লক্ষ্য করতে লাগল। তা'র দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল, ম্যাডেলাইনের ওপরও তা'র পূর্ব প্রণয়ীর ছাপ রয়ে গেছে। ম্যাডেলাইন তা'র কাছে জেক্‌সেরই অংশ বিশেষে পরিণত হলো।

উইলিয়মের ধারণাটা একেবারে ভুল নয়। জেক্‌সের সংগে ঘনিষ্ঠতার ফলে ম্যাডেলাইনের আচারব্যবহার, চিন্তাধারায় সত্যি জেক্‌সের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই ও জেক্‌সের বাচনভংগী, জেক্‌সের কথাবার্তার অনুকরণ করত। ওর কুমারীত্বের ওপর যে ছাপ একদিন পড়েছিল, ও'র নারীত্ব তা'কে বহন করে চলেছে। জেক্‌সের জন্যই ও'র নারীত্ব বিকশিত হয়ে উঠেছে। ও'র প্রতি রক্ত কণিকায় তা'র অনুভূতি জেগে রয়েছে। দেহে-মনে ও তা'রই প্রতিকৃতি হয়ে উঠেছে। তা'র সংগে বিচ্ছেদের পরেও এ চিহ্ন ও'র জীবন থেকে অবলুপ্ত হয়নি।

উইলিয়মের কোমল প্রেম ও'র মধ্যে অবশ্য অনেক পরিবর্তন এনেছে। ও'র মুখের দৃঢ়তার মধ্যে কোমলতার ছায়া নেমে এসেছে। কিন্তু তবু ও'র মধ্যে জেক্‌স্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

ম্যাডেলাইনের কথা শুনে উইলিয়ম মাঝে মাঝে চমকে উঠত। তা'র মনে হতো জেক্‌স্ বার্থিয়ার যেন তা'র সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অব্যক্ত বেদনায় তা'র বুকের শিরা উপশিরাগুলো টন্‌টনিয়ে উঠত।

ম্যাডেলাইনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিরাট পরিবর্তন আসছে। পাঁচ বছর আগে সে যা' ছিল আবার যেন সে তাই হয়ে উঠছে। উইলিয়মের সংগে পরিচয়ের আগের অবস্থা আবার তা'র মধ্যে জেগে

উঠেছে। তা'র কোমল কমনীয়তা সংযত সৌন্দর্য ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। সে নিখুঁতভাবে সাজসজ্জা করা ছেড়ে দিয়েছে। রু সুক্লোটে থাকতে যেমন এলোমেলোভাবে সে থাকত আবার তেমনিভাবে থাকতে শুরু করেছে। মাথার লাল চুলগুলো তা'র আজকাল উস্কোখুস্কো হয়ে হাওয়ায় ওড়ে। জামার বোতাম আর সে ভাল করে লাগায় না। খোলা জামার মধ্যে থেকে তা'র পরিপূর্ণ নিটোল পীনবক্ষ মাঝে মাঝে উঁকি দিতে থাকে।

মাঝে মাঝে সে এমন সব অশ্লীল কথা ব্যবহার করে যা' লা নোয়ারদে আগে কখনো শোনা যায়নি। তা'র দেহমন একটা অসংযত স্থূলতায় ভরে উঠছে। উইলিয়ম তা'র ব্যবহার লক্ষ্য করে চমকে ওঠে। ও'র কদর্য আচার-ব্যবহার, নির্লজ্জ নগ্নতা দেখে উইলিয়ম আশ্চর্য হয়ে যায়। তা'র মানসপ্রিয়া কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সেই পবিত্রতা, সেই সুক্ষ্ম রুচির চিহ্নমাত্র আর ম্যাডেলাইনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। উইলিয়মের মনটা ঘৃণায় কালো হয়ে যায়—তা'র মনে হয় সে যেন নিজেকে এক অতি জঘন্য গণিকার ক্রীতদাস করে ফেলেছে। তা'র প্রেম ওকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারেনি। অতীতের পাপপংকে আজো ও' ডুবে রয়েছে। সে ভাবে ঃ তাহলে এটাই ম্যাডেলাইনের স্বরূপ। মাঝখানে যে পরিবর্তন ও'র মধ্যে এসেছিল সেটা সাময়িক ! ও নরকের জীব—নরক ছেড়ে ও বাঁচতে পারেনা !

ও'র এই পরিবর্তনের কারণ ম্যাডেলাইন নিজেও বুঝতে পারে না। হাত-পা ছেড়ে ও শুধু পরিবর্তনের বন্যায় ভেসে চলে। জেক্‌স্‌কে ও ভালবাসে না সত্যি, কিন্তু তবু তা'কে অস্বীকার

করার শক্তি ও'র নেই। ও জেক্‌সেরই সম্পত্তি। এখনো রাতের গভীর অন্ধকারে ওর অনুভূতি ও'কে জেক্‌সের ধর্ষিতা রমণী করে তোলে। জেক্‌স্ সবলে ওর ওপর নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তা'কে ও' কোনোমতেই মুছতে পারবে না।

ও বোঝে দেহে ও আজো জেক্‌সেরই রয়েছে। কিন্তু ও'র মন চাইছে উইলিয়মকে। দেহ-মনের এই যুদ্ধে ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ও'র অতীতের গণিকাসুলভ মনোভাব বর্তমানের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে দেখে ও নিজের ওপরই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অবিশ্রান্ত টানাপোড়েনে ও ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। অসহায়ের মত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়।

রাতে ঘুমোলেই ও জেক্‌স্‌কে স্বপ্ন দেখে। সকালে উঠে উইলিয়মের করুণ দৃষ্টির সুমুখে দাঁড়াতে লজ্জায় ও লাল হয়ে ওঠে। ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আজ থেকে আর রাতে ও ঘুমোবে না।

একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও চেঁচিয়ে উঠল। উইলিয়ম তাড়াতাড়ি উঠে আলোটা তুলে ও'কে দেখতে লাগল। কিন্তু যখন দেখল ও এমনি ঘুমের মধ্যে ছটফট করছে তখন ওর গায়ের চাদরটা ভাল করে টেনে দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু শুতে গিয়ে সে শুনল ম্যাডেলাইন ঘুমের ঘোরে জেক্‌সের নাম করছে। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সে স্থির দৃষ্টিতে ও'র দিকে চেয়ে রইল। ম্যাডেলাইন হাঁফাচ্ছে। হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে ও চাপা গলায় ডাকছে: "জেক্‌স্, জেক্‌স্!"—ওর কণ্ঠে তীব্র কামনার সুর উপচে পড়ছে। রাগে উইলিয়ম পাগল হয়ে গেল! তা'র ইচ্ছে হলো সেই মুহূর্তে গলা টিপে ও'কে খুন করে। ও'র

কাঁধটা ধরে প্রবল ঝাঁকানী দিয়ে সে ডাকল: "ম্যাডেলাইন··· ম্যাডেলাইন!"

ম্যাডেলাইন চমকে উঠে বসল। ঘামে ও'র সর্বাংগ ভিজে যাচ্ছে। "কি হলো?"—ও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজের দিকে লক্ষ্য পড়তেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। ও'র কোমর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নগ্ন,—বিছানার চাদরটা কুঁচকে গেছে,—স্বামী তীব্র দৃষ্টিতে ও'র দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে সব মনে পড়ে গেল। বালিশে মুখ গুঁজে ও' অঝোরে কাঁদতে লাগল।

ও'রা কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। উন্মত্ত উইলিয়ম স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল: স্বামীর পাশে শুয়ে যে নারী গণিকাবৃত্তি করে তা'কে খুন করাই উচিত। ম্যাডেলাইনও নিজের ওপর রাগে ফুলতে লাগল। নিতান্ত অনিচ্ছায় ও' যে উচ্ছৃঙ্খল লালসার দাসত্ব করছে এটা বুঝতে পেরে ও'র মনটা দুঃখে ভরে উঠল।

স্বপ্নটা ও'র স্পষ্ট মনে পড়ছে। সুতীব্র কামনা নিয়ে জেক্‌স্‌কে ও ডেকেছিল—তা'র বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গনে ও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু উইলিয়ম কি সব শুনেছে? ও কি ও'র মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে?—ভয়ে ম্যাডেলাইনের সর্বাংগে কাঁটা দিয়ে উঠল।

উইলিয়ম, ম্যাডেলাইনের স্পর্শ বাঁচিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। মাথার নীচে হাত রেখে ও শূন্য দৃষ্টিতে ছাদের দিকে চেয়ে রইল। ম্যাডেলাইন জামাটা গায়ে টেনে নিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে

বসে কাঁদতে লাগল। উইলিয়মের কঠিন স্তব্ধতায় সে দারুণ ভয় পেয়ে গেল। এর চেয়ে যদি উইলিয়ম তা'কে মারত, তাহলে অনেক ভাল হতো।

সে বুঝল এমনিভাবে যদি ও' কেবল চুপ করেই থাকে তাহলে ও'দের সম্পর্ক ক্রমে শেষ হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে, ঘটলও তাই। ওদের দুজনের মাঝখানে জেক্স্ ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াল। সেই রাতের পর থেকে ও'দের সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। প্রাণপণ চেস্টায় জেক্স্‌কে ও'রা মন থেকে সরাতে পারল না। অক্ষমের মত ও'রা পরাজয় স্বীকার করে নিল। যে নারী প্রতি রাত্রে অন্য পুরুষকে স্বপ্ন দেখে, তা'র পাশে রাত কাটানো উইলিয়মের পক্ষে অসম্ভব। এদিকে ম্যাডেলাইনও রোজ রাত্তিরে জেগে থাকতে পারে না। অথচ ঘুমুলেই জেক্স্ এসে দাঁড়ায়। অগত্যা ও'রা আলাদা বিছানায় শোয়া আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে ওদের ব্যবধানের দুর্লংঘ প্রাচীর গড়ে উঠতে লাগল। অতীতকে ফিরিয়ে আনার নিস্ফল প্রয়াস ও'রা একেবারে ছেড়ে দিল। এক বাড়িতে থাকার আনন্দ-টুকুকে নিয়েই ওরা দিন কাটাতে লাগল।

কিন্তু তবু জেক্স্ হঠাৎ কবে এসে উপস্থিত হয় এই আশংকায় ও'রা শংকিত হয়ে রইল। যতদিন যায় ভয়ও ওদের তত বাড়ে। শেষে এক মাস কেটে যাওয়ার পর ও'রা প্রতিমুহুর্তেই ভয় পেতে লাগল, এই বুঝি জেক্স্ এসে পড়ে।

কিন্তু নিজেদের ভয়ের কথা ও'রা পরস্পরের কাছেও প্রকাশ করতে পারল না।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকে উইলিয়ম জেক্‌সের একটা চিঠি পেল। জেক্‌স্‌ ও'র সেই সহকর্মীর মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছে। চিঠির শেষদিকে সে লিখেছে—একটি মেয়ের সংগে সে এখন নীসে যাচ্ছে। মেয়েটি ভারী সুন্দর। কাজেই ভিটুইএ ফিরতে এখন তা'র বেশ কিছুদিন দেরী হতে পারে।

উইলিয়ম চিঠিটা ম্যাডেলাইনকে পড়তে দিয়ে তা'র মুখের দিকে চেয়ে রইল। ম্যাডেলাইন নিঃশব্দে চিঠিটা পড়ে ও'র হাতে ফিরিয়ে দিল। মুখে তা'র কোন ভাববৈলক্ষণ্য ফুটলনা।

গত দু'মাসে এখানটা ও'দের অসহ্য হয়ে উঠেছে। জেক্‌সের আপাততঃ না আসার খবর পেয়ে ও'রা কিছুদিনের মত ঘুরে আসবে ঠিক করল। ও'রা ঠিক করল মার্চের মাঝামাঝি সময় লুসী আরেকটু সেরে উঠলেই ও'রা বেরিয়ে পড়বে।

বারো

বছর পাঁচেক ধরে রু ত্ত বুলোঁর বাড়িটা খালি পড়ে আছে। উইলিয়ম প্রায়ই ভাবত দু'চার সপ্তাহ ওখানে থাকবে। তাই বাড়িটা সে ভাড়া দেয়নি। লা নোয়ারদের একটি বুড়ো চাকরকে সে বাড়িটা দেখাশোনা করার ভার দিয়ে ওখানে রেখে দিয়েছিল।

বুড়োর কাজ বিশেষ কিছুই ছিল না। সপ্তাহে একবার করে সে ঘরগুলোতে আলো বাতাস ঢোকার জন্য জানালাগুলো খুলে দিত। মাঝে মাঝে অগ্নিকুণ্ডে একটু আগুন জ্বালিয়ে ঘরগুলোকে শুকনো করে রাখত।

কাউণ্ট এবং কাউণ্টেসের আসার খবর পেয়ে ঘরগুলো সে ঝেড়েমুছে সাফ করে রাখল। ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার ঘরগুলো দেখে ও'দের মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। অগ্নিকুণ্ডের আগুনের রক্তিম আভার দিকে চেয়ে ও'দের এই বাড়িতে পুরোনো সুখের দিনগুলো মনে পড়তে লাগল। মনে মনে ও'দের ভয় ছিল হয়তো এখানেও ও'রা সেই ছোট্ট বাগানবাড়ির মতই দৃশ্য দেখবে।

কিন্তু এখানে এসে ও'দের বেশ ভাল লাগল। শুধু একটি জিনিষ উইলিয়মের মনটাকে কতকটা বিষন্ন করে তুলল। ড্রেসিং টেবিলের ওপর এখনো জেক্‌সের ছবিটা সাজানো রয়েছে। ম্যাডেলাইনের সে দিকে চোখ পড়ার আগেই সে ওটাকে জুতো রাখার ঘরে ছুড়ে ফেলে দিল। উল্টে পড়ে ছবিটার কাঁচ ভেঙে গেল।

নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনের ওপর আর তাদের লোভ নেই। আগে একা থাকতেই ও'রা আনন্দ পেত, কিন্তু এখন একাকীত্বে, চিন্তাও ওদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। মখমল মোড়া প্রিয় চেয়ার দু'টো, সুসজ্জিত শোবার ঘরটা দেখে ও'দের বুকের মধ্যেটা বেদনায় টনটন্ করে উঠল।

নিছক আনন্দ করার জন্যই ওরা প্যারিসে এসেছে। কাজেই বাড়িটা ও'দের কাছে সাময়িক আশ্রয় ছাড়া আর কিছুই নয়। সারা দিন-রাত ও'রা থিয়েটার দেখে, জলসা শুনে কাটাতে লাগল।

প্যারিসের অভিজাত সমাজ অমিত ঐশ্বর্যশালী, ইতিহাস প্রসিদ্ধ দ্য ভাগু'র তরুণ সুদর্শন কাউন্ট এবং অপূর্ব লাবণ্যময়ী কাউণ্টেসকে নিজেদের মধ্যে সাদরে আমন্ত্রণ করে নিল।

উইলিয়ম আর ম্যাডেলাইন প্রতি রাত্রেই নিমন্ত্রণ পেতে লাগল। বাড়ি থেকে একসাথে বেরিয়ে নিমন্ত্রণের আসরে গিয়ে ও'রা আলাদা হয়ে যেত। এমন কি এক একদিন সারা সন্ধ্যার মধ্যে ও'দের পরস্পরের সংগে কথা বলারও সুযোগ হতো না।

নতুন জীবনের স্বাদ প্রথমটা ওদের বেশ ভাল লাগল। কোথায় নিমন্ত্রণ যাচ্ছে সে বিষয়ে চিন্তা করারও ওদের অবকাশ ছিল না। বাড়িতে থাকতে হবেনা, মাত্র এইটুকুতেই ও'রা খুশী। ম্যাডেলাইনের মুখে হাসি লেগেই আছে। সম্মানীয়া অতিথি হিসাবে সে প্রচুর খাতির পাচ্ছে।

গান বাজনার আসরে পিয়ানোর কাছে বসে সে যেন মোহিত হয়ে যায়—কিন্তু আসলে সে তা'র হৃদস্পদন ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। নাচের আসরে সে বাচবিচার করে না। যে তা'র

সংগে নাচতে চায় তাকেই সে সংগীরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু নাচের শেষে তা'র মনেও থাকেনা লোকটা কেমন—বেঁটে না লম্বা, কালো না ফর্সা। উজ্জ্বল আলো, হৈ চৈ, ছুটোছুটি এইটুকুমাত্র পেলেই সে সন্তুষ্ট।

উইলিয়ম নিজের বৈশিষ্ট্য আর গাম্ভীর্য নিয়ে চুপ করে এক কোণে বসে থাকে। অসংখ্য প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় হীরা-মুক্তা-খচিত অর্দ্ধনগ্ন পীনবক্ষের ভীড়ের দিকে চেয়েও ও কিছুই দেখতে পায় না।

মাঝে মাঝে ও তাস খেলতে বসে। খেলতে বসে ও এমন ভাব দেখায় যেন খেলায় ও'র দারুণ আগ্রহ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাসের ও কিছুই জানেনা। খেলার হার-জিতে প্রচুর টাকা লাভ-লোকসানেও ও'র কোন ভাবান্তর দেখা যায় না।

লোকজনের সংগে মেলামেশা ও'র স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু শুধু ম্যাডেলাইনের সংগ এড়াবার জন্যই ও এইসব আমোদপ্রমোদে যোগ দেয়। ম্যাডেলাইনেরও এ সবে যোগ দেওয়ার কারণ একই।

সন্ধ্যেটা ও'দের একরকম কাটে বটে,—কিন্তু দিনটা ওদের ভয়াবহ শূন্যতায় ভরে ওঠে। ম্যাডেলাইন সারাদিন ধরে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ায়। দুহাতে সে টাকা খরচ করে। মার্কুইসী দ্য মণ্টব্রিওঁকে সে সঙ্গিনী পেয়েছে। মার্কুইসী ইস্কুলে পড়তে পড়তেই বিয়ে করেছিল। দুহাতে টাকা উড়িয়ে সে তা'র স্বামীকে প্রায় নিঃস্ব করে দিয়েছে। কিন্তু এখনো তা'র লোভের শান্তি হয়নি।

সে ম্যাডেলাইনকে নিয়ে সারাদিন বড় বড় দোকানে, রেস্তরাঁয় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এই

সব জায়গায় নানারকম মতামত শুনে তাদের দিন কেটে যেত। মাঝে মাঝে 'বয়ে' গিয়ে ও'রা চা খেতে খেতে প্যারিসের অভিজাত সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করে। কৃত্রিম জীবনের মাদকতায় ম্যাডেলাইন নিজের দুঃখ ভুলে যায়।

সহরে এসে উইলিয়ম এখানকার ধনী সম্প্রদায়ের একজন হয়ে উঠেছে। অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে সে বন্ধুবান্ধবদের সংগে বড় বড় কাফেতে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে। বিকাল বেলা 'বয়ের' ওপর ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোয়—মাঝে মাঝে কোনো ক্লাবে গিয়ে আড্ডা দেয়। ম্যাডেলাইনকে সে মন থেকে কতকটা দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছে। সন্ধ্যাবেলা পার্টিতে যাওয়া ছাড়া ও'দের মধ্যে প্রায় সাক্ষাৎই হয়না।

এমনিভাবে প্রায় দু'মাস কেটে গেল। প্যারিসের বিলাসী অভিজাত-সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ও'দেরও বিবাহ বন্ধনটা এখন গৌণ হয়ে উঠেছে। একসংগে থাকার সুবিধার জন্যই যেন শুধু ওরা বন্ধনটাকে স্বীকার করে নিয়েছে। প্যারিসের অভিজাতদের মধ্যে অনেকেরই দাম্পত্য-জীবনটা ক্ষণিকের। কিছুদিন একসংগে রাত কাটিয়ে তা'রা পরস্পরের সম্মতিক্রমেই বিভিন্ন ঘরে অবিবাহিতের স্বাধীনতা নিয়ে বাস করে। পুরুষরা তখন অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে—মেয়েরাও নতুন প্রণয়ীর সন্ধানে, সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়।

কিন্তু উইলিয়ম এবং ম্যাডেলাইন প্রকৃতিগতভাবে অন্য ধাতুতে গড়া। তারা একই বাড়িতে বাস ক'রে, ঐ সহজ জীবন গ্রহণ করতে পারল না। গত পাঁচ বছরের উজ্জ্বল দাম্পত্য-জীবন ও'দের

কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে দিল না। একই আবেগ, একই চিন্তাধারার অংশীদার ওরা। কাজেই পরস্পরের সান্নিধ্যলাভের জন্য মনে মনে ওরা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

নতুন জীবনের কৃত্রিম উল্লাস ও'দের মাত্র কয়েক সপ্তাহ ভুলিয়ে রাখল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ওদের মোহ কেটে গেল। এই জীবনের কৃত্রিমতা ওদের অসহ্য বোধ হতে লাগল। দারুণ ব্যর্থতা নিয়ে ও'রা আবার ওদের অতীতের নির্জন শান্তি ফিরে পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠল। ওদের মনে হতে লাগল ও'রা যেন পুতুল নাচের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। প্যারিসের অভিজাত সমাজ তার বিরাট শূন্যতা নিয়ে ওদের বিদ্রুপ করেছে ;—ওদের নিয়ে খেলা করেছে।

অভিজাত সমাজের আপাতঃ চাকচিক্যের অন্তরালবর্তী বীভৎস কুৎসার ফল্গুধারার দিকে চেয়ে ও'রা চমকে উঠল। অমুক ভদ্র-মহিলা অমুকের রক্ষিতা—তা'র স্বামী জেনে শুনে তৃতীয় ব্যক্তির অংশ অভিনয় করে মজা দেখেন, অথবা মার্কুইসী দ্য ফ···এর স্বামী তা'র নিজের বাড়িতে ছেলেমেয়ে এবং বৌএর সুমুখেই অসংখ্য রক্ষিতা নিয়ে বাস করেন ইত্যাদি. শুনতে শুনতে ওরা ঘৃণায় শিউরে উঠত।

এই জঘন্য পরিবেশ ত্যাগ করে লা নোয়ারদের শান্ত সংযত গ্রাম্য সৌন্দর্যের মধ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য ও'রা ক্রমে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ম্যাডেলাইনের সতেজ লাবণ্য কিম্বা উইলিয়মের অটুট গাম্ভীর্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট নরনারীদের ওরা মেনে নিতে পারল না। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই ওরা আবার রু দ্য বুলোর গভীর নির্জনতার মধ্যে

পালিয়ে এল।

উইলিয়ম বুঝে নিল ম্যাডেলাইন তা'র জীবনের কতখানি জুড়ে রয়েছে। প্রথম দিন থেকেই ও তা'র জীবনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে নিয়েছে। ও'দের জীবনের প্রকৃত কর্তা ও-ই—সে শুধু অনুগত অনুচরের মত ওকে অনুসরণ করে চলেছে।

ম্যাডেলাইন এবং জেক্‌সের জীবনে যা' ঘটেছে ওদের জীবনেও তা'র ব্যতিক্রম হয়নি। ম্যাডেলাইন উইলিয়মকে নিজের মত করে গড়ে নিয়েছে। কথায়বার্তায়, আচারআচরণে সে ম্যাডেলাইনকে অনুসরণ করে চলেছে। ফলে, ক্রমশঃ সে ম্যাডেলাইনের অংশ মাত্রে পরিণত হয়েছে।

সে সভয়ে দেখল মনের দিক থেকে সে শুধু তা'র স্ত্রী এবং তা'র পূর্ব প্রণয়ীকে বয়ে নিয়ে চলেছে। এমনিভাবে ও'রা তিনজনে এক কলঙ্কপঙ্কিল ত্রিকোণের সৃষ্টি করেছে। সে এমন এক-জনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে যে নিজেই আরেকজনের প্রতিমূর্তি।

মাঝখানে বিরাট শূন্যতা নিয়ে ও'রা রু দ্য বুলোঁর নির্জন ঘরের মধ্যে নিজেদের অবরুদ্ধ করে ফেলল। কিন্তু এই নির্জনতাও ও'দের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল—ও'রা স্থির করল, অবিলম্বে ভিটুইএ ফিরে যাবে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বেড়িয়ে ফিরে তা'রা জেনেভিএভের একটা চিঠি পেল। জেনেভিএভ ও'দের ভিটুইএ ফিরে যেতে লিখেছে। লুসীর নাকি ভয়ানক অসুখ।

রাত্রে দুশ্চিন্তায় ও'দের ঘুম হলো না। ম্যানতীসের প্রথম ট্রেণটা ধরার জন্য ও'রা ভোরবেলা তৈরী হয়ে নিল।

ষ্টেশনে পৌঁছে ম্যাডেলাইন বলল, একটা অত্যন্ত দরকারী জিনিষ সে বাড়িতে ফেলে এসেছে—সেটা এখনি আনা দরকার। উইলিয়ম কোচুয়ানটাকে পাঠাতে চাইল। কিন্তু ম্যাডেলাইন রাজী হলো না। সে বলল: "তুমি এই ট্রেণে একা চলে যাও—আমি পরের ট্রেণে যাচ্ছি।"

উইলিয়ম অগত্যা রাজী হলো। ম্যাডেলাইন প্লাটফর্মের ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে বিষন্ন দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইল।

ম্যাডেলাইন বাড়ির দিকে না গিয়ে বুলেভার দিকে চলল। এপ্রিলের সোনালী রদ্দুরের কবোষ্ণ উত্তাপ ম্যাডেলাইনের মনটাকে সবল করে তুলল। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পথ দিয়ে সে প্রায় ছুটে চলল।

ম্যাডেলাইন শুনেছে জেক্‌স্ প্যারিসে আছে। মনে মনে সে ঠিক করেছে ওঁর বাসায় গিয়ে সে ওঁর সংগে দেখা করবে। উইলিয়মের সংগে তাঁর বিয়ের খবর জানলে, জেক্‌স্ নিশ্চয় তাকে মুক্তি দেবে। এই নিদারুণ মনঃকষ্ট আর সে সইতে পারছে না। ব্যাপারটা সে এইখানেই চুকিয়ে দিতে চায়। উইলিয়মের ভীরু মন তাঁকে বারবার বাধা দিয়েছে—কাজেই উইলিয়মকে এড়িয়ে সে একাই ব্যাপারটা শেষ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। তাঁর বাবার সাহসিকতা, অসাধারণ উদ্যম তাঁর মধ্যে কাজ করছে। কোনো কিছুকেই সে ভয় করে না।

তাঁর পরিকল্পনার প্রথম অংশ ভালভাবেই সফল হয়েছে। উইলিয়ম চলে গেছে। এখন প্যারিসে সে একা। কিন্তু এখনো

দুরূহ অংশটাই বাকী রয়েছে। গীর্জার ঘড়িতে ন'টা বাজল। ম্যাডেলাইন ঠিক করেছে দুপুরের আগে জেক্‌সের বাসায় যাওয়া চলবে না। কাজেই হাতে এখনো তিন ঘণ্টা সময় রয়েছে।

পথে বেড়াতে বেড়াতে সে নানাকথা ভাবতে লাগল। তা'র মনে পড়ল এই প্যারিসেই একদিন সে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছিল। সেদিনও সে ছিল আজকের মতই একা···!

ঘুরতে ঘুরতে সে ফুলের দোকানের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। নানা-রকম ফুলের মিশ্রগন্ধে যেন নেশা ধরে যাচ্ছে। দোকানের মেঝেতে নানা রংএর ফুলের ঝুড়িগুলো সাজানো রয়েছে। মনে হচ্ছে, কে যেন সেখানে লাল, হলদে, নীল রংএর একটা গালচে পেতে দিয়েছে।

ম্যাডেলাইন এমনিভাবে দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দিল। বসন্তের হাওয়ায়, ফুলের গন্ধে তা'র রক্তস্রোত হয়ে উঠল উদভ্রান্ত, গালে ছড়িয়ে পড়ল বসন্তের রক্তিম বিহ্বলতা।

ষ্টেশন থেকে বেরুবার সময় নিজের সাফল্যের বিষয়ে তা'র কোনো সন্দেহ ছিল না। জেক্‌স্‌কে কি বলবে মনে মনে সে ঠিক করেই রেখেছিল। সে বলবেঃ উইলিয়মকে সে বিয়ে করেছে—ওকে সে সত্যি ভালবাসে। একথা শুনলে জেক্‌স্ আর কোনো-দিন তা'দের শান্তির ব্যাঘাত ঘটাবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে সে আবার লা নোয়ারদে ফিরে যেতে পারবে।

কিন্তু বেড়াতে বেড়াতে মনের উত্তেজনা তা'র যতই কমতে লাগল ততই তার অতীতের কথা মনে পড়তে লাগল। উইলিয়মের ম্লান ছবিকে মুছে দিয়ে জেক্‌সের হাস্যমধুর উজ্জ্বল ছবিটা তা'র

চোখের সুমুখে ভেসে উঠল। তা'র মনে পড়ল তা'রা এপ্রিলের শেষেই ভেরিয়ারে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে জংগল থেকে জেক্‌স্ তা'কে কত ফুল তুলে এনে দিয়েছিল।

জেক্‌সের চিন্তায় তা'র কোনো বিরক্তি বোধ হলো না, সে ভাবল: এটা স্বাভাবিক। তা'র মনে হলো এতে ব্যাপারটা সহজ-ভাবে মিটে যাবে। জেক্‌স্‌কে সে ভাইয়ের মত গ্রহণ করবে—জেক্‌স্‌ও তা'কে বন্ধুত্ব দিতে কার্পণ্য করবে না।

তাড়াতাড়ি পা' চালিয়ে সে জেক্‌সের বাসার সুমুখে এসে দাঁড়াল। কিন্তু ও'র বন্ধ দরজায় টোকা দিতে গিয়ে একবার তা'র বুকটা ধ্বক্ করে উঠল।

দরজায় টোকা দিতে জেক্‌স্ নিজেই দরজা খুলল। ও'র মুখে একটা পাইপ। কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে ম্যাডেলাইনের মুখের দিকে চেয়ে থেকে ও বলল: "তোমাকে আমি আশা করিনি—এস! ভেতরে এস!" তা'র হাত ধরে ও তা'কে শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

"তুমি বসো—আমি জামা কাপড় ছেড়ে নি, কেমন? আমি একটু পরে একবার বেরুব—কাজেই এই সময়টুকুর সবটাই আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই।"

"যাক্, ব্যাপারটা কি বলতো?"—ও প্রশ্ন কোরল। "হঠাৎ আমার বাসায় এলে যে? 'হোয়াইট ষ্ট্যাগে'র ঝগড়াটার আজ মিট্-মাট হবে নাকি?"—জেক্‌স্ ম্যাডেলাইনের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

ম্যাডেলাইন কোনো কথা না বলে ও'র মুখের দিকে চেয়ে

রইল। দামী তামাক আর কোলোনের মিশ্র গন্ধে তা'র মনটা অবশ হয়ে পড়েছে।

তা'র সুমুখে জেক্‌স্ নিজের অভ্রভেদী পৌরুষ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! সার্টের খোলা বোতামের মধ্যে দিয়ে ও'র বলিষ্ঠ, লোমশ বুকটা দেখা যাচ্ছে।

জেক্‌সের হাতের মুঠোয় এখনো তা'র একটা হাত ধরা রয়েছে। তার আর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে জেক্‌স্ বিছানার একপাশে বসে পড়ল। ম্যাডেলাইন জেক্‌সের সুমুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে জেক্‌স্ বলল :—"তুমি আগের চেয়েও সুন্দর হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমাকে তুমি এখানে খুঁজে বার করলে কি করে ?

যাক্, সন্ধি যখন হলো তখন সন্ধির সর্ত হিসাবে আগে একটা চুমু দাও…।"

জেক্‌স্ ও'কে টেনে কোলে বসিয়ে নিল। ম্যাডেলাইনের হঠাৎ এখানে আসার কারণটা মনে পড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে দেখতে পেল না মুখে তা'র তখন সলজ্জ মধুর হাসি ফুটে উঠেছে।

জেক্‌স্ আরো উত্তেজিত হয়ে ও'র কোমরটা জড়িয়ে ধরে ও'কে কাছে টেনে নিয়ে বলল : "তুমি জাননা ম্যাডেলাইন, ম্যানতীস থেকে ফেরার পর আমি রোজ রাত্রে তোমাকেই স্বপ্ন দেখেছি।" ও'র বিশ্বাস আরো ঘন হয়ে উঠল। আবেগদীপ্ত হাতে ও তা'র জামার বাধনগুলো খুলে দিল। ম্যাডেলাইন ও'র বুকের ওপর এলিয়ে পড়ল। ও'র প্রচণ্ড পৌরুষকে সে কিছুতেই বাধা দিতে

পারল না। অর্দ্ধ-নিমিলিত চক্ষে, চুম্বনের জন্য ঈষৎ উন্মুক্ত অধরে ম্যাডেলাইনের সব স্মৃতিই বিলুপ্ত হলো—জেগে রইলো শুধু উদগ্র কামনা। আবেগ-কম্পিত থরথর দেহে কামনার লেলিহান শিখায়, নিবিড় পুলকে ম্যাডেলাইন জেক্‌স্‌কে সরিসৃপের মত আঁকড়ে ধরলো।

জেক্‌স্‌ বলিষ্ঠ হাতে ওকে বিছানায় তুলে নিল···। ম্যাডেলাইনও অসীম আগ্রহে, সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন তার প্রভুর জানুর চাপ বুঝতে পারে, তেমনি করেই জেক্‌সের সবল চাওয়ার মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিল। এর মধ্যে দিয়েই সে উপভোগ করল চরম ইন্দ্রিয়ানুভূতি। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। অবসন্ন দেহ—শূন্য মন নিয়ে ম্যাডেলাইন উঠে বসল। জেক্‌স্‌ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে হাসছে। এলোমেলো বিছানাটা ছেড়ে উঠে সে ড্রেসিং টেবিলের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। তার মাথার লাল চুল ঘাড়ের ওপর খুলে পড়েছে। অবশ হাতে সে ধীরে ধীরে জামা কাপড়গুলো ঠিক করে নিল।

"এখন আর একা বেরুব না ম্যাডেলাইন"—জেক্‌স্‌ হাসতে হাসতে বলল। "চল, এক সংগে আজ খাওয়াদাওয়া করা যাক্‌।"

ম্যাডেলাইন মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে মেঝে থেকে টুপীটা কুড়িয়ে নিল।

জেক্‌স্‌ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল: "তুমি কি এখনি চলে যাবে না কি ?"

···হ্যাঁ, আমার একটু তাড়া আছে—একজন আমার জন্য অপেক্ষা করবে!"—ম্যাডেলাইন এখানে এসে এই প্রথম কথা বলল।

জেক্‌স্ হো হো করে হেসে উঠল। দরজা অবধি ও'কে এগিয়ে দিয়ে সে বলল : "এরপর যখন আসতে পারবে তখন একটু বেশী সময় নিয়ে এস। আর যদি একদিনের মত পালাতে পার তো ভেরিয়ার বেড়িয়ে আসব !"

ম্যাডেলাইন উন্মত্ত দৃষ্টিতে ও'র মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জেক্‌সের কথাগুলো তা'র মুখে যেন চাবুক মারল। কোন উত্তর না দিয়ে সে পথে নেমে গেল। মাত্র কুড়িটি মিনিটের মধ্যে ও'র জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটে গেল···!

পথে নেমে সে কোনোদিকে না চেয়ে মাতালের মত ছুটে চলল। নানারকম প্রশ্নে নিজের মনটাকে সে ছিন্ন ভিন্ন করে তুলল : "কোন শ্রেণীর নারী আমি ? জেক্‌সের কাছে এসে এ আমি কি করলাম ? নগন্য গণিকার মত তা'র আহ্বানে কেন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

উন্মাদের মত চলতে চলতে তা'র মনটা হতাশায় ভরে উঠল। তা'র মনে হলো মৃত্যু ছাড়া আর তা'র সুমুখে কোনো পথ খোলা নেই। কিছুদিন আগে একটা শিকারের বড় ধারালো ছুরি সে দেরাজের মধ্যে রেখেছে মনে পড়ল। ওটাকেই কাজে লাগাতে হবে'—এই ভেবে সে রু ছ্য বুলো'র দিকে এগুতে লাগল।

কিন্তু কিছুদুর গিয়েই তা'র মনে হলো আগে উইলিয়মকে জানানো দরকার। নাহলে হয়তো ও তা'র আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত দুঃখ পাবে।

ওদিকে না গিয়ে সে ষ্টেশনের দিকে চলতে লাগল। ম্যানতীসে ট্রেণ থেকে নেমে ম্যাডেলাইন একটা ঘোড়ার গাড়ীতে

উঠে বসল। গাড়ীর জানালার ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে, সে ভাবতে লাগল। তা'র মনে হলো ঘোড়ার পায়ের শব্দের তালে আর তা'র বুকের মধ্যে রক্তস্রোতে যেন একই সংগীত বেজে উঠছে: "মৃত্যু···মৃত্যু···মৃত্যু···!"

ভিটুইএ পৌঁছুবার একটু আগে সে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে গাছগুলো শাখাপ্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পথের পাশে গর্তের মধ্যে ব্যাঙ ডাকছে।

উঠোনে ঢুকে সে দেখল তিনতলার জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। মনটা তা'র কি এক অজানা আতংকে ভরে উঠল।

তেরো

লা নোয়ারদের ও'পর আবার নেমে এসেছে দুঃসময়ের নিবিড় অন্ধকার। লুসী মারা গেছে। উইলিয়ম ফিরে দেখল লুসীর অবস্থা সাংঘাতিক। জ্বরে গা ও'র পুড়ে যাচ্ছে ;—বিকারের ঝোঁকে ও আবোল তাবোল বকছে। বাবাকে ও চিনতে পারল না।

ঝুঁকে পড়ে ও'র মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে উইলিয়মের চোখে শ্রাবনের ধারা নেমে এল। অনুশোচনায় তা'র অন্তর পুড়ে যেতে লাগল। সে বুঝল মেয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার সময়টুকুও আর নেই। আর কোনোদিন ও'কে সে বোঝাতে পারবে না, তা'র পিতৃহৃদয়ে ও'র জন্য কি অফুরন্ত স্নেহের ভাণ্ডার জমা হয়ে রয়েছে। সীমাহীন বেদনা নিয়ে সে ও'র সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে রইল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত লুসী একবার চোখ মেলল। ছোট্ট লাল ঠোঁট দু'টি ফুলিয়ে ও উইলিয়মের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

"বাবা !"—ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল ও। "আমাকে কোলে নাও !"

উইলিয়ম নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না। তা'র মনে হলো বিপদ বোধহয় কেটে গেছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মেয়েকে সে কোলে তুলে নিল। কোলে তুলে নিতেই লুসীর ছোট্ট দেহটা একবার থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবার বুকে লুটিয়ে পড়ল।

বজ্রাহত উইলিয়ম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দারুণ শোকে চোখ দিয়ে তা'র এক ফোঁটা জলও বেরুল না। মেয়ের মৃতদেহ

ধীরে ধীরে বিছানায় নামিয়ে রেখে সে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সে প্রার্থনা করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু লুসীর মৃত্যুর স্পর্শে কঠিন মুখখানির দিকে চেয়ে তা'র মনটা যেন ভয়ে ভরে উঠল। ও'র মুখের রেখাগুলো কঠিনতর হয়ে উঠে ও'কে যেন জেক্‌সের প্রতিবিম্ব করে তুলছে।

উইলিয়ম প্রাণপণে চোখ বুজতে চেষ্টা করল। মন থেকে ঐ বীভৎস চিন্তাকে তাড়াবার জন্য সে প্রার্থনা করতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা'র সব চেষ্টা বিফল হয়ে গেল। নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ম্যাডেলাইন বাড়িতে পা' দিয়েই অনুভব করল ভয়ংকর একটা কিছু ঘটেছে। একতলার ঘরগুলো দ্রুত পার হয়ে সে লুসীর শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে থেকে জেনেভিএভের প্রার্থনার একঘেঁয়ে সুর ভেসে আস্‌ছে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই ম্যাডেলাইন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। জানালাগুলো বন্ধ। ঘরে দিনের শেষ আলোকরশ্মির চিহ্নমাত্র নেই। নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে খাটের দু'দিকে শুধু দু'টো বড় বড় মোমবাতি জ্বলছে। খাটটা ঘরের মাঝখানে টেনে আনা হয়েছে।

ম্যাডেলাইন ধীরে ধীরে খাটের কাছে এগিয়ে গেল। মাথার নীচে বালিশ দিয়ে লুসীকে উচুঁ করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। ও'র ঘন কালো, কুঞ্চিত চুলের রাশি বিবর্ণ মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। বুকের ওপর ও'র দু'টি হাত জোড়া করা রয়েছে। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে জেনেভিএভ কাঁদছে।

ম্যাডেলাইন সকাল থেকে একবারও মেয়ের কথা ভাবতে

পারেনি। এখন মেয়ের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে তা'র মুখ থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। তা'র আত্মহত্যার একমাত্র বাধা আপনিই সরে গেল। নিশ্চিন্ত মনে এখন সে মরতে পারবে।

লুসীর কঠিন দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে তা'র মনে হলো আর কিছুক্ষণের মধ্যে সেও এমনি নিশ্চিন্তে মেয়ের পাশে বিশ্রাম নিতে পারবে। নীচু হয়ে লুসীকে চুমু খেতে গিয়ে সে চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঠিক ঐ দু'টি ঠোঁটের মত আর দু'টি ঠোঁট তা'কে আজই দুপুরে উন্মত্ত চুম্বনে আত্মহারা করে তুলেছিল।

জেনেভিএভ কঠিন দৃষ্টিতে তা'কে লক্ষ্য করছিল। তা'র চমকে ওঠা দেখে সে তীব্রস্বরে বলল: "ঐ নিষ্পাপ অধরে তুমি চুমু খেতে পারবে না! তুমি অশুচী—অপবিত্র! এই ভাবেই পাপের শাস্তি হয়! বাপমায়ের পাপের ফল ছেলেমেয়েকে - ভোগ করতে হয়!"

জেনেভিএভের হৃদয়হীন প্রতিহিংসায় ম্যাডেলাইন ক্ষেপে উঠল। পাগলের মত সে চেঁচিয়ে উঠল: "অমন করে কি দেখছিস আমার দিকে? নিজেকে তুই কি ভাবিস:—ভগবান?"

জেনেভিএভ উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো ও'র অস্বাভাবিক হিংস্রতায় ধারালো ছুরির মত চক্‌চক্ করে উঠল। ম্যাডেলাইনের মুখের দিকে কংকালসার আঙুল তুলে ও সাপের মত ফুঁসে উঠল: "তোমারো সময় হয়ে এসেছে!"

"আমি জানি আমার শাস্তি হবে,—কিন্তু তুই আমার বিচারক নোস্"—ম্যাডেলাইন গর্জন করে উঠল।—"জীবন কি, তাই তুই জানিস না—ভালবাসতে জানিস না! প্রলোভনের তুই কি বুঝবি?"

ঃ "তোমার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা নামবে—তোমাকে ফল পেতেই হবে।"

"ফল কি আমি পাই নি ?"—ম্যাডেলাইনের মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল।

"আরো শাস্তি তোমার বাকী আছে। জিহোভার বিচার এখনো শেষ হয়নি।"

"বিচার ? বিচার যদি থাকে তো আমার পাপের জন্য উইলিয়ম শাস্তি পাবে কেন ?"

"উইলিয়মও নিশ্চয় পাপ করেছে, তাই সে শাস্তি পাচ্ছে। ভগবান কখনো অবিচার করেন না।"

ম্যাডেলাইনের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাব্রকণ্ঠে সে চীৎকার করে উঠল ঃ "দূর হ'! আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা' তুই ! আমি তোকেও চাইনা—তোর ভগবানকেও চাই না। কারুকে আমি পরোয়া করি না। নিজের বিচারক আমি নিজেই ! আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা' ! আমাকে আমার মেয়ের সংগে একা থাকতে দে' !"

উন্মত্ত দৃষ্টিতে সে মেয়ের মৃতদেহের দিকে চেয়ে রইল। ও'র মুখখানা হাঁ হয়ে গেছে। মৃত্যুর স্পর্শে—কঠোর মুখখানা যেন ভয়াবহ দেখাচ্ছে।

মৃতের ঘরে এতটা আত্মহারা হয়ে পড়ায় ম্যাডেলাইন নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠল। মুখ নীচু করে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে সে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঃ "ও কখন মারা গেল ?"

"দুপুরে"—জেনেভিএভ সংক্ষেপে বলল।

"দুপুরে" ?—ম্যাডেলাইন থরথর করে কেঁপে উঠল। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সে খাটের বাজু ধরে নিজেকে সামলে নিল। দুপুরে লুসী মারা গেছে!—তার একমাত্র পরম আদরের সামগ্রী তা'কে ছেড়ে চলে গেছে—আর ঠিক সেই সময় জেক্সের ঘরে সে পাপের লীলায় মত্ত হয়ে সময় কাটিয়েছে। বিচার…! নিষ্ঠুর, কঠোর বিচার—!

ম্যাডেলাইন নিজের বুকের মধ্যে লুসীর কান্না শুনতে পেল। বুকের মধ্যে তা'র ঝড় বইতে লাগল।

কিছুক্ষণ সেইভাবে দাড়িয়ে থেকে সে জিজ্ঞেস করল :

—"উইলিয়ম কোথায় ?"

জেনেভিএভ মাথা নাড়ল। ও জানেনা উইলিয়ম কোথায়।

ম্যাডেলাইনের মনে পড়ে গেল আসার সময় সে গবেষণাগারের জানালায় আলো দেখেছে। সভয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে ওপরে উঠতে লাগল।

লুসীর ঘর থেকে বেরিয়ে উইলিয়ম কিছুক্ষণ বাগানে ছুটোছুটি করল। কিন্তু সেখানেও সে শান্তি পেল না। তখন ধীরে ধীরে সে স্যাটোর দিকে ফিরে চলল। হঠাৎ কি এক অজানা আকর্ষণে সে গবেষণাগারের চাবীটা বার করে নিল। তা'র মনে হলো এখন একমাত্র ঐ একটি জায়গায় সে পালিয়ে বাঁচতে পারে। বাবার মৃত্যুর পর এ ঘরে আর সে ঢোকেনি।

বাতি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে সে দেখল ঘরটা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। দেয়ালের কাগজগুলো বাতাসে ছিঁড়ে গিয়ে ঝুল কালি মেখে মাটিতে লুটোচ্ছে। সারা ঘরটা ভাঙা কাঁচে ভর্তি

হয়ে রয়েছে। দেরাজের ওপর মোমবাতিটা রেখে সে চারিদিকে চাইতে লাগল। মাকড়সার জালে, ঝুলে ঘরের তাকগুলো আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

নানারকম ওষুধ আর রুদ্ধ ঘরের বদ্ধ হাওয়ার মিশ্রগন্ধে উইলিয়মের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। মেঝের দিকে চেয়ে সে দেখল ধূলোয় ভরা মেঝেতে রক্তের কালো দাগটার ওপর সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরটা সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরে তাঁকে যেন বলীর পশুর মত নিজের গহ্বরে টেনে এনেছে। পায়ের নীচের কালো দাগটার দিকে চেয়ে তাঁর মনে হলো এইখানে তাঁর বাবা মারা গেছেন—এইখানেই তাঁকেও মরতে হবে।

ঘরটা তাঁকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে। এই পাঁচ বছর ধরে অনন্ত রক্তপিপাসা নিয়ে ও অপেক্ষা করেছে। আজ সময় হয়েছে। বলীর পশু নিজেই ও'র যূপকাষ্ঠে মাথা গলিয়ে দিয়েছে।

উইলিয়ম নিজের জীবনের কথা ভাবতে লাগল। সারা জীবন সে শুধু কষ্টই পেয়েছে। শৈশব থেকে আজ অবধি শান্তি তাঁকে স্পর্শও করেনি। তাঁর মনে হলো নিয়তি জাল বিস্তার করে তাঁকে শীকার করতে চেয়েছে। সেই জালে সে ধরা পড়ে গেছে। আর তাঁর মুক্তি নেই……!

জীবনটা উইলিয়মের ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাঁর মনে হলো এত দিনে এই দুর্বহ জীবনের বোঝা নামাবার সময় এসেছে। দেরাজের ওপর বাতির কম্পমান শিখাটা একবার দপ করে উঠল। দরজা ঠেলে ম্যাডেলাইন এসে দাঁড়াল।

গায়ের কেপ, টুপী ইত্যাদি খুলে রাখারও সময় হয়নি তার।

ঘরটার চারদিকে সে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এ ঘরে এই সে প্রথম পা' দিল। কিন্তু ঘরটার ইতিহাস সে জানে। চারিদিকে চাইতে চাইতে তা'র মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। উইলিয়মের মত তারও মনে হলো এই ঘরটা ওর ভয়াবহ রক্তলোলুপতা নিয়ে এতদিন তা'রই জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

স্বামীর সুমুখে এগিয়ে এসে অকম্পিত কণ্ঠে সে বলল ঃ

—"তোমার সংগে কথা আছে, উইলিয়ম।"

—"এখানে ?"—উইলিয়ম সভয়ে জিজ্ঞেস করল।

—"হ্যাঁ, এখানেই! এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় আছে ?"—ম্যাডেলাইন তিক্তকণ্ঠে বলল। "কিছুদিন আগে তুমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলে—সে কথা মনে আছে ?—আমি বলেছিলাম যেদিন আমার বাঁচতে ইচ্ছে থাকবে না, সেদিন তুমি আমাকে মুক্তি দিও। তুমি কথা দিয়েছিলে। আজ সেই দিন এসে গেছে। আমি মরতে চাই—উইলিয়ম।"

উইলিয়ম চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যাডেলাইন বলে চলল ঃ

—"জীবনটা আমাদের দুজনের কাছেই দুর্বহ হয়ে উঠেছে। এক মুহুর্তের জন্যও আমরা শান্তি পাচ্ছিনা। আমাদের বড় আকাংখার, আনন্দের লীলাভুমি আজ শ্মশান হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর কোনোখানে আমরা শান্তি পাচ্ছিনা। এমন কি লুসীর মৃত দেহের সুমুখে দাঁড়িয়েও আমরা মনকে শান্ত করতে পারছিনা —উইলিয়ম। এই ঘর থেকে আবার যদি আমরা একসংগে ফিরে যাই—তাহলে জীবন আমাদের আরো বিষময় হয়ে উঠবে।

বল, আমি ঠিক বলছি কিনা ?”

“সম্পূর্ণ সত্যি”—উইলিয়ম সংক্ষেপে উত্তর দিল।

“আজকাল পরস্পরের সংগ আমাদের কাছে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সেই যে রাতে তুমি আমাকে স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তুললে, সেইদিন থেকেই আমি আর তোমার নেই। আর তুমি আমাকে তোমার বুকে টেনে নিতে পার না ! তুমি জান তোমার পাশে শুয়ে আমি অন্য পুরুষের স্বপ্ন দেখি। ঈর্ষায় তুমি পাগল হয়ে উঠেছ—আমারো একই রকম অবস্থা। বল, আমার কথা সত্যি নয় ?”

“সত্যি”—উইলিয়ম দৃঢ়স্বরে বলল।

“যা’ চলে গেছে তা’র পিছনে আর ছুটে লাভ নেই, উইলিয়ম। আমি জানি তুমি নিজেও হাঁফিয়ে উঠেছ। আমার গোপন চিন্তা—গুপ্ত কামনা তোমার আর অজানা নেই। কাজেই এর পর আর একসংগে জীবন কাটানোর কথা ভাবাও চলে না। অবশ্য প্যারিসের অভিজাত সম্প্রদায়ে যা’ চলে সেইভাবে যদি বাঁচতে চাও তো আলাদা কথা।”

“না, না, সে আমি পারব না ম্যাডেলাইন”—উইলিয়ম চেঁচিয়ে উঠল। “আমি তোমাকে ভালবাসি—কাজেই একমাত্র তোমার প্রিয়তমরূপে—তোমার স্বামীরূপেই আমি বাঁচতে পারি। ও জীবন আমাদের জন্য নয়। হয় আমরা এক হয়ে বাঁচব আর নয় তো…”—উইলিয়ম থেমে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল : “আর নয় তো বাঁচারই প্রয়োজন নেই।”

“আমারো সেই মত উইলিয়ম। আমাদের জীবন শেষ হয়ে গেছে। নিজেদের প্রেমই আমাদের হত্যা করল। পরস্পরকে

ভাল না বাসলে আমরা বাঁচতে পারতাম। কিন্তু অপবিত্র দেহ নিয়ে আমরা পরস্পরকে ছুঁতে পারব না। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি উইলিয়ম। কাজেই এই গণিকাবৃত্তি আমি করতে পারব না। এমনভাবে চললে আমরা দুজনেই পাগল হয়ে যাব—তাহলে আর আমাদের কি বাকী থাকবে ?"

"কিছুই না"—উইলিয়ম ধীরে ধীরে বলল।

কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর নিজের মনেই কি যেন ভেবে নিয়ে ম্যাডেলাইন বলল : "মনে আছে, 'হোয়াইট ষ্ট্যাগে' সেই রাতেই আমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম ?—তখন আমার একমাত্র বাধা ছিল লুসী। আজ লুসী নেই। তোমারও অনুমতি পেয়ে গেছি !"

"হ্যাঁ, আমরা একসংগেই মরব···!"—উইলিয়ম শান্তকণ্ঠে বলল।

"একসংগে ?"—ম্যাডেলাইন চমকে উঠল। "না, না, তুমি কেন মরবে ?"

"তুমি কি চাও একা বেঁচে থেকে আমি কষ্ট ভোগ করি ?" —উইলিয়ম প্রশ্ন করল।

"তুমি আবার দূর্বল হয়ে পড়ছ উইলিয়ম।"—ম্যাডেলাইন কঠিন কণ্ঠে বলল। "আমার জন্য কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলতেও কি তুমি রাজী নও ? শুধু যদি আমার নিজের জীবনটাই দুর্বহ হয়ে উঠত তাহলে আমি আত্মহত্যা করতাম না, কিন্তু আমি তোমার জীবনকেও বিষময় করে তুলেছি। মরে আমি তোমাকে

মুক্তি দিতে চাই।"

"কিন্তু তোমাকে আমি একা মরতে দেব না।"

"আমার পাপের বোঝা আর বাড়িও না, উইলিয়ম। তুমি যদি আমার সংগে আত্মহত্যা কর তাহলে আমি পাপের ভাগী হয়ে পড়ব। আমাকে ছেড়ে দাও—তুমি সুখী হবে উইলিয়ম।"

উইলিয়মের দৃঢ়তা ভেঙে পড়ল। কাতরকণ্ঠে সে বলে উঠল: "না, ম্যাডেলাইন, তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না। তুমি যদি আত্মহত্যা করো তাহলে আমাকেও তোমার সংগে যেতে হবে।"

ম্যাডেলাইন স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইল। কি করে যে সে ও'কে বোঝাবে তা' সে ঠিক করতে পারল না।

উইলিয়ম এগিয়ে এসে তা'র হাত দু'টো চেপে ধরে কাতর-কণ্ঠে বলে উঠল:

—"না, আমাকে ছেড়ে যেও না ম্যাডেলাইন!—আর দিন কতক অপেক্ষা কর!"

"অপেক্ষা করব? কিসের জন্য?"—ম্যাডেলাইন প্রশ্ন করল।

"আমরা আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করব।"

"বাজে কথা বলো না উইলিয়ম, আমাদের আর আশা নেই।" —ম্যাডেলাইন বিরক্তভাবে বলল।

"কিন্তু তোমার আত্মহত্যাকে আমি কোনোমতে সমর্থন করতে পারছিনা।"

ম্যাডেলাইন নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলল: "এ আত্মহত্যা নয়—মৃত্যুদণ্ড উইলিয়ম। আমি যদি বুঝতে পারতাম তুমি তোমার কথা রাখবে না, তাহলে সকালে প্যারিসেই আমার জীবন

শেষ করতাম। মনকে আমি স্থির করে নিয়েছি—এখন তুমি অনুমতি না দিলেও আর আমার উপায় নেই।”

“এত নিষ্ঠুর হয়ো না ম্যাডেলাইন”—উইলিয়ম ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে উঠল।

ম্যাডেলাইন আর উত্তর দিতে পারল না। ও'কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে নীচে লাফিয়ে পড়ার জন্য জানালার দিকে ছুটে গেল। কিন্তু হঠাৎ জানালার পাশেই সেই ছোট্ট আলমারিটার দিকে নজর পড়তে সে থমকে দাঁড়াল। বাতির ম্লান আলোয় আলমারির কাচগুলো চক্ চক্ করছে—তার ওপর লাল টক্‌টকে রংএ বড় বড় হরফে লেখা—“বিষ”।

ম্যাডেলাইন ঘুষি মেরে কাঁচটা ভেঙে ফেলল। উইলিয়ম রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল: “ম্যাডেলাইন—ও কাজ করো না।”

ম্যাডেলাইনের কানে ও'র কথা ঢুকল না। রক্তাক্ত হাতে সে একটা শিশি তুলে নিল। শিশির ছিপিটা খুলতে যেতেই উইলিয়ম ছুটে এসে তা'র হাত চেপে ধরল। ম্যাডেলাইনের হাতের রক্তে ও'র হাতটা লাল হয়ে উঠল।

উন্মাদের মত ও চেঁচিয়ে উঠল: “তোমাকে আমি কিছুতেই মরতে দেব না ম্যাডেলাইন—তোমাকে বাঁচতেই হবে!”

“তা' হয় না, ছেড়ে দাও আমাকে”—ম্যাডেলাইন হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল।

উইলিয়ম মুঠোটা আরো শক্ত করে বলল: “শিশিটা আমাকে দিয়ে দাও।”

“না, কিছুতেই না”—ম্যাডেলাইন হাতে সজোরে ঝাঁকানী

দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

উইলিয়ম কোনো উত্তর দিল না। প্রাণপণে ও তা'র হাত থেকে শিশিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। রক্তে ম্যাডেলাইনের আঙুলগুলো ভিজে গেছে। পিছন দিকে হেলে পড়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠল :

"কেন আমাকে তুমি বাঁচাতে চাইছ ! ভেরিয়ারের কথা কি তুমি ভুলে গেছ ? ঐ ঘরে আমি জেক্সের সংগে রাত কাটিয়েছি। 'হোয়াইট ষ্ট্যাগে' সেই বিছানায় জেক্সের পাশে আমি ঘুমিয়েছি।"

উইলিয়ম আর্তনাদ করে উঠল। মনে হলো যেন কোনো হিংস্র পশু মৃত্যু যন্ত্রণায় গর্জন করছে। ম্যাডেলাইনের হাতে ও এমন ভয়ংকর চাপ দিতে লাগল যে ও'র হাতের নখগুলো তা'র নরম মাংসে কেটে বসে গেল।

"তোমাকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম—কিন্তু তুমি শুনলে না"—ম্যাডেলাইন চীৎকার করে উঠল। "তবে শোন, কাল জেক্সের সংগে দেখা করার জন্য আমি তোমার সংগে আসিনি। জেক্সের সংগে কাল আমি জঘন্য গণিকার মত ব্যভিচার করেছি···!"

অসহ্য বেদনায় উইলিয়মের হাতের মুঠো আল্গা হয়ে গেল। একটা ঝাঁকানী দিয়ে ম্যাডেলাইন নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। তা'র বিকৃত মুখের দিকে চেয়ে উইলিয়ম কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ম্যাডেলাইনের মুখে একটা বীভৎস হাসি ফুটে উঠল।

কর্কশকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল : "আর তোমার আপত্তি নেই তো উইলিয়ম ? বল, তুমি অনুমতি দিলে ?"

উইলিয়ম পিছু হট্‌তে হট্‌তে দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়াল। ও'র মুখে চোখে দারুণ আতংকের ছায়া ফুটে উঠল।

ম্যাডেলাইন শিশিটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল : "বল, আমি তোমার অনুমতি পেলাম ?"

হতবুদ্ধি উইলিয়ম মাথা নাড়ল। ও'র চোখ দুটো যেন কপাল থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ম্যাডেলাইনের দিকে চেয়ে ও ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল। ভয়ে ও'র দেহটা কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। ও কিছুতেই তা'র দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না।

ম্যাডেলাইন ধীরে ধীরে শিশিটা মুখের কাছে তুলে ধরল। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে শান্তভাবে সে শিশিটা মুখের মধ্যে উপুড় করে দিল।

অবিশ্বাস্য দ্রুত কাজ করল বিষটা। একবারমাত্র হাত পাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে সে মেঝের ওপর পড়ে গেল। মুখ দিয়ে তা'র একটা বুকভাঙ্গা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। একবার থরথর করে কেঁপে উঠে তা'র দেহটা স্থির হয়ে গেল। তা'র মাথায় লাল চুল গুলো রক্তের ধারার মত মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

উইলিয়ম অপলক দৃষ্টিতে সব দেখল। ছোট্ট শিশিটা খালি হওয়ার সংগে সংগে সে মাটিতে বসে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণায় ও'র মাথার মধ্যে শিরা উপশিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যেতে লাগল। কিন্তু ম্যাডেলাইনের দেহের পতনের শব্দের সংগে সংগে যন্ত্রণা থেমে গেল। হঠাৎ ও'র মাথাটা যেন অবিশ্বাস্যরকম হাল্কা হয়ে গেল।

ম্যাডেলাইনের লাললেরচু রাশির দিকে চেয়ে ও ও'র রক্তাক্ত

হাতে হাততালি দিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। ও'র প্রবল হাসি তরংগের পর তরংগ তুলে সারা লা নোয়ারদকে কাঁপিয়ে দিল।

লাফিয়ে উঠে ও সারা ঘরটা দৌড়তে লাগল। ঘরের ধ্বংস-স্তূপগুলো লাথি মেরে চারিদিকে ছড়িয়ে দিল।

হাস্তে হাস্তে ছুটে গিয়ে ও অগ্নিকুণ্ড থেকে খানিকটা ছাই তুলে নিল। ছাইটা ম্যাডেলাইনের মৃতদেহের' ওপর ছড়িয়ে দিয়ে ও তা'র চারপাশে নেচে বেড়াতে লাগল।

পাথরের মূর্তির মত দরজায় দাঁড়িয়ে জেনেভিএভ এই করুণ দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইল। উইলিয়ম আর ম্যাডেলাইনের কথার শব্দ শুনে সে ওপরে উঠে এসেছিল।

এখন সেই প্রায়-অন্ধকার ভয়াবহ ঘরের মধ্যে পাগল উইলিয়মের উন্মত্ত নৃত্যের দিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাঙা কাঁসরের মত কণ্ঠে অস্ফুট গর্জন করে উঠল: "ভগবান ক্ষমা করলেন না।"

শেষ